Pdf By Syed Mostafa Sakib

তবলিগী

দেওবন্দী পরিচয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

দেওবন্দী তাবলিগী পরিচয়

মুফতী মহম্মদ জুবায়ির হোসাইন
মুজাদ্দেদী রেজবী
মোবাইল নং-৯৫৬৪৫০০৭৩০

—ঃ প্রকাশক ঃ—
সাঈদ বুক ডিপো
মোঃ সাঈদুর রহমান আশরাফী
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০, মালদহ
মোবাইল নং—9933494670

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদনা–
পীরে তরিকাত মহম্মদ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ঃ থানা–রানীতলা
জেলা–মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম প্রকাশ–
জুন, ২০০৬ (হিজরী–জামাদিউল আওয়াল ১৪২৭)
দ্বিতীয় প্রকাশ–
জুলাই ২০১২ (হিজরী–১লা রমজান ১৪৩৩)

{গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত}

মূল্য–৫০ টাকা মাত্র

মোবাইল নং–৯৭৩৩৫২৭৫২৬
৮৯২৬৪৫১৪৫৪
অক্ষর বিন্যাস–
বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স
নশীপুর মসজিদ বাস স্টপেজ
পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ঃ থানা–রানীতলা ঃ জেলা–মুর্শিদাবাদ

সুচীপত্র

লেখকের কথা	৭
তাবলিগী জামায়াতের সর্ব প্রথম আরম্ভ ও আবিস্কারকের পরিচয়	৯
এক স্বপ্নের কাহিনী	৯
তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াসের পরিচয়	১২
পয়গম্বরের পদমর্যদায় অধিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা	১৩
আম্বিয়াগণের তাওহীন	১৪
তাবলিগী জামায়াতের লক্ষ ও উদ্দেশ্য	১৬
দেওবন্দী মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর শিক্ষার কিছু নমুনা	১৮
ওহাবী পরিচয়	২৯
ওহাবী জামায়াতের কাহিনী দেওবন্দীদের জবানে	৩৩
ওহাবীদের কর্ম	৩৪
ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের ঘনিষ্ঠতা	৩৮
তাবলিগী জামায়াতকে বৈদেশিক সাহায্য	৩৯
জামায়াতে ইসলামের পরিচয়	৪১
তাবলিগী জামায়াতের খরচ ও আয়	৪১
তাবলিগী দেওবন্দী একই মতের দুটি দল	৪৪
ভারতে ওহাবী নাজদী মতবাদের নায়ক	৪৫
একটি দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনা	৪৯
ঐ প্রশ্ন যার কোন উত্তর নাই	৫৪
একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা	৫৫
দেওবন্দীদের কয়েকটি জঘন্য ফাতাওয়া	৫৮
কোর্টে ওহাবী দেওবন্দীদের পরাজয়	৬২
ফেকাহে কেরামের দুষ্টিতে ওহাবী তাবলিগী ও দেওবন্দী	৬৭
নামধারী তাবলিগীদের শিক্ষা ও তাদের চিল্লা সম্পর্কে ফাতাওয়া	৭৪
বাস্তব নমুনা	৮১
অন্যন্যদের দৃষ্টিতে তাবলিগী জামায়াত	৮৪

লেখকের কথা

আল্লাহ তায়ালার নিকট ধর্ম ইসলাম। ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ ও আলো, ইসলাম। যুগে যুগে নাবী ও রাসুলগণ ইসলামকেই ধারণ করে প্রচার ও প্রসার করেছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠতম ইসলাম বিশ্ব নাবী আখেরী নবীই দান করেছেন।

শয়তান ইহাকে বার বার কলুষিত করেছে, বিপথগামী করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় বান্দাদের দ্বারা ইসলামকে যুগে যুগে কলুষ মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ইসলাম আছে এবং থাকবে।

গায়েবের সংবাদ দাতা নবী দুনিয়া হতে পরদা নেবার পূর্বে ভবিষ্যত বানী করেন যে আরবের নাজদ হতে শয়তানের শিং, ভূমিকম্প উত্থিত হবে। ভবিষ্যত বানী সত্যে পরিণত হয়ে ১১১১ হিজরীতে নাজদে জন্মগ্রহণ করে মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব। তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাজদী ওহাবী ফেতনায় আরব থেকে বিশ্ব মুসলীম জাহান আজ জর্জরিত কলুষিত অত্যাচারিত।

পীরে তারিকাত রাহবারে শরীয়ত মুজাদ্দিদে আলাফে সানীর চশমে চেরাগ হযরত আল্লামা শাহ আবুল হাসান জায়েদ ফারাকী মুজাদ্দেদী আজহারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর "মাওলানা ইসমাইল আউর তাকবিয়াতুল ইমান" পুস্তকের ভূমিকাতে লিখেছেন–"হযরত মুজাদ্দিদ (মুজাদ্দিদে আলফে সানী) এর সময় হতে ১২৪০ হিজরী পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে দুটি ফেরকা বা দল ছিল। এক আহলে সুন্নাত ও জামায়াত ও দুই শিয়া। তারপর এখন মাওলানা ইসমাইল দেহলবী প্রকাশিত হয়। সে শাহ ওলিউল্লাহর পোতা, শাহ আব্দুল আজিজ, শাহ রফিউদ্দিন, শাহ আব্দুল কাদির এর ভাতিজা। তার সম্পর্ক মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদীর সঙ্গে হয় এবং নাজদী ওহাবী কেতাব কিতাবুত তাওহীদ ও রাদ্দুল এশরাকের অনুবাদ উর্দুতে "তাকবিয়াতুল ঈমান প্রকাশ করে। এই পুস্তক হতেই ভারতবর্ষে মাজহাবী স্বাধীনতার যুগ শুরু হয়। কেউ গায়ের মুকাল্লিদ, কেউ ওহাবী, কেউ আহলে হাদিস, কেউ সালাফী বলে নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে। আইম্মায়ে মুজতাহিনদের যে সম্মান ইজ্জত ছিল তা শেষ হল। সাধারণ লেখাপড়া মানুষ ইমাম হতে লাগলো।

খুব দুঃখের বিষয় তাওহীদের নামে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তাজিম ও সম্মানের হানী করতে শুরু করে। এ সমস্ত খারাবী ১২৪০ হিজরী রবিউল আওয়ালের পরেই প্রকাশ হতে শুরু করেছে"। আজ ভারতবর্ষে ইসলামের নামে বিভিন্ন নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন সৃষ্ট সমস্ত দলই নাজদী ওহাবী, ব্রিটেন বা আমেরিকার সাহায্য পুষ্ট। সকলেরই শীর্ষ নেতা অত্যাচারী ফেতনাবাজ মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব। দেওবন্দী তাবলিগী দলগুলিও ওহাবী আদর্শে বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত। তারা বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইসলামের নবীপাকের আদর্শ সুন্নাত ও ইজ্জতকে ধ্বংশ করতে তৎপর। এই শয়তানী ফেতনা হতে সুন্নী মুসলমানদের ঈমান ও আমলকে রক্ষা পাওয়ার পাথেয় এই ক্ষুদ্র পুস্তক হতে লাভ করলে শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

হে আল্লাহ, আমার এ প্রচেষ্ট ও ক্ষুদ্র কর্ম তোমার হাবিব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলায় কবুল করুন। আমিন।

মুফতী মহম্মদ জুবায়ির হোসাইন
মুজাদ্দেদী রেজবী
শিক্ষক ঃ নশীপুর বালাগাছি এফ, এ, আই, মাদ্রাসা
রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ
তারিখ–২৫/১০/২০১১
মোবাইল নং ৯৫৬৪৫০০৭৩০

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামায়াতের সর্ব প্রথম আরম্ভ ও তার আবিস্কারকের পরিচয়

তাবললিগী জামায়াত এক নতুন আবিস্কার এবং ইহার উৎস স্বপ্ন।

কোন জামায়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তার আন্দোলন,কর্ম পদ্ধতি জানার জন্য তার আবিস্কারকের সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন। কেন না তার কর্ম পদ্ধতিতেই আবিস্কারকের চিন্তা ভাবনার প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। ইহা এমন একটি আসল জিনিস যা অস্বীকার করার কোন রাস্তা নেই।

দেওবন্দী জামায়াতের শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহম্মদ সাহেব নিজেও জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমির এর নামে লিখিত একটি পত্রে উক্ত বিষয় স্বীকার করেছেন। যে পরিক্ষা জামায়াতে ইসলামের জন্য করেছেন তা তাবলিগী জামায়াতের জন্য ও পছন্দ করেছেন। তার আলোচিত শব্দগুলি নিম্নরূপ ঃ–

"মোহতারাম যখন কোন আন্দোলন কোন ব্যক্তির দিকে সম্পর্ক করা হবে তখন সে ব্যাক্তিই তার লক্ষ্য হবে এবং সেই ব্যক্তির আকিদা ও তার চরিত্রের আসর অর্থাৎ প্রতিকৃয়া তার সদস্য বৃন্দের বা তার অনুসারীদের উপর অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।

(মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ)

দেওবন্দী মাওলানার লিখিত উক্ত সুক্ষ বিষয়টি জানার পরতাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারকের ও তার আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আর এ সকল বিবরণ তাবলিগী জামায়াতের বই পুস্তক হতে উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ–

—ঃ এক স্বপ্নের কাহিনী ঃ—

তাবলিগী জামায়াতের কেন্দ্রিয় নেতা মৌলবী মোনজুর নোমানী নিজ পুস্তক "মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস" এর মধ্যে এই প্রকৃত বিষয়ের উপর আলোক পাত করে মাওলানা ইলিয়াসের নিজস্ব বর্ণনা নকল করেছেন–

"তিনি একবার বললেন যে স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।কোন কোন মানুষের স্বপ্নের মধ্যে এমনই উন্নতি হয় যে যা কঠোর সাধনা করেও হয় না। কেননা স্বপ্নের মধ্যে সঠিক জ্ঞান দেওয়া হয় যা নবুয়তের এক অংশ, তবে উন্নতি কেন হবে না"।

(মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃঃ)

ইহা তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াসের কর্মের ভূমিকা হিসাবে আলোচিত হল, ইহা স্মরণ রেখে তার আসল বিষয় শ্রবন করুন। তিনি লিখেছেন–

"তারপর বললেন–আজকাল স্বপ্নর মধ্যে আমার প্রতি সঠিক জ্ঞানের ইলকা হচ্ছে। এজন্য আমি চেষ্টা করছি যাতে আমার ঘুম বেশী হয়"। (মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃঃ)

এস্থানে মালফুজাতের লেখক মৌলবী মোনজুর নোমানী সাহেবের বর্ণনা পছন্দ হবে। তিনি লিখেছেন–"খুসকী (রুক্ষ) মাথা হওয়ার কারনে ঘুম কম হতে লাগলো তখন হেকিম ও ডাক্তারের পরামর্শে মাথায় তেল মালিশ করতে লাগলাম তাতে ঘুমের উন্নতি হল"।

(মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃঃ)

যে আসল উদ্দেশ্যে এ ভূমিকা বেঁধেছেন তা শ্রবন করুন। মালফুজাতের লেখক লিখেছেন–"তিনি (মাওলানা ইলিয়াস) বলেছেন এই তাবলিগের নিয়ম কানুন পদ্ধতি আমি স্বপ্নে লাভ করেছি"। (মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃঃ) গভীর ভাবে চিন্তা করলে ইহা পরিস্কার হবে যে মাওলানা ইলিয়াসের বর্ণনায় তার প্রকৃত বিষয় উদঘাটিত হয়েছে এবং বহু লুকাইত বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

১ম ঃ–ইহা জানা গেল যে তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াস নিজেই।

২য় ঃ–ইহা হতে পরিস্কার হল যেতাবলিগ জামায়াতের উৎস বা ভিত স্বপ্ন। যার কোন বাস্তবতা নাইএবং স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কোন দ্বীনি কর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাবলিগী জামায়াতের প্রচারকগন সাধারণতঃ ইহা বলে প্রচার করে যে তাবলিগী জামায়াতের বর্তমান তারিকা (পদ্ধতি) আম্বিয়া ও সাহাবা গনের তারিকা। ইহা তাদের মিথ্যা ও লজ্জা জনক ধোঁকাবাজী। কেননা তাবলিগী জামায়াতের বর্তমান তাবলিগী তারিকা যদি আম্বিয়া ও সাহাবা গনের তারিকা হত তাহলে কোরআন বা হাদিস হতে বা শারিয়াতের পুস্তকাদি হতে ইহার সুত্র বা উৎস বা প্রমান পাওয়া যেত। কিন্তু তাদের কথাতেই প্রমান হয় যে ইহা বর্তমান জামানার একজন মানুষের তথা মাওলানা ইলিয়াসের স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া নতুন আবিস্কার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই স্থানে আরও একটি সুক্ষ বিষয় লক্ষনীয় তা হল মাওলানা ইলিয়াস নিজেই তার স্বপ্ন প্রকাশ করার পর ও তাবলিগী তারিকা কে নিজের দিকেই নেসাবত করেছে। যেমন মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াসের মধ্যে মৌলবী মোনজুর নোমানী তার বর্ণনা নকল করে লিখেছেন--"একবার বললেন-হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবী এক বড় কাজ করেছেন। আমার মন চাই যে শিক্ষা তার হোক আর প্রচার তারিকা আমার। এ ভাবে তার শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার হয়ে যাবে"। (মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃঃ)

উপরের আলোচনা হতে ইহা প্রকাশ হয় যে তাবলিগী জামায়াত মাওলানা ইলিয়াসের আবিস্কার ও কর্ম পদ্ধতি। ইহা বিশ্বনাবী আদর্শের নবীর কোন শিক্ষা বা কর্ম পদ্ধতি নয়।

তাছাড়া তাবলিগী জামায়াতের উলামা ও আমির গন ওয়াজনসীহত ও লেখনীর মাধ্যমে বার বার এই প্রকৃত রহস্যের প্রকাশ করেছেন যে তাবলিগী জামায়াতের বর্তমান তারিকা মাওলানা ইলিয়াস আবিস্কার করেছেন। তিনিই তার আবিস্কারক ও প্রতিষ্ঠাতা।

সুতরাং ইহার জন্য আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হবে না যে তাবলিগী জামায়াত মাওলানা ইলিয়াসের দ্বারা আবিস্কৃত চতুর্দশ শতাব্দির নতুন সৃষ্টি।

পাঠকগন অবশ্যই ইনসাফের সঙ্গে লক্ষ করবেন যে হিন্দুস্থান ও সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় দ্বীনি বিষয় জানার জন্য মুসলমানদের মধ্যে চারটি জিনিস প্রচলিত ছিল। বিশেষ ব্যক্তি দের জন্য দ্বীনি মাদ্রাসা ও সাধারনদের জন্য মাহফিলে মিলাদ ওয়াজ নসিহত ও খানকাহ সমূহ। কিন্তু বর্তমানে বড়ই দুঃখের বিষয় যে মাহফিলে মিলাদ বহু শতাব্দী পূর্ব হতে ইসলামী প্রচার ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে আসছে এবং মুসলমানকে পয়গম্বরে ইসলামের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরী করে আসছে সেই মাহফিলে মিলাদকে তাবলিগী জামায়াতের উলামা ও আমিরগন এই জন্য হারাম বলেছে যে, ইহার নাম তাবলিগী জামায়াত নয়, ইহা মাহফিলে মিলাদ। প্রমানের জন্য উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি যে তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াসের পীর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফাতাওয়া ঃ-

"কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে-মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা ক্বিয়াম করা ব্যাতিত সহিহ বর্ণনা অনুযায়ী সঠিক না বেঠিক ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা প্রত্যেক অবস্থায় না জায়েজ"। (ফাতওয়ায়ে রাশিদীয়া ২য় খণ্ড, ৮৩ পৃঃ)

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মিলাদ মাহফিলে কোরআন হাদিস পাঠ করা হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার ও শিক্ষা দেওয়া হয় সেই মাহফিলে মিলাদকে নাজায়েজ বলা কতবড় ধোঁকাবাজী ও বিপথ গামীতা। মিলাদ মাহফিলে খারাপ কর্মের জন্য আহ্বান করা হয় ইহা কেউ প্রমান করতে পারবেন না। ইহাতে ইসলামের শারিয়তের শিক্ষা সহ বান্দার সঙ্গে খোদা ও রসুলের সুসম্পর্ক হওয়ার একটি সুন্দর মাধ্যম। কিন্তু বড় আফসোসের কথা যে মিলাদ মাহফিল দীর্ঘ দিন হতে দ্বীন ইসলামের খেদমত করে আসছে তাকে প্রকাশ্য খারাপ ও নাজায়েজ বলে ফাতাওয়া দেওয়া আর নিজ আবিস্কৃত তাবলিগী জামায়াতকে দ্বীনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে পালন করা কতবড় ধোঁকা বাজী ও বেঈমানী। আশ্চর্য, কোর আন হাদিসের কর্ম, শারিয়তের আদর্শ না জায়েজ আর নিজ আবিস্কৃত ধোঁকাবাজী পথ শ্রেষ্ঠ !

তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াসের পরিচয়

তাবলিগী জামায়াতের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবুল হাসান আলি নাদুবী "মাওলানা ইলিয়াস আউর উনকি দ্বীনি দাওয়াত" নামে বিস্তারিত পুস্তক লিখেছেন তা হতে ইহা সংকলন করা হল।

"মাওলানা ইলিয়াসের তারিখী নাম ইলিয়াস আখতার। জন্ম ১৩০৩ হিজরী। পিতা মাওলানা ইসমাইল সাহেব। মাতা বি,সুফিয়া। তার নানী উম্মি-বি তার প্রতি দয়াবান ছিলেন। তিনি বলতেন তোমার নিকট হতে সাহাবীর খোশবু আসছে। কখনও পৃষ্টদেশে মহব্বতের হাত রেখে বলতেন, কি ব্যাপার? সাহাবাদের চাল চলন তোমার মধ্যে লক্ষ্য করছি"।

(দ্বীনি দাওয়াত, ৪২, অন্য পৃঃ ৫২)

পুস্তকের উপরের আলোচনা হতে দ্বীনি দাওয়াতের লেখক মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে কোন স্তরে উন্নীত করবেন তার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে বাল্য অবস্থায় সাহাবাদের চাল চলন যখন দৃষ্ট হচ্ছে যুবক অবস্থায় না কোন উন্নত স্থানে উপনিবেশ করবেন।

পয়গম্বরের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা ঃ-

জীবনী লেখক মাওলানা ইলিয়াসের একটি ঘটনা নকল করেছেন যা (নবী জীবনের মত) অহি অবতীর্ণের বিষয়ে উল্লেখিত-

"মাওলানা ইলিয়াস বলতেন-যখন আমি জিকির করতাম তখন আমার এক (বোঝা) ভারী মনে হত। হযরতকে (মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে)বললাম। তখন তিনি কেঁপে উঠলেন এবং বললেন যে মাওলানা কাশেম নানুতুবীএই অভিযোগই নিজ পীর মুর্শিদকে করেছিলেন।তখন হাজি সাহেব (তার পীর মুর্শিদ) বললেন-আল্লাহ আপনার দ্বারা কোন কাজ করাইবেন"। (দ্বীনি দাওয়াত পৃঃ ৪৫)

আমরা বুঝতে পারছিনা মাওলানা আবুল হাসান নানুবী কেনএই স্থানে প্রকৃত ঘটনাকে নকল করা থেকে বিরত থেকে খেয়ানত করেছেন? হাজী সাহেবের উত্তর ছিল না যে আল্লাহ আপনার দ্বারা কোন কাজ করাইবেন। বরং প্রকৃত ঘটনা ছিল মাওলানা কাশেম নানুতুবী যখন হাজী সাহেব কে অভিযোগ করলো-"যখন আমি তসবী নিয়ে বসিতখন এক ভীষন কষ্ট হয়। এ রকম ভারি মনে হয় যে শত শত মন পাথর আমার উপর রাখা হয়েছে। জবান ও দেল সংকীর্ণ হয়ে যায়। ইহার উত্তরে হাজী সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেন-

ইহা আপনার দিলে নবুয়তের ফায়েজ হচ্ছে এবং ভারী যা নবী পাকের নিকট অহি অবতীর্ণের সময় অনুভুত হয় সেইরুপ তোমার নিকট হতে আল্লাহ পাক ঐ কর্ম নিবেনযা নবীদের দ্বারা নিয়েছেন।

(সাওয়ানেহে কাশেমী, ১ম খণ্ড, ২৫৮,২৫৯ পৃঃ, প্রকাশক ঃ দারুল উলুম দেওবন্দ)

উক্ত আলোচনার রেখাপাত করে মাওলানা আবুল হাসান নাদুবী মাওলানা ইলিয়াসকে নবুয়তের উন্নত শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন তার উপর হুবাহু নবুয়তের ফায়েজ জারী হয়েছে। তাই তার নিকট নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অহি অবতীর্নের মত ভারী অনুভূত হয়। (নাউজুবিল্লাহ) এ পর্যন্ত পয়গম্বরের পদ মর্যদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা। এবার আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামদের মত মানুষের নিকট প্রকাশিত হওয়ার দাবী লক্ষ্য করুন ঃ-

মালফুজাতে মাওলানা ইলিয়াসের লেখক নিজ পুস্তকে মাওলানা ইলিযাসের দাবী সংকলন করেছেন- "তিনি বলেছেন-আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন.....আনিল মুনকার"। এর ব্যাখ্যা স্বপ্নে আমার উপর ইলকা হয়েছে যে তুমি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের মত লোকেদের জন্য প্রকাশিত হয়েছ।

উল্লিখিত আলোচনা হতে ইহা প্রকাশিত হয় যে উক্ত আয়াত আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এবং তার তাফসীর ও ইলকা করা হয়েছে।পার্থক্য শুধু এই যে আয়াত অবতীণ্ হয় নবী পাকের উপর আর ব্যাখ্যা বা তাফসীর অবতীর্ণ হয় মাওলানা ইলিয়াসের উপর। যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে আয়াত ও তাফসীর দুই ই অবতীর্ণ হয়েছে তখন কে আয়াত এবং নবীকে বিশ্বাস করবে আর তাফসীর অবতীর্ণ হওয়া মাওলানা ইলিয়াসকে অবিশ্বাস করবে? কি আশ্চর্য নবী সাজার কি কৌশল ও প্রচেষ্টা। তাহলে কি নবী পাক ,সাহাবায়ে কেরাম, আইয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন গণ আয়াতের তাফসীর জানতেন না ? আসতাগফেরুল্লাহ, আসতাগফেরুল্লাহ। পাঠকবৃন্দ এই হচ্ছে তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াসের চরিত্র, প্রচেষ্টা ও ধোঁকাবাজী এবং নবী সাজার কৌশল।

আম্বিয়া গনের তাওহীন

মাওলানা হালয়াস নিজ মাকাতবে হালয়াসের ১০৭, ১০৮ পষ্ঠ্যায় এক পত্রে লিখেছেন- "যদি আল্লাহ তায়ালা কোন কর্ম সম্পুর্ণ করতে না চান তবে যদি আম্বিয়াগনও চেষ্টা করেন তবুও সামান্য পরিমান নড়াতে পারবেন না। আর যদি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের মত দুর্বল ব্যাক্তিদের দ্বারাও নিতে পারেন যা আম্বিয়াদের দ্বারা সম্ভব নয়"।

পাঠকবৃন্দ চিন্তা করুন আম্বিয়াদের অসম্মান করে তাবলিগী জামায়াতের কর্মীদের মর্যদার উল্লেখ করেছেন যাহা আম্বিয়াগনের দ্বারা সম্ভব নয় তাদের মত দুর্বল ব্যাক্তিদের দ্বারা তা সম্ভব। এখানে তার নিজ অনুসারীদের আম্বিয়াগনের সমকক্ষ করে আম্বিয়াগনের তাওহীন ও অসম্মসান করেছে।

ইহা জানা অবশ্য দরকার যে আম্বিয়াগনের প্রতিদন্দিতায় উম্মতকে আগে বাড়ানের যে প্রচেষ্টা ইহা ঘটনা ক্রমে বা লেখনীর ভুলে নয় বরং তাহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের স্বভাব ও দুষ্চরিত্র। মাওলানা ইলিয়াসের শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ দেওবন্দী সাহেব নিজ ভাষনের মধ্যে বলেছেন- "পয়গম্বরদের আমলের জন্য কোন ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই কেন না আমলে কোন কোন উম্মত পয়গম্বরদের চেয়ে ও বেড়ে যায়"। (মদিনা ১লা জুলাই ১৯৫৮, পৃঃ ৩)

হুবাহু এরকমই আকিদা এদলেরই ইমাম মাওলানা কাসেম নানুতুবীর। অনেক দিন পুর্বেই নিজ পুস্তক "তাহজিরুন্নাসের" মধ্যে লিখেছেন (পৃঃ ৫) আম্বিয়া যদিউম্মত হতে সম্মানীত হন তবে জ্ঞানের দ্বারাই সম্মানীত, বাকী থাকে আমল। ইহাতে অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবে উম্মতী সমান হয়ে যায় বরং বেড়েও যায়"।

ইহা হতে প্রমানিত হয় যে, মাওলানা ইলিয়াস হতে মাওলানা হোসাইন আহমদ ও মাওলানা কাসেম নানুতুবী পর্যন্ত সকলেরই একই আকিদা। তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আম্বিয়াগনের উদ্দেশ্যে অসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করে এবং বিভিন্ন কৌশলে নবী গনের সমমর্যদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা করে চলেছে।

আম্বিয়াগনের অসম্মান করার কৌশলে দেওবন্দীদের পারদর্শিতা

ইহা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যেদেওবন্দীগন নবীগনের অসম্মান করার কৌশল প্রদর্শনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে। তাদের ধর্মই যেন নবীগনকে হেও করা, অসম্মান করা কিন্তু ইহা প্রদর্শন করেছে সাধারণদের ফাঁকি দিয়ে এবং তা বিশেষ চতুরতার সঙ্গে। তারা যখন আম্বিয়াগনের অসম্মান করতে চায় তখন খোদার সঙ্গে আম্বিয়াগনের সামনা সামনী দাঁড় করিয়ে উদাহারন স্থাপন করে এবং তার পর আম্বিয়াগনের মোকাবিলায় নির্দিধায় বলতে থাকে। যেমন মাওলানা ইলিয়াস উপরোক্ত পত্রের মধ্যে লিখেছেন।

উদাহারন স্বরুপ নবীপাকের অসম্মান করার কৌশলের ইমাম মৌলবী ইসমাইল দেহলবী নিজ পুস্তক "তাকবিয়াতুল ইমান" এর মধ্যে খোদার শান প্রকাশ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন- "ঐ শাহানশাহ্ এর মর্যদা এমন যে এক মুহুর্তে এক হুকুমে কুন দ্বারা যদি ইচ্ছা করেনতবে কোটি কোটি নবী, ওলী, জ্বীন, ফেরেস্তা, জিব্রাইল এবং মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরী করতে পারেন"। (পৃঃ ৩১)

এখন বিচার্য বিষয় যে রাব্বুল আলামিনের শান বর্ণনা করতে নবী ওলীদের নিশান না করে কি মর্যদা বর্ণনা করা যায় না? আল্লাহ তায়ালা কি দ্বিতীয় মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দ্বিতীয় জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তৈরী করবেন? অসম্মান করার কি কৌশল ! কি চতুরতা!

উদাহারন স্বরুপ যদি বলা যায় যে ঐ শাহানশাহ এর এতবড় শান যে তিনি এক মুহুর্তে কুন শব্দ দ্বারা যদি ইচ্ছা করেন যে সমস্ত দেওবন্দী তাবলিগী মৌলবী আমিরদের চামার বা শুকর তৈরী করে দিতে পারেন,

যদিও ইহা ২০০% সত্য তবুও এ ধরনের বাক্য শ্রবনে তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা কি চিৎকার করে উঠবে না ?

এই আলোচনা হতে পাঠক বৃন্দ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করুন তাবলিগী দেওবন্দীদের আসল চরিত্র কি। তারা কি নবীদের অনুসরণকারী উম্মত না সমকক্ষ অর্জনে কৌশল কারী নবীদের অসম্মান কারী নামধারী ধোঁকাবাজ মুসলমান। ইহারাই আবার ইসলাম প্রচারের নামে মুসলমানদের গ্রামে হাঁড়ি স্টোব নিয়ে মাসজিদে মাসজিদে ঘুরে বেড়ায়। কি আশ্চর্য কৌশল। ঈমানদার সেজে ঈমান নষ্ট করার অপ-কর্ম।

তাবলিগী জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ ঃ—

ইহা একটি জ্ঞাত বিষয় যে কোন জামায়াত বা আন্দোলনের ভাল মন্দের ফায়সালা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের উপর ই নির্ভর করে। তাদের কর্ম আচরন চালচলন বেশ ভূষা যতই চমকপ্রদ হোক না কেন যদি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সঠিক না হয় কোন কূ উদ্দেশ্য প্রানো দিত হয় তবে এ ধরনের কোন জামায়াতকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি-পছন্দ বা গ্রহন করবেন না।

এ জন্য তাবলিগী জামায়াতের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইহা অবশ্য জরুরী যে তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ গভির দৃষ্টিতে দেখা এবং বিচার করা যে তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারকের ব্রেনে কি ছিল।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর প্রচার ও প্রসার ই তাবলিগী জামায়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য।ইহা মাওলানা মানজুর নোমানী মালফুজাতে ইলিয়াসের মধ্যে মাওলানা ইলিয়াসের নিজস্ব মন্তব্য নকল করেছেন- "তিনি একবার বললেন--হজরত মাওলানা থানবী একটি বিরাট কর্ম করেছেন, সুতরাং আমার মন চাই যে শিক্ষা তার হোক এবং তাবলিগের তরিকা আমার হবে। এ ভাবে তার শিক্ষা প্রচার হয়ে যাবে"। (পৃঃ ৫৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরা অবগত আছি কোন দলের বা জামায়াতের পরিকাঠামো দু-ভাগে বিভক্ত ঃ–

(১) শিক্ষা (২) প্রচারের পদ্ধতি। কিন্তু যদি এই দুটির মধ্যে কোন একটির সম্পর্ক ইসলামের সঙ্গে না থাকে তবে আমরা ঐ জামায়াত বা দলকে ইসলামী জামাযাত বলে আখ্যা দিতে পারিনা। উপরে উল্লিখিত মাওলানা ইলিয়াসের বাক্য চমকপ্রদ হলেও তাতে দুটিবিষয়ের মধ্যে একটিরও খোদা ও তার রসুলের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। বরং শিক্ষা থানবী সাহেবের আর প্রচার পদ্ধতি মাওলানা ইলিয়াসের ইহা শয়তানী চক্রান্ত।

সুতরাং ইহা হতে প্রমানিত হয় যে তাবলিগী জামায়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য খোদা ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার নয়। ইহা তার গুরু মাওলানা থানবী সাহেবের শিক্ষার প্রচার ও প্রসার।

এখন প্রশ্ন হল তাবলিগী জামায়াতের প্রচারকরা নিজের মনের উদ্দেশ্যকে কেন লুকিয়ে রাখে ? প্রকাশ্য ভাবে কেন বলেনা যে আমরা থানবী সাহেবের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করছি, থানবীর শিক্ষার যারা সহোযগিতা করতে চান তারা আমাদের সঙ্গে আসুন।

আসলে তারা এসব বললে তো সংগঠন হবে না বা দলে লোক আসবে না । ইহা ধোঁকা দিয়ে ফাঁদে শিকার ধরা।তাইতো তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা সুন্নাতী পোশাক পরে খোদা ও তার রাসুলের শিক্ষা ও দ্বীন প্রচার করছে বলে প্রচার করে। বন্ধু সেজে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করে।যাদের প্রথমেই মিথ্যা তারা ধোঁকাবাজ।

"মালফুজাতে ইলিয়াসের" ৬৭ পৃষ্টায় মাওলানা মোনজুর নোমানী মাওলানা ইলিয়াসের আরও একটি মন্তব্য নকল করেছেন–

মাওলানা ইলিয়াস বললেন যে হজরত থানবী রাহমা তুল্লাহির সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি, হজরতের নিকট হতে ফায়দা অর্জন, নিজ ইজ্জত বৃদ্ধি করন, হজরতের রুহের খুশি করার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে যে হজরতের আসল শিক্ষা বা উপদেশের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং তার শিক্ষা প্রচারের বেশী বেশী চেষ্টা করা"।

অর্থাৎ তাবলিগী জামায়াতের উদ্দেশ্য খোদা ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন নয়তাদের উদ্দেশ্য থানবী সাহেবের সন্তুষ্ট অর্জন। তারা দ্বীন ইসলামের শিক্ষা খোদা রাসুলের সন্তুষ্টি পরিত্যাগ করেআশরাফ আলী থানবী কে নিয়ে পাগল। এবং তার সন্তুষ্টি তাদের আসল উদ্দেশ্য।

ইহা ছাড়া একবার নিজ পুত্র মৌলবী জহিরুল হাসান কে উদ্দেশ্য করে মাওলানা ইলিয়াস বললেন– "জাহিরুল হাসান, লোকেরা আমার উদ্দেশ্য জানতে পারে নাই। মানুষেরা মনে করে ইহা নামাজ শিক্ষার আন্দোলন। কিন্তু আমি কশম করে বলছি যে ইহা কখনই নামাজ শিক্ষার আন্দোলন নয়। একদিন খুব দুঃখীত হয়ে বললেন যে মিয়া জাহিরুল হাসান আমার উদ্দেশ্য একটি নতুন সম্প্রদায় তৈরী করার"। (মাওলানা ইলিয়াস আউর উনকি দ্বীনি দাওয়াৎ পৃষ্ঠ্যা ২৩৮, লেখক মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী)

সুতরাং তাবলিগী জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য দ্বীন ইসলাম প্রচার নয়, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য একটি নতুন ধর্ম বা সম্প্রদায় তৈরী করা । ইহা হবে ইলিয়াসী সম্প্রদায়। ইহা ইসলাম ধর্মের কর্ম বা ইসলামী সম্প্রদায় নয়। ইহা তাদেরই কথার দ্বারা প্রমানিত।

দেওবন্দী মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর শিক্ষার কিছু নমুনা

প্রথম নমুনা ঃ–দেওবন্দী মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের নামেএক চিঠিতে একজন মুরিদ তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে লিখেছে– "এক দিনের ঘটনা হোসনুল আজিজ নামে একখানা বই দেখতে ছিলাম, দুপুরের সময় ঘুম ও আসতে ছিল তখন বইটি একদিকে রেখে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন পাশ ফিরে শুলাম তখন মনে হল যে বইটি পিছনে হয়ে গেছে, তাই বইটি মাথার দিকে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখছি যে কলেমা শরীফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়ছি কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এর জায়গায় হুজুরের নাম নিচ্ছি। অর্থাৎ পড়ছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ। ইহার মধ্যে খেয়াল হল যে আমার ভুল হচ্ছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাকে সঠিক ভাবে পড়া দরকার। এই খেয়ালে দ্বিতীয় বার কলেমা পড়ছি, মনে করছি সঠিক ভাবে পড়ব কিন্তু মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে রাসুলুল্লাহ এর জায়গায় আশরাফ আলি থানবীর নাম বের হচ্ছে। যদিও আমার জ্ঞান আছে যে ইহা সঠিক নয়। তবুও অনিচ্ছাকৃত ভাবে মুখ হতে ইহাই বের হয়ে যাচ্ছে। ২/৩ বার যখন এই অবস্থা হল তখন হুজুর কে (থানবী সাহেব কে) নিজির সামনেই দেখছি। এবং হুজুরের সঙ্গে অন্য ব্যক্তিকেও দেখছি। কিন্তু এ সময় আমার এমন ভাবাবেগের সৃস্টি হল যে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম, আমার মনে হচ্ছিল যে আমার কোন শক্তি নাই । আমি জেগে গেলাম। কিন্তু তখনও শরীরের মধ্যে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু তখন অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় ও হুজুরের খেয়াল ছিল। আমার স্মরন হল স্বপ্নে আমি কলেমা ভুল পড়েছি, তার সংশোধন করে পড়া দরকার্ ভূলের সংশোধনের জন্য নবী পাকের উপর দরুদ শরীফ পড়তে লাগলাম। কিন্তু তবুও ইহাই পড়ছি– আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়ে দেনা ওয়া নবীয়েনা মাওলানা আশরাফ আলী। অথচ আমি জাগ্রত অবস্থায় আছি। কিন্তু আমি যেন অক্ষম, উপায় হীন, জবান নিজ কবজায় নাই। সেই দিন এই খেয়ালেই কাটলো, দ্বিতীয় দিন ভাবাবেগে খুব ক্রন্দন করলাম। আরও বহু কারন আছে যা হুজুরের মহব্বতের সঙ্গে সর্ম্পকীত। কত আর আলোচনা করব।

জবাব ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী চিঠির উত্তরে বললেন– এ ঘটনায় সান্তনা যে যার দিকে তোমার স্মরন মনোযোগ সে আল্লাহর সাহার্য্যে সুন্নাতের অনুসরন কারী।

(আল ইমদাদ, ২৪শে শওয়াল ১৩৩৫ হিজরী পৃঃ ৩৫)

দারুল উলুম দেওবন্দের পরামর্শ কমিটির স্তম্ভ মাওলানা আহম্মদ সাইদ আকবর আবাদী নিজ পত্রিকা "বুরহান" দিল্লি, ফেব্রুযারী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ থানবী সাহেবের বিষয়ের উক্ত ঘটনার জবাব নিজেও প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে ইহার জবাব দেওয়া উচিৎ ছিল যে ইহা কুফরী বাক্য।ইহা শয়তানের ধোঁকা।তুমি তাড়াতাড়ি তৌবা করো। আস্তাগফেরুল্লাহ পড়ো। কিন্তু থানবী সাহেব মুরিদকে উৎ সাহিত করে জবাব দিলেন যে যার দিকে তুমি রজু করছো, ফিরছো সে সুন্নাতের অনুসরন কারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা কি কুফরী বাক্য সমর্থন করা হল না? আর আশরাফ আলী থানবী সজ্ঞানে জাগ্রত আবস্থাতেই এই কুফরী বাক্য সমর্থন করে উত্তর দিয়েছেন এবং তা পত্রিকাতে প্রকাশ ও করেছেন। আর্থাৎ তার আকিদা এই কুফরী বাক্যের উপরই।

এখন পাঠকবৃন্দ বিচার করুন যদি এই ভাবে কুফরী বাক্য তাবলিগী জামায়াত মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে তবে ঈমান ও ইসলামের কি হবে। তাবলিগী জামায়াত জেনে শুনেই এতবড় পথ ভ্রষ্ঠতার পরে ও থানবীর শিক্ষাকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে চলেছে। এখন চিন্তা করুন তাবলিগী জামায়াতে গিয়ে আশরাফ আলি থানবীর কলেমা পড়বেন না ইসলামের কলেমা পড়ে মুসলমান থাকবেন ?

২য় নমুনা ঃ–মাওলানা আশরাফ আলি থানবী সাহেব ও সমস্ত দেওবন্দী মাওলানা দের একত্রিত মত ও বিশ্বাস যে নামাজ অবস্থায় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্মরন হওয়া, গরু, গাধা চতুস্পদ জন্তু জানোয়ারের স্মরন হওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট।হুজুর পাকের স্মরন হলেই নামাজ ভেঙ্গে যাবে। নামাজীও মুশরেক হয়ে যাবে।

(দেওবন্দী মাজহাবের কিতাব–সিরাতে মুসতাকিম, পৃষ্ঠ্যা ৭৮)

নবী পাকের স্মরনে তাদের যে আকিদা ইহা তাদের মাওলানা আশরাফ আলি থানবীর স্মরণ এলেথানবীর নিজস্ব মত শ্রবণ করুন।.....মৌলবী আব্দুল মাজিদ দরিয়া বাাদি(থানবী সাহেবের বিশেষ খলিফা) একবার থানবী সাহেব কে এক পত্রে লেখেন – "নামাজে মন না লাগার অসুখ অতি পুরাতন কিন্তু যখন পরিক্ষিত হল যে নামাজ অবস্থায় আপনাকে স্মরণ করে নিলাম তখন অধিক সময় পর্যন্ত নামাজে মন বসে গেল। কিন্তু অসুবিধা এই যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ স্মরণ থাকছে না। সুতরাং এ কর্ম যদি প্রশংশিত হয় তবে তা স্বীকৃতি দিবেন। না হলে আমি ইহা হতে পরহেজ করবো। অর্থাৎ সাবধানতা অবলম্বন করে দুরে থাকবো"। ইহার উত্তর থানবী সাহেবের নিজস্ব জবানে শুনুন "থানবী সাহেব বললেন-ইহা প্রশংসিত কিন্তু অন্য কেউ যেন না শুনে"। (হাকিমুল উম্মত পৃঃ ৫৪)

এখন বিচার করুন থানবী সাহেবের শিক্ষা, নামাজে নবীর স্মরনে নামাজ ভেঙ্গে যায়, শিরক্ হয়ে যায় আর মাওলানা আশরাফ আলির স্মরনেনামাজ প্রশংসিত হয়। ইহা কি নবী পাকের তাওহীন নয় ? আর নবীপাকের তাওহীন সকলের মতে কুফর।

—ঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ—

দেওবন্দীদের মতে নামাজ অবস্থায় নবীপাকের স্মরণ শিরক্ । কিন্তু নামাজের মধ্যে আত্তাহিয়াতো পড়া ওয়াজেব। আর আত্তহিয়াতু পড়ার সময় যখন আসসালামু আলায়কা আইয়োহান্নাবীও পড়বে তখন অবশ্যই নবী পাকের স্মরন হবে। ইহার দুটি অবস্থা (১) তাজিমে সঙ্গে পড়বে অথবা (২) অসম্মানের সঙ্গে।যদি তাজিমের সঙ্গে পড়েতবে দেওবন্দীদের মতে শিরক্ হয়ে যাবে। আর যদি অসম্মানের সঙ্গে পড়ে তবে সকলের মতে কুফর।

এখন কঠিন অবস্থা থেকেবাঁচার দুটি পথ।একটি এই যে নামাজের মধ্যে আত্তাহিয়াতু পড়া ছেড়ে দিতে হবে।কিন্তু ইহা আরও কঠিন কেননা নামাজে আত্তাহিয়াতু পড়া ওয়াজিব, ইহা পড়া ব্যাতিত নামাজ পূর্ণ হবে না।দ্বিতীয় বিষয় টি হল যে,আত্তাহিয়াতু পড়বে কিন্তু নবী পাকের স্মরন মনের মধ্যে আনবে না। কিন্তু ইহাও কঠিন। কেননা নবীপাককে সালাম দিতে নবীর স্মরন হবেই। আর ইমাম গেজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজীকে সতর্ক করে বলেছেন প্রথমে নিজের মনে নবী পাকের স্মরন করে তার পর পড় আসসালামু আলাইকা আইওহান্নাবীও। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্মরন ব্যাতিত নামাজই হবে না । দেওবন্দীদের নামাজ লোক দেখানো ভাঁওতাবাজী। ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতি। এই ঈমানের শত্রুদের কি দেশে ঢুকতে দেওয়া উচিৎ ?

৩য় নমুনা ঃ—থানবী সাহেবকে এক জন জিজ্ঞাসা করেন যে নবীয়েপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময়একজন দাসীকে আজাদ করাতে আবু লাহাবের মত একজন কাফেরের কবরে আজাব কম হয় সে বদলা পায়। তবে মুসলমান যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র তাওলাদের দিন জন্মের দিন খুশি করে, জন্মদিন উৎযাপন করে তাহলে কি সওয়াব পাবে ?

উত্তরে থানবী সাহেব বললেন– "আমাদের এ খুশি জায়েজ হত যদি শরীয়তের দলিলএই অপছন্দ জিনিস কে নিষেধ না করতো, প্রকাশ থাকে যে বৈধ ও অবৈধ মিলে অবৈধ হয়"।

(কামালাতে আশরাফিয়া, পৃঃ ৪৪৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর বক্তব্য হতে জানা গেল যে মিলাদের খুশী করান না জায়েজ কেন না আখেরাতে ইহার কোন সওয়াব নাই। থানবী সাহেবের এই ফাতওয়া নবী পাকের মিলাদের বিষয়ে কিন্তু তার নিজের বিষয়ে নিজের ফাতাওয়া শুনুন– খাজা আজিজুল হাসান (থানবী সাহেবের প্রিয় মুরিদ) নিজের বিষয়ে লিখেছে ঃ– একবার আমি খুব লজ্জিত ভাবে হজরতকে (থানবী সাহেবকে) আবেদন করলাম–

আমার মনে এ খেয়াল আসছে যে আমি যদি নারী হতামতবে হুজুরে সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতাম। এ মন্তব্য প্রকাশ করাতে থানবী সাহেব অত্যান্ত সন্তুষ্ট হয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হাসতে লাগলেনএবং ইহা বলতে বলতে মাসজিদে প্রবেশ করলেন।

এই মহব্বতের সওয়াব পাবে সওযাব পাবে।

(আশরাফুস সাওয়ানী, ২য় খণ্ড, ৮২ পৃঃ)

দেখেছেন থানবী সাহেবের তামাসা, কীর্ত্তি। ঈদে মিলাদুন্নাবীতে খুশি প্রকাশ করাতে, নবীপাকের মহব্বতে খুশি প্রকাশ করাতে কোন সওয়াব নাই কিন্তু থানবী সাহেবের মহব্বতে খুশি প্রকাশ করে বিবি হতে চাওয়ার বেহুদা খেয়াল করার জন্য সওয়াব পাবে। এ নবী পাকের কত বড় দুষমুন ভাবতেও অবাক লাগে। নিজের মহব্বতে খুশি প্রকাশ করাতে সওয়াব আর নবীর জন্য না-জায়েজ।

ইহারাই সেই ঈমান চোরা দুষমুন যারা গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের নামাজের বাহানাতে বেইমান করে বেড়ায়।

৪র্থ নমুনা ঃ—থানবী সাহেবের আরো শিক্ষা লক্ষ্য করুন– থানবী সাহেবের কথা যে আমি দাওয়াত ও হাদিয়াতে হারাম ও হালালকে বেশী দেখি না কেননা আমি পরহেজগার নয়।

(কামালাতে আশরাফিয়া, পৃঃ ৪০৬)

যে হারাম হালাল পার্থক্য করে না, যে নিজেকে পরহেজ গার মনে করে না তার ভাষন লক্ষ্য করুন----

পুরুষদের উপদেশ দিতে গিয়ে লিখেছেন– আকিকা, খাৎনা, বিসমিল্লাহ খানীর অনুষ্ঠানে জমা হওয়া পরিত্যাগ করো, নিজ বাড়িতে হোক বা অন্য কারো বাড়িতে।

মৃত্যুর পর তিনদিনে, দশদিনে, বা চল্লিশা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে শবেবরাতের হালুয়া, মহরমের খিঁচুড়ি নিজে করিও না বা অন্যের আয়োজনে অংশ গ্রহণ করিও না। (কাসদুস সাবিল পৃঃ ২৫)

আরো লিখেছেন– কোথাও বিবাহ শাদি, সাত দিনের শিশুর মাথা ন্যাড়া করার অনুষ্ঠান, বোজর্গদের ইবাদতগাহ ছয় দিনের ফাতেহা ইত্যাদিতে যাইও না বা নিজের বাড়িতেও ডাকিও না। বেহেস্তি জেওর একটি বই যা খুব পড় ও শুন এবং তার উপর আমল করো।

মহিলাদের নির্দেশ দেন ঃ–ওলিদের ফাতেহা নিয়াজ করিও না, বোজর্গদের মানত মানিও না, শবেবরাতের হালুয়া, মহরমের খিঁচুড়ী, আরফার তাবারকের রুটি, কিছুই করিও না। –কাসদুস সাবিল ২৬ পৃষ্ঠা

থানবী সাহেবের সাথে সম্পর্ক স্থায়ী করতে হলে নিম্ন লিখিত বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে ঃ–

মৃত ব্যাক্তির জন্য তিনদিনে, সাতদিনে, এগারো দিনে, কুড়ি দিনে, বা চল্লিশ দিনের চল্লিশা, ফাতেহা করা ছাড়তে হবে।

ওরস করা বা ওরসে যোগদান করা, বোর্জগানে দ্বীনের নামে মানত করা, ফাতিহা ইয়াজ দহম, দোয়াজ দহম ইত্যাদি করা বা নিদৃষ্ট দিন অনুসারে মিলাদ শরীফ করা, শবে বরাতের হালুয়া তৈরী করা পরিত্যাগ করতে হবে। তবেই থানবী সাহেবের শিক্ষা পালন করা হবে বা তাবলিগী জামায়াতের আদর্শ হবে। (কাসদুস সাবিল পৃঃ ৩১)

এখন প্রশ্ন হল থানবী সাহেবের উল্লিখিত নির্দেশাবলী আমল করলে মুসলমানদের কি অবস্থা হবে ? যে সব কর্ম গুলি শরীয়ত বিরোধী নয় বা এ ব্যাপারে খোদা ও রাসুলের নিষেধাজ্ঞা ও নাইএবং মুসলীম উম্মা ভাল মনে করে পালন করে আসছেনতা হতে বিরত রাখা বা নিষেধ করার অধিকার থানবী সাহেবকে কে দিল ? আর উল্লিখিত বিষয়গুলি শরীয়তে পালন করা জায়েজ তা অগণিত কিতাবও ফেকাহে কেরাম গন জায়েজ বলে ঘোষনা করেছেন। থানবী সাহেব এই জায়েজ কর্মকে নিষেধ করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছে। নিজের মত জাহির করেছে।

থানবী সাহেবের আরও শিক্ষা দেখুন, তার নিজস্ব লিখিত পুস্তক বেহেস্তী জেওর" যা পড়া শুনা এবং আমল করার তাগিদ করেছেন। সেই কেতাবের দিকে লক্ষ্য করুন ঃ–

যে কাজ করলে মুসলমান কাফের ও মুশরেক হয়ে যায় ঃ—
কাউকে দূর হতে ডাকা এবং ইহা মনে করা যে সে জানতে পারে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারো নিকট কিছু চাওয়া, কারও নিকট মাথা নিচু করা বা দণ্ডায়মান থাকা, আলী বক্স, হোসাইন বক্স, আব্দুন্নাবি ইত্যাদি নাম রাখা, ইহা বলা যে খোদা ও রাসুল ইচ্ছা করলে অমুক কাজ হয়ে যাবে"।

(বেহেস্তী জেওর ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)

চিন্তা করুন থানবীসাহেবের এই কথা গুলির উপর যদি সত্যের সহিত বিশ্বাস করে নেওয়া যায় তাহলে হিন্দুস্থানের বিশ কোটির মধ্যে অধিকাংশ মুসলমানই কাফির ও মুশরেক হয়ে যাবে। আর এ জন্যই তাবলিগ জামায়াতের লোকেরা মুসলমানদের কাফির মুশরেক মনে করে নতুন ভাবে নব মুসলমান অর্থাৎ থানবী সাহেবের কলমা পড়া অনুসরণ করা মুসলমান তৈরী করে বেড়াচ্ছে। না হলে কলমা পড়া বিশ্বাসী মুসলমানকে নতুন ভাবে কলমা পড়ার প্রশ্নই উঠে না।

এখন এই অবস্থায় আপনারা বিচার করুন যে তাবলিগী জামায়াত মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের বিপদ জনক পথ ভ্রষ্টতার শিক্ষা প্রচার করে মুসলমানদের ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে নিজ আকিদা ও খেয়ালের শিক্ষা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মত বিরোধের যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীও ঐক্যবদ্ধতাকে টুকরো টুকরো করে বিভ্রান্তি ও অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। কেবল ইহা নয় তারা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তাওহীন করে নিজ অনুসারীদের নবীপাকের তাওহীন ও বেয়াদবী করা শিক্ষা দিয়ে আখেরাতে নাজাতের আশা কে জলাঞ্জলী দিচ্ছে।

এই আলোচনার পর আর প্রয়োজন থাকে না যে তাবলিগী জামায়াতের চিন্তা ভাবনা ও মূল শিক্ষা এতটা ভয়ানক ও বিষাক্ত যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, অংশ গ্রহন করা, সাহায্য করা, তাদের ইজতেমায় যোগ দেওয়া, তাদের লিখিত বই পত্র পড়া, তাদের গ্রামের মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা দ্বীন ও দুনিয়ার চরম ক্ষতি কারক ও ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধাচারন।যদি একজন ব্যাক্তির ক্ষতি হয় তা সহ্য করা যায় কিন্তু পূর্ণ জাতীর ক্ষতি সহ্য করা যায় না।

ইহাতে যদি সন্দেহ হয় তবে আপনি নিরপেক্ষ ভাবে ঐ সমস্ত এলাকায় লক্ষ্য করে দেখুন যেখানে তাবলিগী জামায়াতের প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে তাদের শিক্ষার বদৌলতে সমাজে মত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার আগুন দিনে দিনে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সেখানে মুসলমানের পরিবর্তে ওহাবী, নাজদী, দেওবন্দী, জামায়াতী সৃষ্টি হয়েছে।

৫ম নমুনা ঃ– দেওবন্দীদের ইমাম মৌলবী আশরাফ আলী থানবী তার লিখিত কেতাব "হিফজুল ঈমান" এর মধ্যে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গায়েবের জ্ঞান কে জন্তু জানোয়ারের বা পাগলের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেছে। ইহা চরম বেয়াদবী ও নবীপাকের তাওহীন।

তার লিখনীর প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ– পুনরায় যদি তাঁর পবিত্র জাতের প্রতিগায়েবের জ্ঞান মান্য করা যদিও জায়েদের কথানুসারে সঠিক হয় তবে জিজ্ঞাসিত বিষয় হল এই গায়েব থেকে উদ্দেশ্য আংশিক গায়েব না সম্পুর্ণ গায়েব। যদি আংশিক গায়েব উদ্দেশ্য হয় ইহাতে হুজুরের কি বৈশিষ্ঠ এ ধরনের গায়বের জ্ঞান জায়েদ ওমার এবং প্রত্যেক বাচ্চা পাগল এবং জন্তু জানোয়ার চতুষ্পদ জানোয়ারেরও আছে"। (হিফজুল ঈমান- পৃঃ ৭)

তাবলিগী জামায়াতের লিডার মৌলবী ইলিয়াস এর শিক্ষা গুরুর লিখিত হিফজুল ঈমানের উক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রকাশ্য ভাবে তাওহীন ও চরম অসম্মান সূচক বাক্য। ইহা জার্মানী, জাপানী, ফার্সী, ইংরেজী ভাষায় বলা হয় নাই যে বুঝার অসুবিধা হবে। মৌলবী আশরাফ আলী থানবী নবী পাকের এই তাওহীন করা বিশুদ্ধ কুফর। এ কারণে মক্কা মদিনা ও ভারত বর্ষের মুফতীগন তাকে কাফের ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

থানবী সাহেব নিজ পুস্তক "বাস্তল বামান" এ লিখেছেন আমি এ ধরনের খাবিস বাক্য কোন কেতাবে লিখিনাই। লেখাতো দুরের কথাএ ধরনের কথা মনেও জাগ্রত হয় নাই। যে ব্যাক্তি এ ধরনের আকিদা বা বিশ্বাস রাখবে, প্রকাশ্য বা ইশারায় ইঙ্গিতে বলবে সে ব্যাক্তিইসলাম হতে বহির্গত হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি কেননা সে অকাট্য দলিল কে মিথ্যা বলেছে এবং পবিত্র নবীর অসম্মান করেছে।

বাস্তল বানানের প্রথম উক্তি থানবী সাহেবের মিথ্যা কথা কেননা তার প্রমান তারই লিখিত কেতাব তার জীবনাবস্থায় বা এখনও বর্ত্তমান।আর নবী পাকের তাওহীন, অসম্মান করার জন্য তারই ফাতওয়া অনুসারে থানবী কাফের।

থানবী সাহেবের উক্ত বিভ্রান্তিমূলক, মিথ্যাবাদীতা ও কুফরী আকিদায় প্রধান শিক্ষা, আর এ শিক্ষার প্রচারক হচ্ছে তাবলিগী জামায়াত।

মুসলমান, নবী প্রেমিক এ ধরনের দল হতে নিজেকে ও নিজের ঈমান কে রক্ষা করুন।

তাবলিগী জামায়াতের শিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায়

দেওবন্দী মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নতুন কর্মের নমুনা ঃ–

মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর শিক্ষার পরে মাওলানা ইলিয়াসের তাবলিগী জামায়াতের অবশিষ্ট শিক্ষা না জানলে তাদের উদ্দেশ্যের নকসা আপনাদের নিকট অসম্পুর্ণ থেকে যাবে।

মাওলানা ইলিয়াস তার পীর মুরশিদ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– "হযরত গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ শতাব্দীর কুতুবে ইরশাদ, মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদের জন্য ইহা জরুরী নয় যে সমস্ত সংস্কার কর্ম তার দ্বারাতেই হবে। বরং তার লোকেদের দ্বারাতে যে কর্ম হবেতা আসলে তারই কর্ম"। (মালফুজাতে ইলিয়াস ১২৩ পৃঃ)

মাওলানা ইলিয়াসের উক্ত কথা অনুসারে বোঝা যাচ্ছে সংস্কারকের যে সব কর্ম অবশিষ্ঠ আছে তা তাদের (মাওলানা ইলিয়াস ও তার অনুসারীদের) দ্বারা পূর্ণ হবে। এ জন্য গাঙ্গুহী সাহেবের অবশিষ্ঠ কর্ম বোঝার জন্য তার সংস্কার মূলক কর্ম কি তা লক্ষ করা প্রয়োজন।

প্রথম নমুনা ঃ– চোদ্দশত বৎসর পূর্ব হতে সমস্ত উম্মতের সর্ব সম্মত আকিদা যে আল্লা তায়ালা কোর আন শরীফের মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে "রাহমাতুল্লিল আলামিন" পদে ভূষিত করেছেন। ইহা তার জন্য খাস। পৃথিবীর অন্য কাউকে "রাহমাতুল্লিল আলামিন" বলা যাবে না।

কিন্তু গাঙ্গুহী সাহেবের মত যে "রাহমাতুল্লিল আলামিন শব্দটি নবীপাকের জন্য খাস নয়। অন্য যে কেউ রাহমাতুল্লিল আলামিন হতে পারে। এই নতুন মত তার ভাষাতেই শুনুন ঃ–

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো– রাহমাতুল্লিল আলামিন শব্দ টি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জন্য খাস (নিদৃষ্ট) না অন্য কাউকে বলা যাবে ? তিনি উত্তর দিলেন, রাহমাতুল্লিল আলামিন শব্দটি গুন বাচক)(সেফাত) ইহারাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য নিদৃষ্ট নয়"। (ফাতওয়ায়ে রাশিদীয়া ২য় খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাঙ্গুহী সাহেব ইহা কেবল নিজেই বলেন নাই বরং তিন নিজে ইহা আমল করে দেখিয়েছেন। যেমন আশরাফুস সাওয়ানিহ পুস্তকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের সম্মন্ধে লিখিত হয়েছে ঃ-

"হযরত ওয়ালা (থানবী সাহেব) পা হতে মাথা পর্যন্ত সম্পুর্ণ রহমতে পূর্ণ ব্যাক্তিত্ব, অতি রঞ্জিত নয় বরং তিনি কাফাবিল্লাহি শহিদা" লকাবে ভূষিত। ইহাতে মাওলানা গাঙ্গুহী সাহেবনিজ পীর মুর্শিদ হাজী সাহেবের ওফাতের পর শত প্রশংসার সাথে স্মরণ করেন এবং বার বার বলতে থাকেন – হায় রাহমাতুল্লিল আলামিন, হায় রাহমাতুল্লিল আলামিন।

(আশরাফুস সাওয়ানিহ, ৩য় খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্টা)

আসতাগফেরুল্লাহ। নবী পাকের খাস লকব বা বিশেষ গুনে ভুষিত নামকে অন্য জনের প্রতি ব্যবহার করা অন্যায়। না জায়েজ।

এখানে গাঙ্গুহী সাহেব নিজের পীর কে রাহমাতুল্লিল আলামিন বলে ভূষিত করেছে। তার পর আশরাফুস সাওয়ানিহ এর লেখক খোদাকে স্বাক্ষ্য করে রাহমাতুল্লিল আলামিন লাকব থানবী সাহেবের প্রতি ব্যবহার করেছে। খোদা প্রদত্ত যে নিদৃষ্ট সেফাত নবীপাককে ভূষিত করা হয়েছে তা বিশ্বের অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ও অন্যায়। আর দেওবন্দী তাবলিগী গন গর্ব করে খাস বা নিদৃষ্ট সেফাতকে সাধারণের জন্য ব্যবহার করে না জাযেজ কর্ম করে চলেছে।

২য় নমুনা ঃ- রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব বলেছেন- মহরমে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের শাহাদতের বর্ণনা করা যদিও বর্ণনা সহীহ তথ্য অনুসারে হয়, বা ঐ দিন ঠান্ডা পানি পান করানো,সরবত পান করানো, দুধ পান করানো,পান করার জন্য চাঁদা নেওয়া দুরস্ত নয় ইহা রাফেজীদের কর্ম, হারাম।

(ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ২য় খণ্ড, ১১১পৃঃ)

এখন চিন্ত করুন আজ ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন মুসলমান আছেন যারা মহরমের সময়ে ইমাম হাসান হোসাইনের আলোচনা করেন না। শোহাদায়ে কারবালার সঙ্গে গাঙ্গুহী সাহেবের কত সংকৃর্ণতা লক্ষ করুন। সহীহ বর্ণনা অনুসারে হলেও শাহাদতের বা কারবালার বর্ণনা করা যাবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনা করলে নবী প্রেম, আহলে বায়াতের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। ইসলামী তেজ ও ঈমানী বল বৃদ্ধি পাবে। তাই আলোচনা নিষেধ করে অত্যাচারী এজিদের অনুসারী ও সাহার্য্য কারী প্রমান করেছে। ইহা নবী পাকের বংশের লাখতে জিগারের সঙ্গে প্রকাশ্য দুষমনীর প্রকাশ ও অন্যায় পরিতোষন কারী।

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর আরও একটি বিষয় লক্ষ করুন যে আহলে বায়াতের নামে শরবত পান করা তাদের নিকট হারাম। আর গ্রামে গঞ্জে বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়া কাকের গোস্ত খাওয়া জায়েজ। ইহা তাদের নিকট কেবল জায়েজই নয় বরং সওয়াবের কাজ। রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নিজ ভাষাতে শুনুন।

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো -"যেখানে কাক খাওয়াকে অধিকাংশ মানুষ হারাম বলে মনে করে এবং তার গোস্ত খাওযাকে খারাপ বলে মনে করে সেখানে কাকের গোস্ত খাওয়াতে সওয়াব হবে না আজাব হবে ? উত্তর প্রদান করেন সওয়াব হবে। (ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ)

যে কালো কাকের গোস্ত বিশ্বের মুসলমানগন কেউ কোথাও খায় না যা খাওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ সেই কাকের গোস্তকে দেওবন্দী তাবলিগী লোকেদের নিকট খাওযা সওয়াবের। আপনারা কি কাকের গোস্ত খাবেন ?

আরো একটি নতুন কথা শুনুন- কোন ব্যাক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ঈদের দিনে কোলাকুলি করা (মোয়ানাকা) করা কি ?

তিনি বললেন, "ঈদাইনে (দুই ঈদের দিনে) মোয়ানাকা করা বেদাত"

(ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ২য় খণ্ড, ১৫৪ পৃঃ)

হাদিস পাকে বেদাতের জন্য শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম।এখন মাওলানার এই উত্তরের আলোতে দেখুন, দুই ঈদে কোটি কোটি মানুষ তার মতে বেদাতী কর্ম করে জাহান্নামী হচ্ছে। বিশ্বের মুসলমানকে বিভিন্ন ইসলামী কর্মে বেদাতী আখ্যা দিয়ে জাহান্নামী করার জন্যই কি তাবলিগী জামায়াতের সৃষ্টি ও শিক্ষা প্রচার ? না তাদের মতে ঈদের দিনে মুসলমানে মুসলমানে মারামারী ঘুষাঘুষি করলে জান্নাতী হবে ?

শেষে তার ফাতওয়ার আর একটি নতুনত্ব দেখুন–

ইসলামী শরীয়তে মাসজিদের সম্মান করা কতটা আবশ্যক তা বলার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু গাঙ্গুহী সাহেব বলেছে-- মাসজিদের মধ্যে খাট বিছিয়ে ঘুমানো মুসাফির ও মোকিম সকলের জন্য জায়েজ।

(ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

বিচার করুন এমনিতেই তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা খাওয়া পান করা, রান্না করা, প্রচলন করে দিয়েছে তার পর যদি খাট চৌকি বিছিয়ে ঘুমাতে আরম্ভ করে তবে বাসবাড়ি ও মাসজিদে কোন তফাত থাকবেনা। তাবলিগী জামায়াতের উক্ত শিক্ষা ও আদর্শ ইসলামী শরীয়তের বিরোধী।

ইহা ছাড়াও তারা আরও অইসলামিক শিক্ষা ও আদর্শ তারা গোপনে প্রচার করে চলেছে। নবী ওলীদের অসম্মান করে তাওহীন করে তারা বেঈমানী মত ও পথের তাবলিগ করে বেড়াচ্ছে। সেই ধোঁকাবাজ জামায়াত হতে নিজ ঈমান ও ধর্মকে রক্ষা করুন।

ওহাবী পরিচয়

দেওবন্দীজামায়াতের শায়খুল ইসলাম মৌলবী হোসাইন আহমাদ সাহেব ওহাবী ফেরকা ও তার আবিস্কারক মহম্মদ ইবনে ওহাব নাজদী বিষয়ে লিখেছেন– "মহম্দ বিন আব্দুল ওহ্হাব তের শত শতাব্দির শুরুতে আরবের নাজদে প্রকাশ হয়। যার বাতিল ধ্যান ধারনা এবং খারাপ আকিদা ছিল।এ জন্য আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের সঙ্গে যুদ্ধ ও হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয়ে ছিল।তাদের জবারদস্তি ভাবে নিজ আকিদা গ্রহণ করার জন্য অত্যাচার করত। তাদের হত্যা করাতে সওয়াব ও রহমত মনে করত।তাদের মালকে গনিমতের মাল হিসাবে হালাল মনে করত। তারপর লিখেছেনমহম্মদ বিন আব্দুল ওহহাবের আকিদা ছিল যে সমস্ত দুনিয়াবাসী এবং সমস্ত মুসলমান কাফের ও মুশরিক। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, খুন করা এবং তাদের মালকে ছিনিয়ে নেওয়া হালাল, জায়েজ ও ওয়াজিব"।

(আশশিহাবুস সাকিব পৃঃ ৪২, ৪৩)

তারা আরও লিখেছেন– "আহলে হারামাইনকে বিশেষ ভাবে আহলে হেযায কে চরম কষ্ট দিয়েছিল।সালকে সালেহীন এবং আহলে বায়াতের ইত্তেবার শানে চরম তম বেয়াদবী ও গুস্তাখী শব্দ ব্যবহার করেছে। অনেক ব্যাক্তি কে তার কঠিন অত্যাচারে মক্কা ও মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।হাজার হাজার মুসলমানতার সৈন্যের হাতে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। মোট কথা সে জালেম, বাগী, রক্ত পিপাষু ফাসেক ব্যাক্তি ছিল। (আশশিহাবুস সাকিব পৃঃ ৫০)

মোট কথা মাওলানা হোসাইন আহমাদ মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব কে এক কথায় জালেম বাগী, রক্ত পিপাষু ফাসেক ব্যাক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

ইহা এমন এক আয়না যার মধ্যে মাওলানা জাকারিয়া, মাওলানা মোনজুর নোমানীও সমস্ত ওহাবীদের চেহেরা দেখা যাবে। এমন কি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী কেউ দেখা যাবে। কেননা থানবী সাহেব নিজেও বলেছেন যে আমাকে অনেকেই ওহাবী বলে। ওআর ওহাবীদের চরিত্র উহাই যা উপরে বর্ষিত হয়েছে।ইহা দেওবন্দীদের কেতাবই উল্লেখিত।

—ঃ আল্লামা শামীর দৃষ্টিতে ঃ—

ওহাবী অত্যাচারের ও নিপীড়নের বর্ণনা আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব রাদ্দুল মোহতার এর ৬ষ্ঠ খন্ডের কিতাবুল জিহাদ এর বাবুল বুগাতের ৪১৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

"যেমন আমাদের সময় সংঘটিত আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের লোমহর্ষক ঘটনা প্রবাহ প্রনিধানযোগ্য। তারা নাজদ হতে বের হয়ে মক্কা মদিনার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তারা নিজেদের হাম্বেলী মাজহাবের অনুসারী বলে দাবী করত। আসলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারাই কেবল মুসলমান আর বাকী যারা তাদের বিরোধী তারা মুশরীক। এ জন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের অনুসারীদের হত্যা করা জায়েজ মনে করত এবং অনেক আলেম উলামাকে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদের অহংকার চূর্ণ করতে তাদের শহর গুলোকে বিরান করে দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনীকে জয়যুক্ত করেছেন। এ লোমহর্ষক ঘটনাটি ১২৩৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাকিমুল উম্মত আল্লামা আহমাদ ইয়ার খাঁ আলায়হি রহমার দৃষ্টিতে

সায়ফুল জাব্বার ও অন্যান্য কিতাবে তাদের অত্যাচারের অগণিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে–তারা পবিত্র মক্কা মদিনার নিরিহ লোককে হত্যা করেছে, হেরামাইন শরীফাইনে বসবাসকারী স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষন করেছে, পুরুষদের দাস ও নারীদের দাসীতে পরিণত করেছে। সৈয়দ বংশের অনেককে হত্যা করেছে, এমনকি মসজিদে নববীর সমস্ত ঝাড় লণ্ঠন ও গালীচা উঠিয়ে নাজদে নিয়ে গেছে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়াতের কবর সমূহ ভেঙ্গে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এমনকি যে রওজা শরীফকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ফিরিস্তাগণ সালাত ও সালাম পাঠ করেন, সেটাও ধরাসায়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু যেই লোকটি সেই অসৎ উদ্দেশ্যে রওজা পাকের নিকট গিয়েছিল, আল্লাহর তরফ থেকে নিযুক্ত একটি সাপের কামড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ তায়ালাই তাঁর হাবিবের শেষ বিশ্রাম স্থলকে ওদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন।

মোট কথা, ওদের অত্যাচার নিপীড়ন ছিল সীমাহীন পীড়াদায়ক। যার বর্ননা করতে গেলে হৃদয় ব্যথিত হয়ে যায়। কুখ্যাত ইয়াজীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লামের পরিবার বর্গের প্রতি শত্রুতা করেছে= তাঁদের জীবদ্দশায়। কিন্তু তাদের ইন্তেকালের ১৩০০ বছর পরেও ওহাবীদের হাতে সাহাবায়ে কেরাম ও মহামান্য আহলে বায়াত লাঞ্ছিত হয়েছেন কবরের মধ্যে। ইবনে সাউদ হেরামাইন শারাফাইনে যে ন্যাক্কার জনক বীভৎস কান্ড করেছে, তা এখনও প্রত্যেক হাজীর চোখে ধরা পড়ে। পবিত্র মক্কা নগরীতে আমি নিজের স্বচক্ষে দেখেছি যে কোথাও কোন সাহাবীর কোন কবরের চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হয় না। উদ্দেশ্য কেহ যেন ফাতেহা পাঠ করার সুযোগ না পায়। যে স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সে পবিত্র জায়গায় একটি তাঁবু খাটানো দেখেছি, যেখানে কুকুর ও গাদার অবাধ আনাগোনা চলেছে আগে এখানে একটি গুম্বুজ বিশিষ্ট ঘর নির্মিত ছিল। যেখানে গিয়ে মানুষ নামাজ পড়ত। এটাই ছিল আমিনা বিবির ঘর। এ ঘরেই ইসলাম রবির আলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু আজ সে পবিত্র জায়গার এ হেন বেইজ্জতি ও অবমাননা হচ্ছে। আল্লাহর নিকটেই এর অভিযোগ রইল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতো গেল আরবের ঘটনাবলী। হিন্দুস্থান সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা দরকার। দিল্লি শহরে মোলবী ইসমাইল নামে একজন লোক জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদী প্রণিত "কিতাবুত তাওহীদ" এর উর্দ্দু ভাষায় খোলসা করে অনুবাদ করেন ও "তাকবিয়াতুল ইমান নামে প্রকাশ করে হিন্দুস্থানে এর ব্যাপক প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। এই তাকবিয়াতুল ইমান প্রকাশ করার কারণে তিনি সিমান্তে পাঠানদের হাতে নিহত হন। তাই ওহাবীগণ তাকে শহীদ বলে গন্য করে শিখদের হাতে নিহত হয়েছেন বলে প্রচার চালায় ("আনোয়ারে আফতাবে ছাদকাত") গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি ঠিকই বলেছেন–

ওহাবীরা যাকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছে, আসলে তিনি নজদের মহম্মদ বিনা আব্দুল ওহাবের প্রেমে বিভোর হয়ে ধার্মিকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। যদি (তাদের কথা মত) শিখেরাই নিহত করত তাহলে অমৃতসর বা পূর্ব পাঞ্জাবের কোন শহরে তিনি মারা যেতেন। কেননা পূর্ব পাঞ্জাবই হলো শিখদের কেন্দ্র। সীমান্ততো পাঠানদের এলাকা, আর সেখানেই তিনি মারা যান। অতএব বোঝা গেল তিনি মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তার মুত দেহও উধাও করে ফেলা হয়েছিল। এজন্য কোথাও তার কোন কবর নেই। মৌলবী ইসমাইল এর ভক্ত অনুসারী বৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল মাযহাবী ইমামদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। এরা লা মাযহাবী নামে পরিচিত। অপর দল মুসলমানদের ঘৃণা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের হানাফী বলে দাবী করে, আমাদের সংস্পর্শে আসলে আমাদের মতই নামাজ রোজা পালন করে। তারাই গোলাবী, ওহাবী বা দেওবন্দী নামে পরিচিত। আকা মাওলা হযরত মাহবুবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মুজিযা দেখুন, তিনি বলেছিলেন "সেখান থেকে শয়তানী দলের আবির্ভাব ঘটবে" (কারনুশ শয়তান) এর উর্দ্দু অনুবাদ হচ্ছে দেওবন্দ–দেও অর্থ শয়তান আর বন্দ অর্থ দল বা অনুসারী কিম্বা দেওবন্দ শব্দ দ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে (ইযাফাতে মাকলুবী'র) অর্থাৎ দেওবন্দ শব্দটি বন্দেদেও শব্দ হতে গঠিত, যার অর্থ হচ্ছে শয়তানের দল বা স্থান। এ উভয় দলের ধর্মীয় কাজ কর্ম ও আচরণে বাহ্যিক ভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তাদের আকিদার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষন করে এবং তার আকিদার পৃষ্ট পোষক।

বস্তুতঃ দেওবন্দীদের মুরব্বী মৌলবী রশিদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী তার ফতুয়ায়ে রাশিদীয়া গ্রন্থের ১ম খন্ডের তাকলীদ শীর্ষক আলোচনায় ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদীর অনুসারীদের ওহাবী বলা হয়। তার আকিদা ভালো ছিল। তিনি হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য তিনি উগ্র মেজাজের লোক ছিলেন। তবে হ্যাঁ যারা সীমা অতিক্রম করেছে, তারা ফিতনা ফাসাদের শিকার হয়েছে। তাদের সবার আকিদা ছিল অভিন্ন। শুধু আমলে পার্থক্য ছিল। কেউ হানাফী, কেউ শাফিউ কেউ মালেকী আবার কেউ হাম্বেলী" (রশিদ আহমদ)

বর্তমান যুগে লা-মাযহাবী ওহাবীদের তুলনায় দেওবন্দীরা অপেক্ষাকৃত বিপদজনক। কেননা সাধারণ মুসলমান তাদের সহজে চিন্তে পারে না। তারা তাদের রচিত কিতাব সমূহে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শানে যে ধরণের বে-আদবী করেছে তা করতে কোন মুশরিকও সাহস পাবে না। এর পরেও এরা নিজেদেরকে মুসলমানের কান্ডারী ও ইসলামের একমাত্র এজেন্ট বলে দাবী করে থাকে। সংগৃহিত–জায়াল হক

ওহাবী জামায়াতের কাহিনী দেওবন্দীদের জবানে

১) ওহাবীগণ শানে নবুয়ত হযরত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে কঠিন বেয়াদবী সূচক বাক্য ব্যবহার করেছে। ইবনে আব্দুল ওহাব নিজেকে নবীপাকের মত খেয়াল করত। তাঁর সম্পর্কে কেবল মাত্র ধর্ম প্রচারের জন্য সামান্য ফযিলত আছে এই টুকু মনে করত। নিজ পাপ মননিয়ে এবং দুর্বল বিশ্বাসের কারনে মনে করতো যে সে দুনিয়াকে হিদায়েত করে নিয়ে আসছে এবং তার বিশ্বাস ছিল যে নবী পাকের কোন হক তার উপর নাই। বা তার ওফাতের পর কোন উপকার বা এহেসান তাঁর নিকট থেকে পাওয়া যায়। (আশশিহাবুস সাকিব ৪৭ পৃঃ

২) নাজদী বা তার অনুসারদের ইহাই আকিদা ছিল যে নরীগনের জীবনের স্বত্বা ঐ সময়কাল পর্যন্ত ছিল যতদিন তাঁরা দুনিয়ায় ছিলেন। ইহার পর তাঁদের ও অন্যান্য মমিনদের অবস্থা একই রূপ।

(ঐ পুস্তক পৃঃ ৪৫)

৩) আরবের ওহাবীদের জবান থেকে বার বার শোনা গেছে যে আস্‌সালাতু ওয়াসসসালামু আলায়কা বলা কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ।এবং যারা উহা পড়েন তাদের তারা ঘৃণা ও ঠাট্টা করত। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৪৬)

৪) ওহাবী নাজদীদের বিশ্বাস যে ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য চাওয়া হয় সে কারনে শির্‌ক। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৬৫)

৫) ওহাবীগন নবীপাকের মিলাদ শরীফ পাঠ করা কে বেদাত ও খারাপ কাজ বলে মনে করে। সে রকম ই আউলিয়া গনের স্মরণকে খারাপ মনে করে। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৬৭)

৬) ওহাবী খবীসেরা বেশী সালাত ও সালাম পড়া দরুদ পড়া, দালায়েলুল কায়রাত, কাসিদায়ে বুরদা পড়া, ওজিফা পাঠ করা কঠিন খারাপ ও মাকরুহ মনে করে। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৬৬)

৭) ওহাবীগন শাফায়াতের বিষয়ে এতটা সংকীর্ণতা করে যে শাফায়াত করতে পারবে না এ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৬৭)

উপরোক্ত আলোচনা কোন আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের লিখনীর দ্বারা দেওয়া হল না। ইহা দেওবন্দী মাওলানা যারা ওহাবী ও তাবলিগীদের পৃষ্ঠপোষক দোস্ত সেই মাওলানা হোসাইন আহমাদের লেখনী দ্বারাই জানানো হল যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। নিজ দলের চরিত্র নিজেদেরই জবানে

ওহাবীদের কর্ম

ভারতের খেলাফত কমিটির রিপোর্ট ঃ–

১৯২৫ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট লন্ডন থেকে প্রেস রিপোর্টার হিন্দুস্থানের সংবাদ সংস্থার নিকট একটি তার পাঠিয়েছিল যার বিষয় বস্তু ছিল–

ওহাবীগন মদিনা শরীফের উপর হামলা শুরু করেছে যাতে মাসজিদে নববীর কোব্বা অর্থাৎ রওজা পাকের ক্ষতি হয় এবং তারা আমিরে হামজার মাজার শহীদ করে দিয়েছে।

এই মর্মান্তিক খবরে হিন্দুস্থানের খেলাফত কমিটির পক্ষ হতে স্বচক্ষে সরজমিনে তদন্ত করার জন্যএকটি দল প্রেরণ করেন। খেলাফত কমিটি তদন্ত করার পর যে রিপোর্ট প্রদান করেন– "মক্কাতে জান্নাতুল মুয়াল্লার মাজার সমুহ ধ্বংশ করে দিয়েছে এবং যে স্থানে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জন্ম লাভ করেন সে স্মরণীয় স্থানকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে।তবে নাজদী সরকার আশ্বাস দিয়েছে যে মদিনার মাজার ও নিদর্শন গুলি আর ধ্বংশ করা হবে না"। (রিপোর্ট খেলাফত কমিটি পৃঃ ২৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার পর ১৯২৬ খ্রীঃ হেজাজে নাজদী বাদশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তার সমাধানের জন্য হজের সময় মক্কাতে এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে যোগদানের জন্য খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে একটি দল প্রেরন করা হয়েছিল।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মে যখন ভারতীয় আকবরী জাহাজ সমুদ্রের কিনারায় পৌছে তখন এই মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক সংবাদ জানা গেল যে ওহাবী সরকার মদিনার জান্নাতুল বাকী ও অন্যান্য পবিত্র স্থান সমূহকে ধ্বংশ করে দিয়েছে। খেলাফত কমিটির পাঠানো দল সর্ব প্রথম এই সংবাদ বিশ্বাস করতে পারে নাই। কেননা ওহাবী সরকার অঙ্গিকার করেছিল যেতারা আর কোন স্মরণীয় স্থান ধ্বংশ করবে না। কিন্তু যখন তারা জেদ্দায় পৌছিলেন তখন বাদশার লোক আব্দুল আজিজ আতিকীকে জিজ্ঞাসা করিলেতিনি তার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন নাজদীগন বেদাত ও কুফর কে সমূলে উৎখাত করা ফরজ মনে করে। এ মসলার উপর দুনিয়ার ইসলাম জগতের কোন পরওয়া করে না ইহাতে ইসলামী দুনিয়া খুশি হউক আর না হউক।

খেলাফত কমিটির রিপোর্ট, (পৃঃ ৮৫)

খেলাফত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে মক্কা মুয়াজ্জামার মতোই মদিনা মানোয়ারার কোন মসজিদ ও তাদের আক্রমন থেকে রক্ষা পায় নাই। ধ্বংশ করা মসজিদ সমুহের মধ্যে (১) মাসজিদে ফাতিমা (২) মাসজিদে সানিয়া (যেখানে নবীপাকের পবিত্র দাঁত শহীদ হয়) (৩) মাসজিদে মিনারা তাইন (৪) মাসজিদে মায়েদা (যেখানে সূরা মায়েদা অবতীর্ণ হয়েছিল) (৫) মাসজিদে ইজাবা (যেখানে নবীপাকের একটি গুরুত্বপুর্ণ দোওয়া কবুল হয়) প্রভৃতি (খেলাফত কমিটির রিপোর্ট, পৃঃ ৮৮)

মাজার সমূহ ধ্বংশের তালিকা ঃ- (১) মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মাজার (২) হযরত জয়নাব (৩) হযরত উম্মে কুলসুম (৪) হযরত রোকাইয়া (৫) হযরত ফাতেমা সোগরা (বিনতে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) (৬) উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েষা সিদ্দিকা (৭) উম্মুল মোমেনীন হযরত জয়নব (৮) উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম দের মাজার ধ্বংশ করে দিয়েছে। ইহা ছাড়া অন্য উম্মুল মোমেনীন দের মাজার সমূহকেও ধ্বংশ করে দিয়েছে। ইহা ছাড়াও আরও সাহাবাগনের , আহলে বায়াতের, ও তাবেয়ীনদের মাজার ও ধ্বংশ করে দিয়েছে। (রিপোর্ট খেলাফত কমিটি পৃঃ ৮০ হতে ৮৯)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা ঐ নাজদী ওহাবী ফেতনা যার জন্য ভবিষ্যত বানী করেছিলেন বিশ্বনবী মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের অত্যাচারের কাহিনী মুসলমানদের উপর হত্যা জুলুম ও লুটের বহু প্রমান বিদ্যমান। কেতাবের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে সংক্ষিপ্ত করলাম।

এই নাজদী ওহাবীদের সাথে তাবলিগী জামায়াতের সম্মন্ধ তাদেরই জবানে।

১)তাবলিগী জামায়াতের পেশওয়া মৌলবী রশীদ আহম্মাদ গাঙ্গুহী বলেছেন যে মহম্মদ বীন আব্দুল ওহাব এর অনুসারীদের ওহাবী বলা হয়। তাদের আকিদা ভাল। (ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ১ম খণ্ড, ১১১ পৃঃ)

২) তাবলিগী জামায়াতের লিডার মৌলবী মোনজুর নোমানী বলেছে- "আমি নিজ ব্যাপারে বলছি যে আমি একজন কট্টর ওহাবী"। (সাওয়ানেহ মাওলানা ইউসফ কানধোলবী পৃঃ ১৯০)

৩) তাবলিগী জামায়াতের পৃষ্ঠপোষক মৌলবী মোঃ জাকারিযা কান্ধলবী বলেছেন-"মৌলবী সাহেব আমি তোমাদের চেয়েও বড় ওহাবী।" (সাওয়ানেহ মাওলানা মোঃ ইউসফ ১৯২ পৃঃ)

৪) তাবলিগী জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মৌলবী আশরাফ আলি থানবী বলেছেন- "ভাই এখানে ওহাবী থাকে ফাতেহা নেওয়াজের জন্র কিছু নিয়ে আসিও না"। (আশরাফুস সাওয়ানিহ ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃঃ)

নজদের বাদশাহ সউদ ইবনে আব্দুল আজিজ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর ভারতবর্ষ সফরে আসেন তখন তাবলিগী জামায়াতের শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমাদ সাহেব জামিয়াতুল উলামা হিন্দের তরফ হতে তাকে একটি প্রশাংসা পত্র প্রদান করেন। সেই সভাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও উপস্থিত ছিলেন ঃ-

"হে শান সওকত ওয়ালা বাদশাহ পবিত্র হেজাজের বিষয়ে যখন সম্মানীত মরহুম বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ (অর্থাৎ বর্তমান বাদশার পিতা) রাহেমাহুল্লাহু বিরাট সাফল্যের কদম বাড়িয়েছে(অর্থাৎ নাজদী ফৌজের দ্বারা মক্কা ও মদীনায় ধংশ লীলা চালিয়েছে) তখনজামিয়াতুল উলামায়ে হিন্দই একটি জামায়াতযারা ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমিসির খেলাপ এই পদক্ষেপকে পবিত্র হেযাজের জন্য সৌভাগ্য এবং তারা সুলতান মরহুমকে শুবেচ্ছা জানাচ্ছে"।

তারপর তারা সময় সময় বিশেষ দূত দ্বারা সুলতানের নিকট দরকা
পরামর্শ পাঠাত এবং বাদশাহ তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

(শাহ সউদ ওয়ালিয়ে আরবকা দাওরায়ে হিন্দ, পৃঃ ৩৮, প্রকাশ
লালারুখ পাবলিকেশন, শ্রীনগর কাশ্মীর)

মাওলানা ইলিয়াস ওহাবী নাজদ বাদশার দরবারে

মাওলানা আবুল হাসান নাদুবী তার কেতাব "দ্বীনি দাওয়াত" এ
মধ্যে মাওলানা ইলিয়াসের সম্বন্ধে একটি ঘটনা নকল করেছেন যে ১৯৩
খ্রীষ্টাব্দে যখন হজের সময় হেযায গিয়েছিলেন তখন তাবলিগী জামায়াতে
বিষয়ে একটি দল নিয়েনাজদের বাদশার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। ১৪
মার্চ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ মাওলানা ইলিয়াস, হাজী আব্দুল্লাহ দেহলবী, আব্
রহমান মাজহার, মৌলবী এহতেসামুল হাসান কে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ
সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বাদশাহ খুব সম্মানের সঙ্গে মসনদ থেকে নে
সম্মান প্রদর্শন করেন। এবং নিজের নিকটই সম্মানীয় ভারতীয় মেহেমা
দের বসালেন। তারা তাদের তাবলিগের উদ্দেশ্য ও কর্ম সম্বন্ধে অবগ
করান। যাহাতে বাদশাহ প্রায় চল্লিশ মিনিট তাওহীদের বক্তব্য পে
করেন।তার পর সিংহাসন থেকে নেমে সম্মানের সঙ্গে তাদের বিদা
জানান। (দ্বীনি দাওয়াত, পৃঃ ১০০)

" নাজদ্ ওহাবী বাদশাহর দরবার থেকে সন্তুষ্টি লাভের পর মৌল
এহেতাসামুল হকতাবলিগের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আকারেনোট করে শাইখু
ইসলাম চিপ জাষ্টিসআব্দুল্লাহ ইবনে হাসান (ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদী
সন্তানের মধ্যে) কে প্রদান করলেন। মাওলানা ইলিয়াস এবং মৌল
এহতেসাম সাহেব তার নিকট গিয়েছিলেন। তিনি তাদের চরম সম্মানে
সঙ্গে প্রতিটি কথা সমর্থন করেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য দেওয়া
ওয়াদা করেন"। (দ্বীনি দাওয়াত, পৃঃ ১০০)

পাঠকবৃন্দ এখন চিন্তা করুন তাবলিগী ও দেওবন্দিদের সৈরাচা
অত্যাচারী দ্বীন ইসলামের শত্রু ও ইসলামের নিদর্শনাবলী ধংশকারী নাজ
ওহাবী বাদশার সঙ্গে কত নিগুঢ় সম্পর্ক।আসলে ভারতের তাবলিগী দেওবন্
গনই ওহাবী অত্যাচারী মতবাদের প্রচার ও প্রসার কারী জালেম ও কাফের

ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের ঘনিষ্ঠতা।

এ পর্যন্ত ইসলামের বৈদেশীক শত্রুদের সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের সম্পর্কের ঘটনাবলী ছিল। এবারে ভারতীয় সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ–

বিহার রাজ্যের অন্তর্গত বেতীয়া নামক স্থানে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দেতাবলিগী জামায়াতের এক বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ইজতেমা সম্পর্কে কানপুর হতে প্রকাশিত দেওবন্দী সংবাদপত্রে একটি ভয়ানক সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল যে সংবাদে ভারতীয় ২০ কোটি মুসলমানদের মনে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেতীয়া তাবলিগী জামায়াতের ইজতেমার সমস্ত ব্যবস্থাপনায় ছিল জন সনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা। সংবাদের আসল অংশ---

"ব্যবস্থাপনায় কে ছিলেন ? অমুসলিম বিধর্মী যারা জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভার কর্মী"।

"যাদের জন্য ব্যবস্থাপনা করা হযেছিল তারা কে ছিলেন ? তারা ছিলেন মুসলমান"।

(পয়গামে মিল্লাত কানপুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ খ্রীঃ পৃঃ ৫)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তাবলিগী জামায়াতের সঙ্গে জনসঙ্ঘের গভীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

"কেউ পাখা নিয়ে বাতাস করার জন্য ছুটাছুটি করছে, আবার কেউ অজু করার হাউজ তৈরী করার কাজে ব্যস্ত, কেউ রেশন দোকান হতে অধিক চিনি ও উৎকৃষ্ট আহারাদী সংগ্রহ করার জন্য একে অন্যের উপর তৎপর হচ্ছে। আর অধিক চেষ্টা আছে যে এই সন্যাসী মুনীগনযারা খোদার জন্য নিজের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে জঙ্গলকে আবাদ করছে, দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের জন্র নিজেদের উৎসর্গ করেছে যাতে তাদের কোন কষ্ট না হয়"। (ঐ পত্রিকা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ খ্রীঃ পৃঃ ৫)

ইহা অবশ্যই চিন্তার বিষয় যে জনসঙ্ঘী ও হিন্দু মহাসভা মুসলীম সম্প্রদায়কে পৃথিবী হতে নিঃশেষ করার জন্য ও ইসলাম ধর্ম কে মিটাবার জন্য ধ্যান-মন-কর্মে লিপ্ততারাই আবার তাবলিগী মুনী ও সন্যাসীদের ইজতেমার ব্যবস্থাপনায় ও সেবা শশ্রুসায় এত ব্যাস্ত কেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহার পিছনে নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য আছে। অথচ বেতীয়া গ্রামে অনতীদুরে সুরসুন্ড নামক স্থানে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা সদস্যদের হাত। মুসলমান গন সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের অত্যাচারে।

এখন বিচার্য বিষয় এই যে সুরসুণ্ডের মুসলমান গন কোন মুসলমা আর ইজতেমার তাবলিগী জামায়াতের লোক কোন মুসলমান ? বিচক্ষ ব্যাক্তিগন অবশ্যই স্বীকার করবেন যে জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও তাবলী জামায়াতইহারা বাহ্যিক ভাবে আলাদা হলেও মূলত ইহারা একও অভিন্ন তাদের উদ্দেশ্য এক, মুসলমানদের ঈমান, ধমৃ বিনষ্ট করা।

মাওলানা ইলিয়াসের তাবলিগী আন্দোলন কে বৈদেশিক সাহায্য

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতাকে বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজদে পদক্ষেপ যা সফলতা অর্জন করে।

তাদের প্রথম সাহায্য কাদিয়ানী জামায়াতের প্রতি কিন্তু তা মুসলমানদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারনেসাধারন মুসলমানদে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় নাই। এজন্য ইংরেজগন এরকম মাজহা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, যার প্রচারকগন ও পরিচালকগ প্রকাশ্য ভাবে মুসলমানদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। যাদের দ্বা সাধারন মুসলমানদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি করতে পারে। এই বির উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজগন আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাওলানা ইলিয়াসকে খা করেন। দেওবন্দী জামিয়াতুল উলামার প্রধান লিডার মাওলানা হাফিজু রহমান এক বর্ণনায় তা স্বীকার করেন। তিনি লিখেন–"মাওলানা ইলিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে প্রথমে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে হাজী রশী আহমাদ সাহেবের দ্বারা কিছু টাকা দেওয়া হত। পরে তা বন্ধ হয়।

(মাকালেমাতুল সাদরাইন, পৃঃ ৮, প্রকাশক–দেওবন্দ)

আরও দেখার বিষয় হল যে মাকালেমাতুল সাদরাইন এর ম মাওলানা সাবীর আহমাদ উসমানীর বর্ণনা নকল করা হয়েছে যে তি মাওলানা হাফিজুর রহমানকে লক্ষ করে বলেন– "দেখুন, মাওলানা আশরা আলি থানবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আমার ও আপনার সম্মানীত নেতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার বিষয়ে কিছু মানুষকে বলতে শুনা গেছে যে তাকে ইংরেজ সরকারের তরফ হতে ৬০০ টাকা মাসিক দেওয়া হত"।

(মাকালেমাতুল সাদরাইন, পৃঃ ১১, প্রকাশক–দেওবন্দ)

প্রকাশ থাকে যে ইংরেজ সরকার থানবী সাহেবের মুরীদ ছিল না। সুতরাং তাদের দেওয়া টাকা মুরিদের নজরানা নয়।বরং ইংরেজ সরকার তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য মসিক বেতন প্রদান করতো। যে ইংরেজ সরকার ভারত তথা মুসলমানদের শত্রু। মুসলমানদের নিকট হতেই ভারতবর্ষকে ছিনিয়ে নিয়েছে।সেই সরকার নিশ্চয়ই মুসলীম মাওলানাদের বিনা উদ্দেশ্যে মাসিক বেতন প্রদান করবে না।

আসলে দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেদের দ্বারা নিজ কর্ম ও উদ্দেশ্য পুরনের জন্য মাসিক বেতন প্রদান করত। এই বেতনভুক্ত। দেওবন্দী কর্মচারীরাই মুসলমানদের একতাকে, ইমানী তেজকে ভেঙ্গে চুরমার করার দায়িত্ব পালন করেছে।

ইহা ছাড়াও থানবী সাহেবের ভাই মাজহার আলি তাদের বন্ধ সরকারের সি, আই, ডি হিসাবে কাজ করেছেন যা মাওলানা হোসাইন আহমাদ সাহেব তার মাকতুবে উল্লেখ করেছেন।

(মাকতুবাদে শাইখুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯)

দৈনিক পত্রিকার খবরঃ– পি, টি, আই, ভারতে সরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী যগেন্দ্র মাকোয়ানা ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী অর্থ সাহায্য সংক্রান্ত আইনের আওতায় পড়ে এমন ১৪১ সংস্থার নাম জানান। সংস্থা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত।

(যুগান্তর, ২০শে ডিসেম্বার ১৯৮০ খ্রীঃ)

দৈনিক উর্দূ ঃ– নিউ দিল্লি, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ হতে ১৬০ টি জামায়াতের প্রতি নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে সরকারের বিনা অনুমতিতে তারা কোন বিদেশী সাহায্য গ্রহন করতে পারবেনা। উক্ত ১০৬ টি জামায়াতের মধ্যে দুটি জামায়াত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা অল ইণ্ডিয়া মাজলিসে মাশওয়ারাত, উর্দূ বাজার দিল্লি এবং তাবলিগী জামায়াত, বাংলেওয়ালী মাসজিদ, র্বাস্ত নিজমুদ্দিন দিল্লি।

(রোজ নামা সঙ্গাম পাটনা,২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ খ্রীঃ

জামায়াতে ইসলামের পরিচয়

প্রকাশ থাকে যে জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার আব্দুল আল মাওদুদী। সে নিজে পথ ভ্রষ্ঠ এবং পথ ভ্রষ্ঠকারী।তার সৃষ্টি করা মতবা কোরআন হাদিসের বিরোধী। তার লিখনী পড়া বই পত্র পড়া আহলে সুন্না ওয়া জামায়াতের সাধারণ লোকেদের জন্য হারাম।

দেওবন্দী মাওলানা গন ও তার বিরুদ্ধে ফাতাওয়া প্রদান করেছে।

যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেছেন–"আমি এ আন্দোলনকে সমর্থন করি না"।

(আশরাফুস সাওয়ানিহ, ২৪ পৃঃ শে হিজরী)মাওলানা হোসাইন আহমাদ বলেছেন– "মাওদুদী সাহেব কোরআ ও হাদিস মানে না বরং সে পূর্ব সালেহীনদের বিরোধী নতুন মাজহাব তৈ করছে।এবং মানুষকে সেই মাজহাবের উপর চালিত করে জাহান্নামী তৈ করতে চায়"। (মাওদুদী দাসতুর আউর আকায়েদ কি হাকিকাত, পৃঃ ৪৬

ক্বারী মহম্মদ তায়েব সাহেব, নাজিম দারুল উলুম দেওবন্দ বলেছেন

" মাওদুদী জামায়াত একটি নতুন ফেকাহ তৈরী করছে এবং পুরাত ফেকাহ দুরে নিক্ষেপ করছে"।

ক্বারী আব্দুল হামিদ লিখেছেন– " মিষ্টার মাওদুদী পথ ভ্রষ্ঠ কারী ইসলামের ঘাতক, শরীয়তী মহম্মদীর পোষ্ট মটম কারী, দ্বীন ইমানের ধ্বং কারী, কুখ্যাত ফেতনা সৃষ্টি কারী, বে-আমল ফেরেব বাজ, ইসলামে বিভ্রা সৃষ্টি কারী,দ্বীন ইসলামের কঠিন শত্রু, জিন্দিক, লাগামহীন, ইউরোপী প্রচারক, শরাবী,জেনাকার ও চোরের সর্দার, মিথ্যার বাপ, ফেরাউনের বা কোরআন হাদিসকে বিক্রিকারী কঠিন বিশ্বাস ঘাতক"। (ইনকে শাফাত)

তাবলিগী জামায়াতের খরচ ও আয় ঃ–

তাবলিগী জামায়াতের লোকের সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আলোচি হয় যে এত বড় সংগঠনের খরচা তারা কোথা থেকে করে।

বাস্তবিকই তারা ইজতেমা অর্থাৎ ভারতীয় বা বিশ্ব ইজতেমা নামে হাজা ইজতেমা অনুষ্ঠিত করে চলেছে। তাদের বর্ণনা অনুসারে ৩০ হাজার হাজার ১ লাখ লোক জমায়েত হয়। এখন জিজ্ঞাসিত বিষয় হল ভার মধ্যে আরও রাজনৈতিক দল ও সংগঠন আছে এবং তাদের কর্মীও আছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা ভারতীয় বা বিশ্ব ইজতেমা তো দুরের কথা এলাকা ভিত্তিক জেলা সম্মেলন প্রতি মাসে তো দুরের কথা বাৎসরীক করতেই হিমশিম খেয়ে যায়। কিন্তু তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা প্রতি মাসে বৎসরে বিভিন্ন এলাকায় ইজতেমা করে চলেছে। তার আয়োজন খরচা কেমন করে চলছে। যদি ধরা যায় তাদের ইজতেমায় ৩০ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে আর প্রত্যেকের পিছনে মাথাপিছু খরচ যদি ৫০ টাকা করে ধরা যায় তবে ১৫ লাখ টাকা ব্যায় হবে। প্রশ্ন হল প্রতি ইজতেমায় যদি ১৫ লাখ টাকা করে খরচ হয় তবে প্রতি বৎসর এত ইজতেমা করতে টাকা কোথা থেকে আসে ? যদি বলেন ইজতেমায় অংশ গ্রহন কারীরা নিজের খরচ নিজেই বহন করে। কিন্তু বর্তমান জামানায় এ ধরনের চিন্তা ভাবনা করা দুস্কর। যদি তাও মেনে নেওয়া যায়এবং যাতায়াত খরচ ও বাদ দেওযা যায় তবুও ইজতেমার ব্যাবস্থাপনার জন্য সমস্ত খরচ যেমন লাইট, মাইক, প্যাণ্ডেল, পানি, থাকা খাওয়ার জায়গা, পায়খানা পেচ্ছাবের ব্যাবস্থা ইত্যাদি ব্যাবস্থাপনা তো সংস্থার লোকেরা করে। এতবড় ব্যাবস্থাপনার তো লাখ টাকার ও বেশী খরচ হয়। কিন্তু এটাকা আসে কোথা থেকে ? আকাশ থেকে ? পাতাল থেকে ? না এ ভূতুড়ে কাণ্ড ? সুরতাং ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা বিদেশী অর্থ প্রাপ্ত হয়ে বিদেশীদের দাসত্ব করে চলেছে।ইহা ইসলামের খেদমত নয় বিদেশীদের চক্রান্তমূলক উদ্দেশ্য প্রনোদিত কর্ম।

জামায়াতের বেতনভূক্ত আমির গন ঃ–

সারা ভারতবর্ষে তাবলিগী জামায়াতের পারিচালনায় হাজার হাজার লোক নিযুক্ত আছে বা বিভিন্ন দেশে বিদেশে দিবা রাত্রী কর্মে নিযুক্ত আছে তারা বেতন ভূক্ত কর্মী কেননা কোন ব্যাক্তি তার নিজের জীবন যাপন ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে এককালীন সর্বা বস্থায় কোন জামায়াতে ফ্রিতে কাজ করতে পারে না। তাদের বেতন বা বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য এত বেশী খরচ হয় তার অনুমান করা বড় কঠিন।

মারকাজে নিজামুদ্দিন দেহলবী ঃ–তাদের মারকাজের ব্যবস্থাপনায় তিনটি স্থানে খরচ হয়। যেমন (১) মাদ্রাসা কাশেফুল উলুম। ইহার সমস্ত খরচ, শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রদের খাওয়া থাকার খরচ ইত্যাদি। (২) তাবলিগী জামায়াতের লঙ্গর খানা সেখানে আসা যাওয়া হাজার হাজার ব্যাক্তিকে সকাল সন্ধ্যা বিনা পয়সায় খাবার দেওয়া হয়।

যদি কমপক্ষে ৫০০ জনের খরচ ধরা হয় তবে মাসে ৩০ হাজার টাকা খরচ হবে। (৩) তাবলিগী স্টাফ– জামায়াতের কেন্দ্রীয় উলামা যারা মানুষের মন মস্তিষ্ককে বিপথগামী করার জন্য দিবা রাত্র গবেষনা করে চলেছে। এবং সে বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছে। যারা বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃত্বে নিযুক্ত আছেন তারাও বেতনভূক কর্মী।বেতন বাবদ প্রতি মাসে কত টাকা খরচ হয় তার হিসাব করা আরও কঠিন।

এখন বিচার্য বিষয় এতবড় সংগঠন, ব্যাবস্থাপনা, তার পরিচালনা করার জন্য এক বিরাট অঙ্কের অর্থের অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এত টাকা, এত বিরাট অঙ্কের অর্থ আসে কোথা থেকে ? আমরা আরও জানী তারা জনসাধারনের নিকট হতে কোন টাকা চায় না বা কারো বাড়িতে আহার ও করে না।

যেমন তাবলিগী নেতা মাওলানা ইউসফ সাহেবের জীবনীকারক তার জীবনীর ৬৬১,৬৬২, ৬৬৩, পৃষ্টায় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে তারা কোন চাঁদা গ্রহন করে না।এ অবস্থায় আপনাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যেএ জামায়াতকে পরিচালনা করার পিছনে ইংরেজ সরকারের ডলার এবং নাজদী ওহাবী সরকারের রিয়াল কাজ করে চলেছে। আর ইহা তাদেরই স্বীকৃত বাক্য যে ইংরেজ সরকার তাদের সাহায্য করত এবং তারা তা গ্রহন করতো। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে আজও তারা গোপনে বৈদেশীক সাহায্য গ্রহন করে নিজ জামায়াতকে পরিচালনা করে চলেছে। ইংরেজ সরকার ও নাজদী ওহাবী সরকারের সাহায্যে তাবলীগ জামায়াতের আমীর মোবাল্লিগগন সরল মনা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

উপরের আলোচনা হতে ইহা সকলের মনে সাড়া দিতে পারে যে কেন আমেরিকা ব্রিটেন ও সউদী সরকারতাদের সাহায্য করছে। সউদী সরকারের তাবলিগী জামায়াতের নেতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্য যে ইহাদের দ্বারা ওহাবী মতবাদ প্রচার ও প্রসার হবে এবং তাতে সইদী ওহাবী সরকারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কোন মুসলীম শক্তি বিরুদ্ধাচারন করতে পারবে না। আমেরীকা ও ব্রিটেন সরকারের সাহায্য দানের উদ্দেশ্য যে সমগ্র মুসলীম জাহানে ওহাবী ধর্মের বিষ ছড়াতে পারলে মুসলীম জগৎ ফিরকা পরস্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

আগুন জ্বলবে এবং দলাদলী সৃস্টি হয়ে ঐক্যের বন্ধন ভেঙ্গে পড়বে। তাদের মনের উদ্দেশ্য সফল হবে। সকলের উপর লাঠি ঘুরিয়ে দাদা সাজা যাবে। কেননা সমগ্র মুসলীম গন যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে বিশ্বের কোন শক্তি নাই যে তাদের পরাভুত করতে পারে। আর মুসলীম ঐক্যে ভাঙ্গন ধরার একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল বিশ্বে ওহাবী মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া, নবীপাকের ইজ্জত সম্মানকে পদদলিত করে নবীর মহব্বত হতে মুসলীমকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। আর ভারতবর্ষে ওহাবী মতবাদের প্রচারক ও ধারক হচ্ছে দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াত।

তাবলিগী দেওবন্দী একই মতে দুটি দল ঃ—

তাবলিগী জামায়াতের ভারতের প্রধান কেন্দ্রের নেতা সাইয়েদ জহুর হাসান নেজামী বলেছেন যে তাদের জামায়াত দরগাহ, মিলাদ, কিয়াম, ওরস, ফাতিহা ইত্যাদি সহ্য করে না।ইহা দেওবন্দীদের ই ফাতাওয়া। দেওবন্দীগন তাবলিগী জামায়াতের আকায়েদ সমর্থনও করে।

জামসেদপুরের মোঃ ইয়াসিন প্রশ্ন করেছেন– কি বলেন উলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতীগন এই মাসলা সমন্ধে যে তাকবিরাতুল ইমান, তাহজিরুন্নাস, বারাহহিনে কাতিয়া, ফাতওযায়ে রাশিদিয়া এ সমস্ত কেতাব কি রকম ?

এখানে একজন মৌলবী সাহেব বলে গেছেন যে এই কেতাব সমূহ বাতিল। এ স্থানে তাবলিগী জামায়াতের প্রভাব আছে, এ জন্য ইহাও বলেছেন যে তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ও মৌলবী মোঃ ইউসফ ও এই কেতাব সমূহের কঠিন বিরোধী। ইহা কি সত্য ?

ইহাও সে মৌলবী বলতেন যে ফাতেহা ইয়াজ দহম, ইয়া গাউস, ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা, বা কিয়াম করা, তিজা চল্লিসা, ওরস ইত্যাদি করা উক্ত মাওলানা দ্বয় জায়েজ মনে করতেন। কেননা তারা নিজ দলের মানুষদের নিষেধ করেন নাই। মৌলবী সাহেবের উক্ত বর্ণনায় এখানে যারা দীর্ঘ দিন থেকেদেওবন্দকে মান্য করে আসছে এবং তাবলিগী জামায়াতে খুব উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহন করে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হযেচে। আল্লাহর ওয়াস্তে সর্ব প্রথম আমাদের পেরেশানী দুর করুন যাতে জামায়াতে ভাঙ্গন ধরে না যায়।

ইহার উত্তর তাবলিগী জামায়াতের নির্ভরযোগ্য দেওবন্দী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায়ে আমিনীয়া দিল্লির দারুল ইফতার ফাতাওয়া লক্ষ করুন।

উত্তর ঃ–তাকবিরাতুল ইমান, বেহেস্তী জেওর, প্রভৃতি উল্লিখিত কিতাব সমূহ বিশুদ্ধ ও সঠিক। তার লেখক গনও বিশ্বস্ত আলেম। যে ঐ কিতাব সমূহকে বাতীল বলে সে গোমরাহ্। ইহা ভুল কথা যে মাওলানা ইলিয়াস মারহুম ও মৌলবী ইউসফ সাহেব এই কেতাব সমূহের বিরোধী।

তারা সকলে ফাতেহা ইয়াজ দহম, চল্লিশা, ওরস, ফাতেহাকে না জায়েজই মনে করেন। এই দুই মাওলানা ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও মাওরানা আশরাফ আলি থানবী সাহেবদের মান্যকারী।

মহম্মদ জিয়াউল হক দেহলবী, মাদ্রাসা আমিনিয়া দেহলবী।

ভারতবর্ষে ওহাবী নাজদী মতবাদের নায়ক

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ঐক্য বদ্ধতাকে ধংশ করার জন্য ইংরেজদের আর্থিক সহযোগিতায় মুসলমানদের ধর্মের নামে লড়াইয়ের জন্য ওহাবী মাজহাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মৌলবী ইসমাইল দেহলবী তাকবিয়াতুল ইমান ১২৪০ হিজরীতে লিখিত করে। ইংরেজগন হিন্দুস্থানে ওহাবী মাজহাব প্রচার ও প্রসার করার জন্য মাওলানা ইসমাইল কে ক্রয় করে।তাকে ওহাবী মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব অর্পন করে। তখন মাওলানা ইসমাইল একটি নতুন দল নাজদী ওহাবী ফেরকা নামে প্রকাশ করে এবং তার লিখিত তাকবিরাতুল ইমান নামে কেতাব কোরআন ও হাদিসের অর্থকে পরিবর্তন করায় ওআম্বিয়া আউলিয়াদের শানে চরম বেয়াদবি ও কুফরী বাক্য প্রয়োগ করায় মুসলমানদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। সে সময় তার উক্ত কেতাবের বিরুদ্ধে প্রায় ৩০ এরও বেশী কেতাব প্রকাশ করেন উলামায়ে আহলে সুন্নাত।

১২৪০ হিজরীতে দিল্লির জামে মসজিদে ইমামুল মানতেকহযরত আল্লামা মুফতী ফযলে হক খায়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মুনাজারা করে ইসমাইল দেহলবীকে পরাজিত করেন। তৎসহ মাওলানা খায়রুদ্দিন আলায়হি রহমা রাজুমুস শায়াত্বিন নামক দশ খণ্ডে বিভক্ত তাকবিরাতুল ইমানের বিরুদ্ধে কেতাব প্রণয়ন করেন। ইহা ছাড়া মাওলানা ফযলে রাসুল বাদায়ুনীরাহমাতুল্লাহি আলাইহি কেতাব প্রণযন করেন। ইহা ছাড়াও বহু উলামায়ে কেরাম ও তার বিরুদ্ধে কেতাব লিখেন।

এই সমস্ত কারনে ইসমাইল দেহলবী ও তার পীর সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলীকে পাঞ্জাবে সারহান্দে সুন্নী মুসলমানগন বালাকোট নামক স্থানে ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করে। এই হত্যার কারন হল এই যে মৌলবী ইসমাইল ও তার পীর সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলী ওহাবী আকিদা প্রচার করতে চাইলে সারহান্দের সুন্নী মুসলমান গন তা গ্রহনে অস্বীকার করেন ও বিরোধীতা করেন। এই জন্য মৌলবী ইসমাইল দেহলবী কুফরের ফাতাওয়া দেয় এবং লড়াই শুরু করে। সেই যুদ্ধেই তাকে এবং তার পীরকে মুসলমানগন হত্যা করেন। তার হত্যার পর এই ওহাবী মতবাদ মৌলবী কাশেম নানুতুবী, মৌলবী আশরাফ আলি থানবী, মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মৌলবীখলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী ইলিয়াস কান্দুলবী, প্রভৃতি ব্যাক্তি গন ওহাবী মতবাদ প্রচার ও প্রসারের দাযিত্ব পালন করতে থাকে।

সংকলন– "এক মাজলুম মুফাক্কির"

এখানে স্মরন রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে মৌলবী ইসমাইল দেহলবী ও তার কেতাব তাকবিয়াতুল ইমানের মধ্যে রাসুলে পাকের শানে এ রকম অসম্মান সূচক বাক্য ব্যবহার করেছে যে তা শুনে দেওবন্দী মাওলানারাই চিৎকার করেছেন। যদি তার বেয়াদবী সূচক বাক্য দেখতে চান তাহলে দেওবন্দের ই মাওলানা আমীর উসমানী, সম্পাদক, "তাজাল্লিয়ে দেওবন্দ" এর বর্ণনা দেখুন। তিনি লিখেছেন যে– "আমি দেখেছি যে শাহ ইসমাইল শহীদ তাকবিয়াতুল ইমানে শিরক হতে বেঁচে তাকার অধ্যায়ে লিখেছেন, প্রত্যেক সৃষ্টি বড় হউক অথবা ছোট তা আল্লাহর শানের আগে চামার থেকেও বেশী নিকৃষ্ট"।

(তাজাল্লিয়ে দেওবন্দ, ফেব্রুয়ারী–মার্চ ১৯৫৭)

এই বর্ণনাতে ইহা পরিস্কার যে সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিযা কেরাম এক দিকে রেখেও সমস্ত নবী রাসুলগন এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ও চামার থেকেও নিকিষ্ট বলেছে। কি ভয়ানক, কঠিন বেয়াদবী! এই তাকবিয়াতুল ইমানে আরও কঠিন শব্দ ও আলোচনা আছে যা শ্রবনে মুসলমানদের রক্তাশ্রু ঝরাবে।যার আগুন ইসলামের মধ্যে এখনও প্রজ্জ্বলিত। আর, বলা যাবে না কতদিন জ্বলতে থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যখন মৌলবী ইসমাইল দেহলবী তার লেখা সমাপ্ত করে তার বন্ধু বান্ধবদের ডেকে তাকবিয়াতুল ইমান পেশ করলেন তখন দেওবন্দী মাজহাবের "আরওয়াহে সালাসা" কেতাবের লেখক এই কেতাবের মধ্যে ইসমাইল দেহলবীর মন্তব্য নকল করেছেন।– "এবং বললেন আমি কেতাব লিখেছি এবং আমি জানি এই কেতাবের মধ্যে কিছু জায়গায় কড়া শব্দ এসে গেছে উদাহারন স্বরূপ ঐ সমস্ত বিষয় যা শিরকে কাফী ছিল তা শিরকে জালী হয়ে গেছে"। (অর্থাৎ ইসলাম থেকে বাহির হওয়ার কথা হয়ে গেছে।)

সুতরাং উক্ত কেতাবের নিজস্ব উক্তিতেই প্রমানিত হয় যে ইহা কত ভয়ানক ঈমান ধ্বংশ কারী স্থায়ী জাহান্নাম তেরী করার কেতাব।

এ জন্য উলামায়ে আহলে সুন্নাত উক্ত কেতাব সমূহকে পড়া সাধারনের জন্য হারাম এবং উক্ত কেতাব সমূহের লেখক গনকে কুফরী বাক্য প্রয়োগ করার জন্য কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

তাবলিগী জামায়াত নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই ঃ–

উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফনগর জেলার কাসবায়ে তাওলীতে মাদ্রাসায়ে হোসাইনিয়া নামক একটি দেওবন্দী মাদ্রাসা আছে। সেখানে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী এক বিরাট জালসা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দেওবন্দী মতবাদের মাওলানাদের অধিকাংশ বিখ্যাত উলামাগন উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহন কারী প্রায় সমস্ত বক্তাগন তাদের বক্তৃতার মধ্যে তাবলিগী জামায়াতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ ভাবে মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ্ নামক এক দেওবন্দী মাওলানা তার বক্তব্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

দেওবন্দীদের মধ্যে তাবলীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে তার বক্তৃতা এত ভয়ানক ও গুরুত্ব পূর্ণ হয়েছিল যে "আল জামিয়াতুল প্রেস, দিল্লি" ওসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ নামে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। উক্ত পুস্তকের সংকলন কারী মৌলবী নুর মহম্মদ চান্দিনী নামে এক দেওবন্দী মাওলানা এবং তিনি মাস্টার আব্দুস সুবহান মেওয়াতীর ভক্ত ও বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি এবং তাবলিগী জামায়াতের একজন লিডার। মাওলানা আবুল হাসান নাদুবী এবং মৌলবী মোঃ ইউসফ এর জীবনি কারকগন তাকে জামায়াতের সর্দার ও আরবীর উস্তাদ বলে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত ভূমিকার পরে "ওসুলে দাওয়াত ও তাবলিগ" নামক পুস্তকটির বর্ণনা উপলব্ধির জন্য "মহানামায়ে দারুল উলুম দেওবন্দের" সম্পদকীয় কলাম লক্ষ করুন ঃ– "আমাদের নিকট ওসুলে দাওয়াত ও তাবলিগ নামে পুস্তকটি প্রেরিত হয়েছিল তার সমন্ধে অভিমত প্রকাশ করার জন্য। পুস্ত কটির লেখক মৌরবী আব্দুর রহিম শাহ, বারাটুনটি, সদর বাজার দিল্লি। তার অভিমত হচ্ছে উলামায়ে দ্বীন যারা কোরআন ও সুন্নাতের জ্ঞানে পারদর্শী ও অভিজ্ঞতা সম্পুর্ণ তারাই ইসলামী উম্মতের জন্য পথ প্রদর্শক ও সঠিক প্রচারক।তারপর তাবলীগ জামায়াতের অভ্যান্তরীন ক্ষতি কারক বিষয় গুলি প্রকাশ করেছেন। আমরা উক্ত পুস্তকের ব্যাপারে অভিমত এ জন্য বন্ধ রাখছি যে প্রথমে তাবলিগী জামায়াতের রক্ষক হযরতদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে তারা ইহার সত্যতা স্বীকার করছেন, না তার প্রতিবাদ করেছেন"।

(মহানামায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ পৃঃ ৪, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ খ্রঃ)

ঐ মাহনামায় পরের অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে– "উক্ত পুস্তক প্রকাশ করার কয়েক মাস অতিত হয়ে গেল এবং ইহার বিষয় বস্তু "আখবারুল জমিয়াত" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। তার পরেও তাবলিগী জামায়াতের পক্ষ হতে কোন জবাব দেওয়া হয়নি। এই চুপ থাকাটা জ্ঞানীদের নিকট চিন্তার বিষয়। আমরা মনে করি যদি চুপ থাকা টা স্থায়ী হয় তবে উক্ত পুস্ত কের লিপিবদ্ধ বিষয় গুলি জ্ঞানীদের নিকট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে"

(মহানামা দারুল উলুম দেওবন্দ, ঐ সংখ্যা)

মৌলবী আব্দুর রহীম যে আরোড়ন সৃষ্টি কারী বক্তব্য রাখেন তার গুরুত্ব পূর্ণ অংশটি মৌলবী নুর মহম্মদ চান্দিনী হুবাহু পরিবেশন করেছেন–

মাওলানা বক্তৃতার মধ্যে বিশেষ ভাবে বলেন যে সব রকম জ্ঞানী গনই কোরআন ও হাদিসের রক্ষনাবেক্ষন কারী। কতটা আহম্মক সে সব লোক যারা উলামাদের অসম্মান করে দ্বীনকে দুর্বল করছে।

বর্তমানে কিছু অনভিজ্ঞ লোক তাদের নতুন ধর্মের হিতাকাঙ্খিদের পক্ষ (তাবলীগি জামায়াতের) থেকে প্রকাশ হচ্ছে। মেওরাত এলাকা বিশেষ ভাবে তাদের শিকারে পরিনত।

ইহারা এমন লোক যারা কেবল ধর্ম সম্পর্কেই অনভিজ্ঞ নয় বরং তারা মুর্খ ও চরিত্র হীন। সমাজে তাদের কেউ ভাল দৃষ্টিতে দেখে না। (অসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ পৃঃ ৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নুর মহম্মদ চান্দিনী বণৃনা করেছেন উক্ত জামায়াতে তাবলিগী জামাযাতের চরিত্র কেবল মাত্র আব্দুর রহীম শ্াহ ই বর্ণনা করেন নাইবরং দেওবন্দী জামায়াতের অন্যান্য বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত বক্তব্যের স্বীকার ও করেছেন। চান্দিনী শাহ্ সাহেবই লিখেছেন– "আমি দেখেছি মৌলবী আব্দুর রহীম সাহেবের বক্তৃতায় সভার উলামাদের মধ্যে এমনই প্রতিকৃয়া সৃস্টি হয় যে তারপর সমস্ত বক্তা দের বক্তব্যের বিষয় বস্তু ইহাই হয়। আর পরে যারা আসেন সকলেই তাকে সমর্থন করেন। সভায় সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি হয় যে বক্তব্য আরও ২/৪ ঘণ্টা দীর্ঘ স্থায়ী করলেও কেউ চলে যাওয়ার কথা ভাবতো না। তার বক্তব্যের পর মাওলানা ফকরুল হাসান সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দ, মাওলানা আব্দুল আহাদ সাহেব, মুহাদ্দিসে দারুল উলুম দেওবন্দ, মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মরী সাহেব ভাষন দান করেন।ইহা ছাড়া বিখ্যাত আরও উলামায়ে কেরাম এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও সাহারান পুরের প্রচুর ছাত্র জালসাতে উপস্থিত ছিল। সাধারণ জনসাধারন ও হাজার হাজার সভাতে উপস্থিত ছিলেন। (অসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ পৃঃ ৫)

একটি দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনা

মৌলবী এরসাদ আহমাদ সাহেব, মুবাল্লিগে দারুল উলুম দেওবন্দ যিনি কাশবায়ে মোনীরে মুনাজেরা স্থলে তাবলিগী জামায়াতের পক্ষ হতে উকিল হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাবলিগী দেওবন্দীদের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি ছিলেন। বক্তব্য শোনার পর তার এতটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল যে তাবলিগী জামায়াতের বিরুদ্ধেই হাতিয়ার উঠাতে লজ্জা বোধ করেন নাই। যে ব্যাক্তি তাবলিগী জামায়াতের অনিষ্ঠতা ঢাকার জন্য মুনাজেরা তে চরম বেইজ্জতির বোঝা মাথায় নিয়েছিল, সেনিজেই আজ তার হাঁড়ি ছিদ্র করে দিল।

এখন চিন্তার বিষয় কাসবা মোনীরে যে তাবলিগী জামায়াতের বিরোধীদের বিরুদ্ধে তলোওয়ার উঠিয়েছিল সেই ব্যাক্তিই তাবলিগী জামায়াতের জালসার পর নিজ মত তাবলিগী জামায়াতের উপরেই তুলেছে, দুটো বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি তলোয়ার তার গর্দানেই পড়বে। দেওবন্দী জামায়াতের ইহাই বৈশিষ্ঠতা।

এত চালাকির সহিত তারা ইমান চুরি করে যে ব্যাক্তি বুঝতেই পারে না যে তার ইমান চুরি হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের অনিষ্ঠতা থেকে সোজা মানুষের ইমান রক্ষা করুন।

উক্ত জালসা কোন পক্ষপাতিত্ব মূলক বা কোন গোঁড়ামি ছিলনা। কেন না সেকানে তাবলিগী জামায়াতের ও দেওবন্দী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট উলামা এবং নেতা গন উপস্থিত ছিলেন। ইহা তাদেরই সমালোচনা, বিরুদ্ধাচারন ও চরম সিদ্ধান্ত। ইহা ছাড়া মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ্ দীর্ঘদিন তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মৌলবী ইলিয়াস ও তার সন্তানমৌলবী ইউসফের সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের কর্ম করেছেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পরিক্ষার ফসল।

দেওবন্দী মৌলবী আব্দুর রহীম শাহর তাবলীগি ত্যাগের কারন

মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ তাবলিগী জামায়াতের বিষয়ে নিজ মত পরিবর্তনের কারন এই ভাবে বর্ণনা করেছেন– "প্রায় ৫/৬ বৎসর ক্রমান্বয়ে মৌলবী ইউসফকে ইহার অভ্যান্তরীন অনিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছি এবং আমি ইহা বলেছি যে, হযরত যদি আপনি লক্ষ না করেন তাহলে উলামায়ে কেরাম বেশী দিন চুপচাপ থাকবে না। পরিনিতিতে কি অবস্থা হবে তার ফলাফল বলা যাবে না এবং তারা উপায় হীন ভাবে মোকাবিলা করবে"। (ওসুলে দাওয়াত, পৃঃ ৪১)

জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওযার পর কি ফল হয় তা তার নিজ ভাষাতেই শুনুন।– শেষ পর্যন্ত যখন তার কোন সুফল প্রাপ্ত হলাম না তখন আমি ইস্কেয়ার করলামও খুব দোওয়া করলাম। আলহামদুলিল্লাহ যখন আমার পূর্ণ বিশ্বস হল তখন আমি তাবলিগী জামায়াতের উপস্থিতিতে তাদের অনিষ্ঠতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করতে লাগলাম। যা মুসলমানদের জন্য বিষের পর্যায়ে পড়ে। (ওসুলে দাওয়াত, পৃঃ ৪৬)

তাবলিগী জামায়াতে ক্ষতি কারক নমুনা ঃ—

মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ ক্রমান্বয়ে ৬ বৎসর পর্যন্ত তাবলিগী জামাযাতের ক্ষতি কারক ও খারাবী চলনের দিকে জামায়াতে আমির মোঃ ইউসফ এর দৃষ্টি আকর্ষন করলেও তারা তাদের অপরাধ কর্মের কারনে চুপ করে থাকেন। তখন তিনি ইসতেখারা করার পর জামায়াত ত্যাগ করেন এবং তাদের অনিষ্ঠতা থেকে মুসলমানদের সাবধান করতে থাকেন। তার কিছু নমুনা দেওয়া হলঃ–

pdf By Syed Mostafa Sakib

১ম নমুনা ঃ– তাবলিগী জামায়াতের লোক যারা অনভিজ্ঞ তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোর্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। তারা এতদুর পোঁছেছে যে তাবলিগী ইজতেমা খুব জাক জমকের সাথে আদায় করেআর অন্য ধর্মী জালসার বিরোধীতা করে।

প্রতিটি এলাকায় জামায়াতের প্রচারকদের মধ্যে ইহা সাধারনে অভিযোগ। তারা বড় বড় আলেমদের ওয়াজ নসীহত তো শোনেই না বরং তাদের সমালোচনা করে। (ওসুলে দাওয়াত, পৃঃ ৪৪)

অর্থাৎ তাবলীগি জামায়াতের আমীরগন অহংকারে মত্ত থাকে যে তারাই দ্বীনের খেদমত করছে।আর যারা উলামায়ে দ্বীন কোরআন ও হাদিসের অভিজ্ঞ নতাদের অবহেলা ও সমালোচনা করেতাদের পৃতিই দ্বীনের ক্ষতি কারক জিনিস গুলি চাপিযে দিয়ে তাদের বেইজ্জতি করতে থাকে। আমীরগন আলেমে দ্বীন ব্যাতিত এক সতন্ত্র দ্বীন প্রচারক হিসাবে অহংকারে মত্ত থাকে। এবং সাধারন মুসলমানদের নিজ মত ও পথের গোলাম বানিয়ে এক নয়া ধর্ম প্রচার করতে থাকে। ইসলাম ব্যাতিত এক নয়া ধর্ম প্রচারই তাবলীগি জামায়াতের আসল চরিত্র।

২য় নমুনা ঃ–"যেখানে তাবলীগি জামায়াতের আধিপত্ত হয়েছে সেখানে উলামা ও মুদার্‌রেশ গনের বিরোধীতা করে খুব তাড়াতাড়ী তাদর হতে আলাদা করে দেয়। ইহার আলোচনা বিস্তরিত ভাবে করা যায় কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে তাদের ভূল পথকে প্রকাশ্যে দেখিয়ে দেওয়া যা গুপ্ত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্দেশ্য ইহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করা এবং অন্যান্য ব্যাক্তিদের বাঁচাতে চাওয়া।

(ওসুলে দাওয়াত, পৃঃ ৪৮)

৩য় নমুনা ঃ–"আমি কসম করে বলছি যে জামায়াতের এই মনোভাব নিরুপায় হয়ে দ্বীনের প্রয়োজনে প্রকাশ করছি। কেননা জাহেল মুবাল্লিগগন ওয়াজ নসীহত করতে আরম্ভ করেছেইহা শরীয়তে জায়েজই নয়। তারা অন্যান্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের তাওহীন করতে আরম্ভ করেছে। তাদের যারা পৃষ্টপোষক তাদের কে জানানো পরেও তারা বাধা প্রদান করে নাই এবং তারা নিজেরাও ইহা পরিত্যাগ করে নাই। সুতরাং এ রকম অবস্থায় দাযিত্ব পূর্ণ ব্যাক্তিদের কর্ম হচ্ছে তাদের গোপন উদ্দেশ্য জন সম্মুখে প্রকাশ করা। তাকে কেউ মান্য করুক অথবা না মান্য করুক।(ওসুলে দাওয়াত, পৃঃ ৫১)

৪র্থ নমুনা ঃ– ইহা চিন্তার বিষয় যে কোন ব্যাক্তি সার্টিফিকেট ছাড়া (সনদ) ছাড়া কেরানীর ও কাজ পেতে পারে না। কিন্তু তাবলিগী জামায়াতের মুবাল্লিগ গন দ্বীনকে এতটা সহজ মনে করে নিয়েছে যে যার যখন ইচ্ছা ওয়াজ নসীহত করতে খাড়া হয়ে যায়। কোন সনদের প্রয়োজন মনে করেনা। এ রকম অবস্থায় উদাহারণ হচ্ছে "নিম হাকিম খাতরায়ে জান আর নিম মুল্লা খাতরায়ে ঈমান। (ওসুলে দাওয়াত, পৃঃ ৫৪)

৫ম নমুনা ঃ–আমার মনে ঐ সমস্ত মুসলমানদের সম্মান যারা দ্বীন শিক্ষা করার জন্য বের হয় এবং নামাজী হয়ে ফিরে আসে উলামাদের সম্মান করে এবং নিজেদের গোনাহের জন্য অপরাধী মনে করে তারাই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু যদি তারা উলামা মুদাবরিস, মাদ্রাসা খানকাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অসম্মান করার চরিত্র নিয়ে ফিরে আসে তা হলে আমার নিকট এরকম পাঁচ ওয়াক্ত সহ তাহাজ্জদ আদায়কারী ও হয় তবুও তারা অন্যায় কারী অপরাধী। এ রকম তাবলিগী জামায়াতের নমাজীদের মুকাবেলায় ঐ সব বে নামাজী যারা উলামায়ে দ্বীনদের সম্মন করে এবং নিজেদের গোনাহের জন্য নিজেকে অপরাধী বলে সনে করে তারাই শ্রেষ্ঠ কেননা বেনামাজীর ক্ষতি নিজের জন্য আর ইহাদের ক্ষতি ও উলামায়ে দ্বীনেরে অসম্মান বংশানুক্রমে বিষ ছড়াবে। (ওসুলে দাওয়াত পৃঃ ৫৪)

৬ষ্ঠ নমুনা ঃ– এ কারনের আজ প্রতিটি জায়গায় দ্বিমত ও মতবিরোধের সৃষ্টি হচ্ছেযার সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের এলাকা মেওয়াতে হচ্ছে।মুসলমানদের সম্মান করা শিক্ষা দেওয়ার পর ও উলামাদের সম্মানের হানী করা হচ্ছে।এ সব ব্যাক্তিগন নিজ নিজ জ্ঞান ও আমলের কারনেআলাদা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। আপনারা খবরের কাগজে পড়েছেন যে ফিরোজপুর ছরকায় এক মৌলবী সাহেব কে লাঠি দিয়ে তারা জখম করেছে। এ ভাবে উস্তাজুল আসাতেজা শায়খে মেওয়াত হযরত মাওলানা আব্দুস সুবহান সাহেবের বড় ছেলে আব্দুল মান্নানসাহেবকে ঘিরে নিয়ে বলতে ছিল – মারো এ তাবলিগী বিরোধী। ইহা ছাড়াও আরও বহু ঘটনা হচ্ছে যা সাধারন সরল সোজা মানুষ কি খবর রাখে। এ অবস্থার কারনে অনেক পুরাতন মুবাল্লিগ তাবলিগী জামায়াত হতে পৃথক হয়ে গেছে বা পৃথক করে দিচ্ছে। (ওসুলে দাওয়াত পৃঃ ৫৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭ম নমুনা ঃ–আশ্চর্যের বিষয় হল যে যত বেশী তাবলিগী জামায়াতে নিকবর্তী হবে সে তত বেশী আলেম গন হতে দুরে সরে যাবে। ইহা কেন ? আর যারা দুই চার চিল্লা দিয়ে দিয়েছে তাদের উন্নতির কথা কত বলা যাবে তারা আলেম সমাজকে কিছুই মনে করে না। (ওসুলে দাওয়াত পৃঃ ৫০)

আর উহাই হচ্ছে আযাজিলী চরিত্রের অহংকার যা লক্ষ্য বছরের এবাদত কে বরবাদ করেছে। বুঝা যায়না তাবলিগী জামায়াতের নামাজী গন এধরনের তৈরী করে দ্বীনের কি কর্ম করছে ? এ ধরনের তাবলিগের প্রয়োজন কি ? যারা চরিত্রবান মানুষদের শয়তানের সম পর্যায়ে নিয়ে আসছে।উলামাদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করে নিজের নফসের গোলাম বানিয়েনফসের পূজারী তৈরী করার নিকৃষ্ট কর্মে নিযুক্ত রয়েছে ইহাই কি দ্বীনের খিদমত ? তারা ইহাকে দ্বনের তাবলীগ বলে দুনিয়া বাসীদের চোখে ধুলি দিয়ে ধর্মের যে বড় ক্ষতি করছে তা কল্পনা করা যেতে পারে না। নিঃসন্দেহে তাদের কর্ম ইমান দংশ কারীযা তাবলীগি জামায়াতের লোকেরা করে বেড়াচ্ছে।

মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ বিস্তরিত আলোচনার পর তাবলিগী জামায়াতের বর্তমান আন্দোলনের প্রতি আলোকপাত করেছেন যে শরীয়তে ইহার অবস্থা কি ?

তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা নিজেদের ইজতেমাতে বলে যে ইহা আম্বিয়াদের সুন্নাত। তাদের উক্ত দাবী কতদুর সত্য ? তৎসহ হাদীস পাকে তাবলিগের যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তাবলিগী জামায়াত কি উক্ত ফজিলতের হকদার। ইহা দেওবন্দী আব্দুর রহীম শাহ এর ভাষাতেই শুনুন–

৮ম নমুনা ঃ–এ বিষয়ে আমি তাদের কে অনুরোধ করব যে সমস্ত ব্যাক্তিরা তাবলিগীর ফজিলতের বিষয়ে কিতাব লিখেছেন যা তাদের তালিমে শোনানো হয়ইহা বিরাট ধোঁকা দেওয়া হয়। সাধারনতঃ মানুষেরা এ সমস্ত ফজিলতের লক্ষ্যতাবলিগী জামায়াতের আন্দোলন কে মনে করে। কিন্তু ইহা তাদের জোয়াচুরি। লেখক গনের উচিৎ যে ইহার পার্থক্য সৃষ্টি করা।যদি এই আন্দোলনকে সবচেয়ে উত্তম মনে করে ও সুন্নাত ভাবে তবে কোরআন হাদিসের আলোকে ইহার দলীল প্রমান করতে হবে। আর যদি ইহাকে সুন্নাত মনে করেতাহলে কি প্রথম হতে আজ পর্যন্ত সুন্নাত পরিত্যাক্ত ছিল ? তাহলে কি সমস্ত উলামা সালেহীন মুহাদ্দিসগনকে সুন্নাত পরিত্যাগকারী মনে করব ? আশ্চর্য তাদের ধোঁকাবাজী তাবলিগী জামায়াতকে সুন্নাতে নববীবলে আখ্যাযিত করে আর ইহার আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াস বলে প্রচার করে। ইহা কি করে সম্ভব ? (ওসুলে দাওয়াত পৃঃ ৫০)

ঐ প্রশ্ন যার কোন উত্তর নাই ঃ–

উক্ত আলোচনায় শাহ আব্দুর রহীম সাহেব এমন প্রকৃত বিষয়ের উপর প্রশ্ন উৎথাপন করেছেন যার সমাধান না করা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। তাবলিগী জামায়াতের মানুষেরা প্রচলিত তাবলিগের পদ্ধতির বিষয়ে একই মুখে দুই ধরনের আচরন করেন। এক দিকে বলে ইহা আম্বিয়া সাহাবাদের সুন্নাত।আবার অন্য দিকে দাবী করে ইহার আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াস। শাহ সাহেব তাদের বিরোধী উক্তিতে কয়েকটি প্রশ্ন উৎথাপন করেন।

১ম প্রশ্ন ঃ–যদি প্রকৃত ইহা আম্বিয়া ও সাহাবীদের সুন্নাত তাহলে শরীয়তে নির্ভর যোগ্য কিতাব হতে ইহা প্রমান করতে হবে আম্বিয়া ও সাহাবীগন মুসলমানদের মধ্যে কলেমা ও নমাজের জন্য এ ভাবে জামায়াত তৈরী করে গাস্ত করে বেড়াত।

২য় প্রশ্ন ঃ– যদি ইহা প্রমানিত হয় যে ইহা আম্বিয়া ও সাহাবীদের সুন্নাত তাহলে তবে এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হবে যে সাহাবীদের সময হতে আজ পর্যন্ত কী এ সুন্নাত পরিত্যাক্ত ছিল ? তবে কি ১৩০০ বৎসরের উলামায়ে কেরাম, ওলী আউলিয়া, মুহাদ্দিসগনকে সুন্নাত পরিত্যাগকারী হিসাবে আখ্যায়িত করব ?

৩য় প্রশ্ন ঃ–যদি এ দাবী সঠিক হয় যে বর্তমান তাবলিগী তরিকা ইহা আম্বিয়া ও সাহাবীদের সুন্নাত তাহলে এ দাবী একেবারেই ভুল যে মাওলানা ইলিয়াস এ তাবলিগের আবিস্কারক। আর যদি ইহা সঠিক হয় যে মাওলানা ইলিয়াস ইহার আবিস্কারক তাহলে এ দাবী ভূল যে ইহা আম্বিয়া ও সাহাবীদের সুন্নাত। যদি আম্বিয়া ও সাহাবীদের সুন্নাত তাহলে প্রকৃত আবিস্কারক তারাই হবেন, সেখানে মাওলানা ইলিয়াসের নাম আসবে না। আর যদি মাওলানা ইলিয়াসকে ইহার আবিস্কারক বলা হয় তবে ইহার পূর্বে তাবলিগী তারিকা ছিল না। যখন ছিল না তখন ভাঁওতা দিয়ে ইহা আম্বিয়া ও সাহাবীদের সুন্নাত বলা কি ঠিক ? যদি শাহ সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেনতবে সহজ সরল মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য কেননা ইহা প্রথম হতেই ভাঁওতাবাজী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা

মৌলবী এহতাসামুল হাসান এর সম্পর্কে আপনারা পড়েছেন তিনি মাওলানা ইলিয়াসের সম্পর্কে ভাই এবং প্রথম খলিফা। বাচ্চা থেকে বুড়ো হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ দিন তাবলীগ জামায়াতের নেতৃত্বে অতিবাহিত করেন। ওহাবী নাজদী হুকুমাতের সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের চুক্তি পত্রের সমস্ত ব্যাবস্থাপনায় তিনি ই ছিলেন। তিনি ইহার অনিষ্ঠতা উপলব্ধি করে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেন তা লক্ষ্য করুন। ওসুলে দাওয়াত তাবলিগের শেষ টাইটেল পৃষ্টায় "ইন্তেজার কিজিয়ে" নামক প্রচ্ছদপটে ভয়ানক লিখনী প্রকাশ হয়েছে। ইমান চোর তাবলিগী জামায়াত কে উলঙ্গ করে তার নিজস্ব কেতাব "জিন্দেগী কি সিরাতে মুস্তাকিম" এর শেষে "জরুরী ইন্তেবাহ" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

বর্তমান তাবলীগ জামায়াত আমার জ্ঞান বুদ্ধি মুতাবিক না কোরআন হাদিসের অনুরূপ না হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী ও হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এবং উলামা হক্কদের মাসলাকের অনুরূপ।যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম তাবলীগে অংশ গ্রহন করেছেন তাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ইহাকে কোরআন হাদিসের, আইম্মায়ে সালফ ও উলামায়ে হকের মসলাক অনুসারে করা।

কিন্তু বর্তমানে এই তারিকা (পদ্ধতি) কে বেদাতে হাসান ও বলা যাবে নাকারন তাতে কোরআন হাদিসের বিরোধী নিষিদ্ধ জিনিস মিশ্রিত হয়ে আছে।ইহা কোরআন হাদিসের মুতাবিক নয়। কিন্তু তারা আজও মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে চলেছে যে ইহা আম্বিয়াদের তারিকা, সাহাবীদের সুন্নাত, ইহা উত্তম ইবাদত,ইহা দ্বীনের গুরুত্বপুর্ণ কাজ। তাহলে শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্ঠতার মহামারী কার গর্দানে পতিত হবে ?"

মৌলবী এহেতেসামুল হাসানের উক্তির কোন উত্তর মৌলবী জাকারিয়া, শাইখুল হাদিস সাহারানপুর থেকে নিয়ে মৌলবী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নাই।

৯ম নমুনা ঃ–মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ সভাতে প্রকাশ করেছেন যে তাবলিগ জামায়াত এখন কোন ইসলামী আন্দোলন নয় বরং ইহা এক নতুন ধর্মে পরিনত হয়েছে। এই কারনেই তাবলিগ জামায়াতের লোকেরা নিজের বিরোধীদের কে মুসলমান বলে মনে করেনা। বরং তাদের কাফের ও মুরতাদ মনে করে। কারন তাবলিগী জামায়াতের মারকাজের প্রতি ঈমান আর তাদের নিকট ঈমানের স্তম্ভ।

আশ্চর্য কি বলব ? কিছুই ঝুঝতে পারছি না কখন থেকে তাবলিগী জামায়াতের মারকাজ ঈমানের মধ্যে দাখেল হয়েছে এবং তার বিরোধীগন কাফের হয়েছে। (ওসুলে দাওয়াত পৃঃ ৬১)

মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ উক্ত সভাতে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ইহা কোন ইসলামী আন্দোলন নয়, ইহা কোরআন হাদীস ছাড়া এক নতুন মত পথের আন্দোলন। ইহা তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিচার বিশ্লেষন করার ফলশ্রুতি।ইহা কোন দল মতের পক্ষপাত মুলক মন্ত ব্য নয়, ইহা তাবলিগী জামাতের মধ্যকার আপন লোকের মতামত।

আল্লামা প্রফেসর মাসউদ আহমাদ মৌলবী আব্দুর রহীম শাহ সাহেবের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার এ ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ–

১। তাবলিগী জামায়াতের মুবাল্লিগগন জাহেল এবং দ্বীনের অনভিজ্ঞ।

২। তাবলিগী জামায়াতের লোক দুঃচরিত্র। সমাজ তাদের ভালো দৃষ্টিতে দেখেনা

৩। তাবলিগী জামায়াতের জাহেল মুবাল্লিগ গনের শরীয়তের ওয়াজ নসিহত করার কোন অধিকার নেই।

৪। তাবলিগীগন তাবলীগ করার ব্যাপারে যতটা জোর দেয় তা সীমা লঙ্ঘন কারী।

৫। তাবলিগী জামায়াতের নেতৃবৃন্দ অন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান কে অবহেলা করে, নিকৃষ্ট মনে করে।

৬। উলামায়ে দেওবন্দ এর পক্ষ হতে বার বার বলার পরও তারা সংশোধন হয় নাই।

৭। নেজামুদ্দিন বস্তিতে বর্তমানের তাবলিগ আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে কোরআন হাদিসের অনুরুপ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮। তাবলিগী জামায়াতের কর্ম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ও উলামায়ে হক্কের মাসলাকের অনুসারী নয়।

৯। তাবলিগী জামায়াতের কর্ম প্রথমতঃ বেদাতে হাসনা বলা যেত কিন্তু এখন তার মধ্যে শরীয়তের বিরোধী বহু কর্ম প্রবেশ করেছে। তাকে এখন বেদাতে হাসনা তো বলা যাবেই না বরং ইহা বেদাতে সাইয়া হয়ে গেছে।

দেওবন্দীদের দৃষ্টিতে তাবলিগীদের কেতাব "তাবলিগী নেসাব"

তাবলিগী জামায়াতের কেন্দীয় নেতা ও দেওবন্দী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি শায়খুল হাদীস সাহারানপুর মাওলানা মোঃ জাকারিয়া "তাবলিগী নেসাব নামে" তাবলিগীদের তালিমের জন্য একখানা কেতাব রচনা করেন। এই কেতাবের অনিষ্টতার বিরুদ্ধে জনাব তাবেশ মহেদী (সম্পাদক আল ইমাম পত্রিকা দেওবন্দ) "তাবলিগী নেসাব এক তালেয়া" নামক একখানা পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেছেন। তাবলিগী জামায়াতের নিয়ম বা কানুন যে, তাবলিগী নেসাবছাড়া কেউ কোন কেতাব পাঠ করবে না। প্রতিদিন ইহা নিয়মিত পাঠ করতে হবে। দেওবন্দের অধিকাংশ মাওলানা গন জানতো যে এই কেতাবের মধ্যে এমন কিছু কথা বার্তা রযেছে যা প্রকাশ করা কোন মতেই সঠিক নয়। কিন্তু যে ব্যাক্তি উহা লিখেছে তার সঙ্গে দেওবন্দী সমপ্রদাযের গভীর সম্পর্ক ছিল। এ জন্য সকলে চুপ চাপ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনাব তাবেশ মাহতী সত্যকে গোপন না করে জন সম্মুখে তা প্রকাশ করে দেন। সাধারন মানুষের জন্য ইহা অনিষ্ঠতা ও পথভ্রষ্ঠতার কেতাব আকারে প্রকাশ করেন।

তিনি লিখেছেন– সাহসের সহিত দিল্লির এক কুতুব খানা, "মদিনা বুক ডিপো" যারা তাবরিগী জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। তারা একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের দ্বারা তাবলিগী জামায়াতের নেসাবের অনিষ্ঠতার উপর প্রয়োজনীয় টিকা লিখে তা প্রকাশ করে। তার জন্য তার বিরুদ্ধে তাবলিগের মারকাজ হতে হৈ চে শুরু হয়। এবং কুতুবখানা বয়কটের হুমকি দেয়।তারপর তারা কুতুবখানার বিরুদ্ধে একটি পোষ্টার ও প্রকাশ করে। প্রচার করে মুদনা বুক ডিপো কতে প্রকাশিত তাবলিগী নেসাব যেন কেউ না পড়ে। যেখানে পাবে তাকে নদীতে যেন ডুবিয়ে দেয়।

জনাব তাবেশ মেহদি তার লিখিত পুস্তক তাবলিগী নেসাব এক মুত্বালেয়া এর বিস্তারিত ভাবে তাবলিগী নেসাবের অনিষ্ঠতা এক করে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাবলিগী জামায়াতের নেতা মাওলানা জাকারিয়া সাহাবায়ে কেরামদের বেয়াদবী করেছে তাবলিগী নেসাবে।

বিখ্যাত সাহাবীয়ে রাসুল হযরত আনাস ইবনে নজর কে বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি নয় বলেছে। সেখানে তার পীর মুর্শিদ বিশিষ্ঠ সম্মানীত। তা ছাড়া নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তহমত দিয়েছে। একজন সাহাবীর পবিত্রতার বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তায়ালার ব্যাবস্থাপনায় ভূল ত্রুটি রয়েছে, নফলী ইবাদত কে জেহাদের উপর ফজিলত দিয়েছে। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করলেও মাসলা মাসায়েল পাঠের প্রয়োজনীয়তা নাই। কোরআন শরীফের আয়াতের অসম্মান প্রকাশ করেছে। উলামাদের সাহাবায়ে কেরামদের উপর সম্মান দান করেছে। জেহাদের গুরুত্বের উপর আক্রমন করেছে। প্রভৃতি ইসলামের খেলাপ বাক্য প্রয়োগ করে ইসলামের দুষমনী করেছে।

তাবলিগী নেসাবের লেখক মুসলমান নয়

জনাব তাবেশ মেহেদী তার তাবলিগী নেসাব এক মুত্বালেয়া পুস্তকের ১২৩ পৃষ্টায় লিখেছেন যে কাসান ইবনে হাই এর উদ্ধিতি দিয়ে তাবলিগী নেসাবের ফাযায়েলে সাদাকাতে ৪৭৯ পৃষ্টার ঘটনা টি কেতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সঙ্গে মিল নাই।এ ধরনের ধারনা কারীদের জন্য শরীয়তের ফাতাওয়া কি পাঠকবৃন্দ দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুরের মুফতী গনকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি (তাবেশ মাহদী) এ পর্যন্ত যত আলেম ও মুফতীগনের নিকট প্রশ্ন পাঠিয়েছি তারা ইহার উত্তর দিয়েছেন যে এ ধরনের ঘটনা বর্ণনা কারী মোমেন হতে পারে না।

অর্থাৎ দেওবন্দী মুফতীদেরই ফাতাওয়া যে তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া মোমেন মুসলমান নয়।

ভারতবর্ষে ওহাবী নাজদী ফেতনার আখড়া দেওবন্দী মাদ্রাসা

"১৫ই মহরম ১২৩৮ হিজরী ৩০শে মে ১৮৬৬ খ্রীঃ ইলহামের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক এলাকায় দেওবন্দী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোল্লা সাহেব সাত্তা মাসজিদে মাহমুদুল হাসান কে সামনে নিয়ে মাদ্রাসার কাজ শুরু করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাদ্রাসা শুরু হবার পর এটি বিভিন্ন মাসজিদে ও ভাড়া করা ঘরে চলতে থাকে। সাত আট বছর পর মাদ্রাসার নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। এই স্থান টি শহরের আবর্জনা ফেলার স্থান ছিল"।

(সাপ্তাহিক "কলম" ১১ই জুন ২০০৫, কারী তৈয়ব)

দেওবন্দী গনের সকলের মতামত যে ইহা ইলহামী মাদ্রাসা। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পৃথিবীতে হযরত আদম আলায়হিস সাল্লাম সরন দ্বীপে, মা হাওযা জেদ্দায়, আর শয়তান উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ নামক স্থানে পতিত হয়।) "দোযখের আজাব ও বেহেস্তের শান্তি"

– লেখক মাওলানা খন্দকার মোঃ বশিরুদ্দিন, প্রকাশনায় ঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী মগরা হাট, ২৪পরগনা, পৃঃ ৯৫)

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে এই ইলহাম ছিল শয়তানী ইলহাম। তাই শয়তানী ফেতনাবাহী কাম ভারতবর্ষে এখান হতেই প্রচারিত হয়।দেওবন্দী গন ইংরেজ রাজত্ব হতে ইংরেজের সাহার্য পুষ্ট হয়ে ইংরেজদের দালালী করে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করা ও দলাদলী সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত আছে। স্বপ্ন বা ইলহাম শরীয়তের কোন দলীল নয়। ইহা এক শয়তানী কৌশল।

নাজদী ওহাবীগন সমগ্র আরবে ফেতনার জাল বিস্তার করে, খুন হত্যা ধংসলীলা চালিয়ে ইংরেজ সরকারের দালালীতে দস্তখত লিখে দিয়ে যখন রাজত্ব কায়েম করে। সে সময় মাওলানা ইসমাইল দেহলবী তার চেলা হয়ে ওহাবীয়াত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদলবলে মুসলমানদের সঙ্গে জেহাদে লিপ্ত হয়। তার পরিনিতিতে ১২৪৬ হিজরী / ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ বালাকোটের ময়দানে তাকে ও তার পীর সাইয়েদ আহম্মাদকে মুসলমানগন হত্যা করে।

পীর তরিকত হযরত আশরাফ আলী মুজাদ্দেদী আলিমাবন্দী তাঁর "শেইখ নাজদী ও তার চেলাচামুণ্ডা" পুস্তকে লিখেছেন ঃ– ১২৪৬ হিজরী / ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ বালাকোটের ময়দানে ওহাবী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা ওহাবীয়াত প্রচার ও প্রসারের সাধ সমূলে ধংস হবার পরমাওলানা ইসমাইলের শয়তানী ভুত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেবের উপর গালিব হয়। নাজদী চামুণ্ডা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ইসমাইলী পথ পরিবর্তন করে মাদ্রাসা ভিত্তিক অতি সংগোপনে ওহাবীয়াত প্রসারের চিন্তা ধারা গ্রহন করে এবং সহপাঠি মাওলানা কাশেম নানুতুবিকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরনা দেয়। তাই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দ (দেওবন্দ মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চেলাদের ফন্দিফিকিরের উদ্দেশ্য গোপন রেখে মাদ্রাসার শক্তি সঞ্চয়, সমগ্র হানাফী সম্প্রদায়ের সমর্থন সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করে। মাওলানা কাশেম নানুতুবির পর মাওলানারশিদ আহম্মদ দারুল উলুম দেওবন্দের সেক্রেঠারী পদে অধিষ্ঠিত হবার পরহতে মাসলাকে হানাফিয়ায় অতি সংগোপনে ওহাবীয়াত ঢোকানো হতে থাকে। এবং ছাত্রদের মন মস্তিস্কে পূর্ব আকায়েদের উপর হালকা প্রতিবাদ এবং ওহাবিয়াতের অনুপ্রেরণা দেওয়া হতে থাকে। প্রথম দিকে উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে আকায়েদ এর অবস্থা তদ্রুপই ছিল। ওহাবীয়াতের উপর তত কঠোরতা ছিল না। ধীরে ধীরে উলামাদের মধ্যে ওহাবিয়াতের কঠোরতা বদ্ধমূল হয়। প্রথমে উলামায়ে দেওবন্দের নিকট যা মুস্কাহাব মুস্তাহাসান ছিল তা অদ্যাবধী হারাম নাজায়েজে পরিনত হয়েছে"।

সেই দেওবন্দী ওহাবী মাদ্রাসা ফেতনা বাজীর প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে।তারা ইংরেজের রাজত্বকাল হতে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এখনও তাদের দালালী করে চলেছে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে।বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফাতওয়া প্রদান করে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, মুসলমান সেজে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করেছে।

দেওবন্দীদের কয়েকটি জঘন্য ফাতাওয়া

মৌলবী ইসমাইল তার "এক রোজী" পুস্তকে লিখেছে– "আল্লাহ তায়ালার মিথ্যা বলা অসম্ভব ইহা আমি স্বীকার করি না"। অর্থাৎ তার কথা অনুসারে আল্লাহপাক মিথ্যা বলতে পারেন। আস্তাগফেরুল্লাহ !

মৌলবী কাশেম নানুতুবী তার "তাহাজিরুন্নাস" পুস্তকে লিখেছে ঃ–"হজরত রাসুলে করীম শেষ নবী ইহা সাধারণ লোকেদের ধারণা বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিদের মতে কাল অনুযায়ী অগ্র পশ্চাতে মুখ্যতঃ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তাঁর জামানায় বা তাঁর পরেও কোন নবী পয়দা হলে তার শ্রেষ্ঠত্বে কোন পার্থক্য আসবে না"। অর্থাৎ তার মতে নবীপাকের পরেও নতুন নবী পয়দা হতে পারে। আস্তাগফেরুল্লাহ !

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলবী খলিল আহম্মাদ তার "বারাহানে কাতিয়া" নামক পুস্তকে লিখেছে– "হুজুর রাসুলে কারীমের ইলম অপেক্ষা শয়তানের ইলম্ অধিক, সুতরাং শয়তানের ইলম্ অপেক্ষাহুজুরের ইলম্ কে অধিক কিম্বা সমান ধারনা করা শিরক"। "মাদ্রাসা দেওবন্দের আলেমগনের সংস্পর্শে এসে হুজুর রাসুলে করীম উর্দূ ভাষা শিক্ষা করেছেন"।

আস্তাগফেরুল্লাহ ! আস্তাগফেরুল্লাহ ! আস্তাগফেরুল্লাহ !

কত জঘন্য উক্তি দেওবন্দীগন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে করেছে।

মৌলবী আশরাফ আলি থানবী তার "হিফজুল ঈমান" পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় নবীপাকের জ্ঞানকে জায়েদ, আমর, পাগল, পশু-পক্ষী চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছে। আস্তাগফেরুল্লাহ !

উপরোক্ত দেওবন্দীদের উক্তি সমূহ বিশ্বাস করা তো দুরের কথা মনে মুখে উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

মৌলবী আশরাফ আলির মুরিদদের কলেমা হচ্ছে– " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলি রাসুলুল্লাহ"। আস্তাগফেরুল্লাহ ! (ইহা রেমালা অল ইমদাদে উল্লেখ আছে যা থানবী সাহেব সমর্থন করেছেন।)

মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তার "ফাতওয়ায়ে রাশিদীয়া" পুস্তকে লিখেছে যে হিন্দুদের হোলী দেওযালী ইত্যাদি পার্বনে পুরী কচুরী ইত্যাদি প্রসাদ খাওয়া ন্যায় সঙ্গত কিন্তু মহরম উপলক্ষে পানি পান করা, শরবত খাওয়া, ইমাম হোসাইনের সহীহ রওয়াত অনুসারে শাহাদত বর্ণনা করা হারাম। আস্তাগফেরুল্লাহ

ইহা ছাড়াও আরও বহু জঘন্য উক্তির কেন্দ্র দেওবন্দ মাদ্রাসা বা দেওবন্দী সম্প্রদায়। এখনও তারা এরকম ফাতওয়া প্রদান করছে যা মুসলমান কেন সাধারণ জনগনও তাদের ধিক্কার দিচ্ছে।

২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইমরানা কাণ্ডে এমন ফাতাওয়া প্রদান করেছেযে পত্র পত্রিকায় ইহ্কে দারুল উলুম না বলে দারুল জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তার ফাতাওয়াকে দশগজ মাটির নিচে পুঁতে দিতে বলেছে।

আবার কোরবানীর ব্যাপারে শরীয়তের বিপরীত কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে গরু কোরবানী না করার পরামর্শ দান করেছে। অর্থাৎ ইহা কোন ইসলামী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নয়। ইহা সৌদি ওহাকী আরব তথা আমেরিকার দালাল।

কোর্টে ওহাবী দেওবন্দীদের পরাজয়

১৯৪৬ খ্রীঃ ১২ই জুন আব্দুল হামিদ খান, সেরাজুল হক খান,হাবীবুল্লাহ খান, সর্ব সাকিন কসবা ভাদরাসা, জেলা- ফয়জাবাদ, আবেদন কারীগন সুন্নী মাওলানা হাশমত আলী খান এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা দাখের করে। মকদ্দমার অভিযোগ– "প্রতিবাদী মাওলানা হাশমত আলি খাঁন ইং ১৯৪৬ খ্রীঃ ৮ই জুন রাত নয় ঘটিকা হতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় মতবাদ সম্মন্ধে অযথা সমালোচনা করেন।এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি করার জন্য মৌলবী আশরাফ আলি থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী ইত্যাদি আমাদের আলেমগনকে কাফের, মুরতাদ, বেদ্বীন ইত্যাদি ঘোষনা করে চরম অবমাননা করেছেন। প্রতিবাদী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোক। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৯৭৮,৫০০,১৫৩ ধারা অনুযায়ী তিনি অপরাধী।

অতএব অপরাধীর অপরাধ সর্ম্পকে তদন্ত করা হোক।

মকদ্দমা বিচারের পর ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়

"প্রতিবাদী বলেছেন যে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুন তিনি ভাদরাসায় কোন বক্তৃতা করেন নাই।বাদীপক্ষ শপথ করে যা বলেছে সেরুপ কোন ভাষা তিনি কখনই প্রয়োগ করেন নাই কিংবা করতে পারেন না। বিবাদী অকাট্য ভাবে বলেছেন যে তিনি ৭ই জুনের পূর্বে কিছু বক্তৃতা করেছেন, তাতে তিনি বিভিন্ন পুস্তক যথা– হুসামুল হারামাইন, আসসাওয়ারিমুল হিন্দিয়া, প্রভৃতি পুস্তক হতে কিছু এবারত পাঠ করেছেন। সেই পুস্তক গুলিতে এই ওহাবী মৌলবী অর্থাৎ মৌলবী আশরাফ আলি থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী ইত্যাদি কে ইসলামী ফাতাওয়া দ্বারা বেদ্বীন, কাফের, মুরতাদ ও দেও এর বান্দা রুপে পরিগনিত করা হয়েছে।

প্রতিবাদী বক্তৃতায় কি বলা হযেছে এখন তাও দেখা যাক ঃ প্রতিবাদী যা বলেছেন সে সমন্ধে আবেদন কারীরা লিখিত ভাবে আরজিতে কিছুই পেশ করেন নাই।শুধু মাত্র তিন জন বাদী ও দুজন স্বাক্ষীর বর্ণনা রয়েছে যে প্রতিবাদী নিচের লিখিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ মৌলবী আশরাফ আলি থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী হচ্ছে বেদ্বীন, কাফের, মুরতাদ।

প্রতিবাদী ও স্বীকার করেছেন যে তিনি উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে এ রূপ উক্তি করেছেন কিন্তু সে এবারত ছিল অন্য রূপ। প্রথম নম্বর স্বাক্ষী বলেছে যে প্রতিবাদীর বক্তব্য কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্রতিবাদী যে ভাষাগুলি প্রয়োগ করেছে তা তার মৌখিক স্মরন আছে মাত্র এবং সামান্য কিছু বক্তৃতার ভাব ও মনে আছে। ঐ প্রথম স্বাক্ষীর বর্ণনা অনুযায়ী বক্তৃতার সময় প্রতিবাদী নিজের হাতে পুস্তক নিয়েছিলেন তা প্রতিবাদীর বর্ণনার সমর্থক।

প্রতিবাদীও স্বীকার করেছেন যে উক্ত মৌলবীদের বিরুদ্ধে তিনি উপরের লিখিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন কিন্তু সেই এবারত ছিল ভিন্নরূপ যা কয়েক খানা পুস্তকের বর্ণনা হ'তে সংগ্রহ করেছেন।

আমার ধারনা অনুযায়ী প্রতিবাদীর কার্য্যাদি সঠিক ছিলযাতে জনগন মাজহাবী কথা জ্ঞাত হতে পারেন। এই পবিত্র উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তকটির বর্ণনা সমূহ পাঠ করতে ছিলেন। এ জন্য প্রতিবাদীর কাজ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৫০০ নম্বর ধারায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না।

প্রতিবাদীর বক্তৃতার দ্বারা জনগনের মধ্যে উসকানী মূলক ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে বলে কিছু সংখক স্বাক্ষী বর্ণনা করে। কিন্তু প্রতিবাদীর বক্তৃতা শুনে বহু সংখ্যক (ওহাবী) লোক তার স্বধর্মাবলম্বী (সুন্নী) হয়ে যান, ইহার দ্বারা প্রমান হচ্ছে যে প্রতিবাদীর বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহি ছিল।

এই মোকোদ্দমায় এক অভিজ্ঞ মাওলানা আব্দুল ওফা শাজাহানপুরীকে পেশ করা হয়। প্রতিবাদী ধর্মীয় বিষয়ে নিজেই তাকে সুদীর্ঘ জেরা করেন। মাওলানা ওফা সাহেবের স্বাক্ষ্যকে মকদ্দমার স্বাক্ষ্য না বলে ধর্মীয় মুনাজেরা বলা অধিকার সঙ্গত।

উপরের ধারনা হতে এই ধারনা হয় যে ১৯৪৬ খ্রীঃ ৮ই জুন কোন ঘটনা ঘটেনি। যা বলা হয়েছে তা সম্পুর্ণ যোগসাজস পূর্ণ। প্রতিবাদীর পূর্বের বক্তৃতার দ্বারাই ওহবী ফরিয়াদীদের মনে আঘাত লেগেছিল। সুন্নী মুসলমানদের আকায়েদের উপরপ্রভাব বিস্তার করতেছে বলে ফরিয়াদী পক্ষ অগ্র পশ্চাদ বিবেচনা না করে তার বক্তৃতার কিছু অংশ নিয়ে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেছে।

আমার মনে হয় প্রতিবাদীকে তার নিজের জামায়াতে বদনাম করার জন্যই মোকদ্দমা দায়ের করেছে। কারন তিনি এক মাজহাবী প্রচারক। মকদ্দমা চলা কালীন তার বহু মুরিদ দেখা গেছে। আমি প্রতিবাদীকে (মাওলানা হাসমত আলিকে) ভারতীয় দণ্ড বিধির ৫০০, ১৫৩, ২৯৮ ধারা হতে অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালানো হয়েছে, আমি তাকে বেকসুর সাব্যাস্ত করছি এবং তাকে ২৫৮ নং ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী মুক্তি প্রদান করছি।

স্বাক্ষর–
মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ফয়জালাবাদ
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

অর্থাৎ মোকদ্দমার রায়েও প্রমানিত দেওবন্দী ওহাবী মৌলবীগন যথা মৌলবী আশরাফ আলি থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরবী কাফের, মুরতাদ ও বেদ্বীন। তারা কোর্টেও তাদের মুসলমান প্রমান করতে পারে নাই। দেওবন্দীগন পরাজিত হওয়ার পরেও সেশন কোর্টের জজের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু সেশন জজও (ফয়জাবাদ) ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রীঃ রায়ে উক্ত রায়ই বহাল রাখেন। অর্থাৎ দেওবন্দী ওহাবী নেতৃবৃন্দ ও মোলবীগন কাফেরই প্রমানিত হয়। আর তাবলিগী জামায়াতের শিক্ষা ও আদর্শ এই সব মৌলবী গনের শিক্ষায় প্রচারিত হয়।

তাবলিগী জামায়াত হাদীসের আলোকে ঃ–

প্রথমে আমরা জেনেছি তাবলিগী জামায়াতের সঙ্গে ওহাবীদের নিগুঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। নাজদী ওহাবীদের মত তাবলিগী জামায়াতের কর্ম ও ধর্ম ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা সাদা সরল মুসলমানদের আকিদা খারাপ করা। নাজদী ওহাবীদের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা।

তারা নিজেরাই নিজেদেরৰই পুস্তকে লিখিত রেখেছে। তারা নিজেদের ওহাবী বলে স্বীকার ও করেছে। এবং চরিত্র চলনে ও আকিদায় উভয়ের মিল ও আছে।এখন নাজদী ওহাবীদের সম্পর্কে গায়বের সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যতবানী শুনুন।–

pdf By Syed Mostafa Sakib

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে ইমাম বোখারী হাদীস নকল করেছেন যে একদিন হুজুরে আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাম ও ইয়ামানের জন্য দোওয়া করছেন–

"খোদাওয়ান্দ আমাদের জন্য আমাদের শাম ও ইয়ামানের জণ্য বরকত নাজেল করুন। (দোয়ার সময় নাজদের কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন,) তাঁরা আবেদন করেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্ , আমাদের নাজদের জন্য। তারপর হুজুর ইরশাদ করেন–

"খোদাওয়ান্দ আমাদের জন্য আমাদের শাম ও ইযামানের জন্য বরকত নাজেল করুন। দ্বিতীয়বার নাজদের লোকগন আবেদন করেন– আমাদের নাজদের জন্য, ইয়া রাসুলাল্লাহ্। রাবীর বর্ণনা তৃতীয়বার হুজুর বলেনযে উহা ভূমিকম্প এবং ফেতনার জায়গা এবং ঐ স্থান হতে শয়তানের শিং বের হবে"। সাধারণ ভাবে "কারনুশ্ শয়তান" মানে শয়তানের শিং। কিন্তু দেওবন্দীদের মেসহাবুল লোগাতে ইহার অর্থ করা হয়েছে, শয়তানের ফয়সালার অনুসরনকারী। সুতরাং এই হাদীস অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে নাজদ্ কোন খায়র ও বরকতের জায়গা নয়। ইহা ফেতনা ও খারাবীর জায়গা। কেননা দয়ার নবীর দোওয়া হতে বঞ্চিত এবং ফেতনার জায়গা হতে চিহ্নিত। আর নবীপাকের পবিত্র বাক্য অবস্যাম্ভাবী হবেই। নাজদ্ মদিনা হতে পূর্বে অবস্থিত। মুসলীম শরীফের হাদিসে পূর্ব দিকে অর্থাৎ নাজদের দিকেই ইশারা ফেতনার জায়গা নির্দেশ করেছেন।

২। সাইয়েদী আল্লামা দাহালান রহমাতুল্লাহ আলাইহি দাররুস সানীয়াতে হাদীস নকল করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পূর্ব দিক হতে কিছু লোক প্রকাশ হবে যারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের গলার নিচে নামবে না। সে সব লোক ধর্ম থেকে এরকম ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাতের নিদৃষ্ট চিহ্ন হবে মাথা নেড়া" (পৃঃ ৪৯)

৩। হযরত আবু সায়িদ খুদরী এবং হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন যে হুজুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–আমার উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ ও ভেদাভেদের সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় এক দল লোক প্রকাশ হবে, যাদের কথা মিষ্টি ও নম্র হবে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ও গোমরাহী।

তারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের গলার নিচে নামবে না। তারা ধর্ম থেকে এরকম ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ধর্মে ফিরে আসার আর ভাগ্য হবে না যেমন তীর ধনুকে ফিরে আসে না। তারা চরিত্রে খারাবীতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে। তারা মানুষদের কোরআন ও ধর্মের দিকে আহ্বান করবে কিন্তু দ্বীনে তাদের কোন সম্পর্কই থাকবে না। যারা তাদের সঙ্গে লড়াই করবে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন – ইয়া রাসুলুল্লাহ, তাদের চিহ্ন কি ? তিনি বলেন – মাথা নেড়া। (মেশকাত ৩০৮ পৃঃ)

উপরের হাদীস পাক হতে আমরা নিশ্চিন্ত হব যে সেই জায়গা, ফেতনা, শয়তানের অনুসরণ কারী পৃথিবীতে কোন দল ?

কিন্তু হাদীস পাক অধ্যায়ন করলে ও বিচার বিশ্লেষন করলে আমরা অবশ্যই পাবো যে সেই দল ফেতনা বাজী নাজদী ওহাবী এবং তাদের অনুসরন কারী তাবলিগী জামায়াত। যাদের অত্যাচারে পৃথিবীর মুসলমান আজ জর্জরিত, নিপীড়িত।

৪। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– ইসলামের ভিত (বুনিয়াদ)পাঁচটি জিনিসের উপর সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মহম্মদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, নামাজ পড়া, জাকাত দেওয়া, হজ্জ করা ও রমজান মাসের রোজা রাখা। (বোখারী)

প্রত্যেক মুসলমান ই জানেন ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, ও জাকাত।

কিন্তু তাবলিগী জামায়াত যে নতুন ধর্ম তৈরী করেছে তার অসুল ছয়টি যথা কলেমা, নামাজ, রোজা, তাসহিয়ে নিযত, ইকরামুল মুসলেমীন ও নাফরুন ফি সাবিলিল্লাহ। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ব্যাতিত তারা নতুন ধর্ম প্রচার করছে। আর মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে মুসলমান সেজে মুসলমানদের খাস ইবাদত ঘরকে রান্না ঘর বানিয়ে ইসলামের বুনিয়াদকে ধংশ করে চলেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফোকাহে কেরামের দৃষ্টিতে
ওহাবী দেওবন্দী ও তাবলিগী

১। মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাখযানে ইলম ও হিকমত ইমামে আহমাদ রেজা বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে ওহাবী দেওবন্দী।

ইমামে আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সময় কালে ভারতবর্ষে বহু ফেতনার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বিশেষ করে ওহাবী দেওবন্দী ফেতনা অন্যতম। এ সব ফেতনার বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে জেহাদ করে গেছেন। তিনি ওহাবী ফেতনার বিরুদ্ধে প্রায় ২০ খানা কেতাব প্রণয়ন করেন। দেওবন্দী সর্দার মৌলবী আশরাফ আলি থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মির্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানী তাদের কুফরী আকিদার জন্য প্রতিবাদ করে চিঠি পত্র প্রেরণ করেন কিন্তু তারা সংশোধন না হওয়ায় তিনি তাদের আকিদাবন্দী লিখে মক্কা মদিনার মুফতী গনের নিকট প্রেরণ করেন। মক্কা মদিনার মুফতীগন ১৩২৩ হিজরীতে দেওবন্দী উক্ত মৌলবীদের কুফরের ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং আরও বলেন যারা তাদের কাফের হওয়াতে সন্দেহ প্রকাশ করবে তারাও কাফের হবে। উক্ত ফাতাওয়া গুলি হুসামুল হারামাইন পুস্তকে একত্রিত করা হয়েছে।

উক্ত ফাতওয়াকে সমর্থন করে ভারতবর্ষের ২৬৮ জন মুফতী ফাতোওয়া প্রদান করেন যা আসসাওয়া রিমুল হিন্দিয়া নামক পুস্তকে একত্রিত আছে।

আলা হযরত ও তার ইনসাইক্লোপোডিয়া কেতাব ১২ খণ্ডে বিভক্ত ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার মধ্যে এই ফাতাওয়ার সমর্থনে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। বলেছেন ওহাবী দেওবন্দী মতবাদ পোষন কারী গন কাফের ও মুরতাদ। তাদের সঙ্গে চলাফেরা করা, বিবাহ দেওয়া, সালাম করা, তাদের জানাজা নামাজ পড়া, তাদের ইমাম করা নিষিদ্ধ হারাম।

তাদের কুফরী আকিদার কেতাব সমূহ যেমন তাকবিরাতুল ইমান, তাহাজিরুন্নাস্, হিফজুল ইমান, বেহেস্তী জেওর পড়া সাধারনের জন্য হারাম।

২। ফাকিহে মিল্লাত ওসতাদুল উলামা হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন–

মৌলবী ইলিয়াসের আকিদা ছিল মৌলবী আশরাফ আলী থানবীর আকিদার অনরূপ। আর মৌলবী আশরাফ আলী থানবীর আকিদা ছিল কুফরী। যেমন তার লিখিত কেতাব হিফজুল ইমান এর ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ। যার জন্য মক্কা মদিনার মুফতী গন এবং ভারতবর্ষের সহস্রাধিক উলামা এবং মুফতীগন তাকে কাফের ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। যা হুসামুল হারামাইন ও আস্সওয়া রিমুল হিন্দিয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ফাতাওয়াতে আরও লিখিত আছে, যে কাফের হওয়াতে সন্দেহ প্রকাশ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। আর মৌলবী ইলিয়াসের তাবলিগী জামায়াতের উদ্দেশ্য হল মৌরবী আশরাফ আলী থানবী ও মৌলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী প্রভৃতি দেওবন্দী মৌলবীদের কুফরী শিক্ষা প্রচার ও প্রসার এবং আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মুসলমানদের ওহাবী দেওবন্দী তৈরি করা। এজন্য তাবলিগী জামায়াত তৈরী করা বা অনুসরণ করা না জায়েজ। তাদের চিল্লাতে যাওয়া, ইজতেমায় অংশ গ্রহন করা, তাদের সঙ্গে গাস্তে যাওয়া না জায়েজ। কেন না এ ঈমান ধংশকারী বিষ। তাদের লিখিত তাবলিগী নেসাব, যা তারা সব সময় পাঠ করে থাকে ইহার মধ্যে বহু নাজায়েজ কথা লেখা আছে, যতিও তার সাথে কোরআন ও হাদীসের কিছু আলোচনাও আছে। কিন্তু বদ মাজহাবের পথভ্রষ্ঠদের নিকট হতে কোরআন হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা করা নিষেধ ও না জায়েজ। তারা বাহ্যিক ভাবে কলেমা ও নামাজের তাবলিগ করে কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের মুসলমানদের ওহাবী তৈরী করা। এই জন্য তাবলিগী জামায়াতে অংশ গ্রহন করা না জায়েজ ও হারাম। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল)

৩। তাজুল মিল্লাত ও শরীয়ত ফকিহে আজম হযরতআল্লামা মুফতী মোঃ আখতার রেজা খাঁনকাদেরী আজহারী বেরেলবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী বলেছেন– তাবলিগী দেওবন্দী জামায়াতের লোকেরা ভয়ানক। তারা সুন্নী মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েনিজেদের আকিদার অনুসারী তৈরী করতে চায়। তাদের তাবলিগ দ্বীনি তাবলিগ নয়।

তাদের জামায়াতে যাওয়া ও অংশ গ্রহন করা কারাম ও কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।তাদের নিকট হতে সুন্নী মুসলমানদেরকে দূরে থাকা অবশ্যই জরুরী। তাদের ইজতেমায় পুরুষ নারী সকলেরই উপস্থিত হওয়া নিষেধ। তাদের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন "তাবলিগী জামায়াত" ও "তাবলিগী জামায়াত কা ফেরেব"

pdf By Syed Mostafa Sakib

(মাজমুয়া ফাতাওয়ায়ে মারকাজী দারুল ইফতা)

৪। ওমদাতুল মুহাক্কিকিন হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ হাবিবুল্লাহ নায়িমী আশরাফী ভাগলপুরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন–

কোন ওহাবী, দেওবন্দী, গায়ের মুক্কালিদ, মাওদুদী, রাফেজী, খারেজী বা কোন বদ আকিদা ব্যাক্তির পিছনে নামাজ পড়া বা ইমাম করা কখনই জাযেজ নয়। তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না। বিশেষ করে কোন তাবলিগী জামায়াতের সম্মান করা, ইমাম তৈরী করা তাদের মাদ্রাসায় ছেলেদের পড়ানো সবই নিষেধ। (ফাতাওয়ায়ে আফজালুল মাদারিস)

৫। শাহজাদায়ে আলা হযরত ইমামুল ফোকাহ মুফতী আজম হিন্দহযরত আল্লামা শাহ আবুল বরকত মহম্মদ মোস্তফা রেজা খাঁ কাদেরী নুরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু লিখেছেন–

ওহাবী দেওবন্দী কাদীয়ানী দের সঙ্গে মেলা মেশা করা ও যে কোন সম্পর্ক রাখা হারাম।যারা তাদের বদ আকিদা জানার পরও সম্পর্ক রাখবে তারা হারাম কর্ম করবে এবং গোনাহগার হবে। ওহাবীগন তাদের খাবীস আকিদার জন্য ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। তাদের বিষয়ে হুকুম হল মুরতাদের হুকুম। মুসলমানদের মসজিদে আসার তাদের কোন অধিকার নেই। তাদের বাধা দিতে হবে , যদি তারা বাধা না মানে তবে সরকারের সাহায্য নিয়েতাদের মসজিদ আসতে বাধা দিতে হবে। সমস্ত বদ মাজহাব ও বদ আকিদার পিছনে নামাজ পড়া হারাম। সমস্ত সুন্নী মুসলমান তাদের চক্রান্ত থেকে ঈমানকে রক্ষা করুন। (ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবিয়া)

৬। সাদরুশ শারিয়াহ ফকিহে আজম হিন্দ আল্লামা মুফতী আমজাদ আলি ক্বাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন–

ওহাবী দেওবন্দী ও সমস্ত বদ মাজহাব থেকে দুরে থাকা প্রয়োজন। কারন ইহারা ঈমানের শত্রু। আর ঈমানের শত্রুই সবচেয়ে বড় শত্রু। মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী, নিজ নিজ পুস্তকে কুফরী বাক্য লিখার জন্য ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। অর্থাৎ কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে। তাদের লিখিত বই যেমন হিফজুল ইমান, তাহাজিরুন্নাস, তাকবিরাতুল ইমান, সিরাতে মুস্তাকিম, বারাহিনে কাতিয়া, বেহেস্তি জেওর,ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া হতে সাবধান।

সাধারন মানুষদের জন্য ইহা পড়া ও পড়ানো দুইই হারাম। তাদের সঙ্গে মেলা মেশা , উঠা বসা, খাওয়া পিয়া, হারাম। তাদের ইমাম করা , জানাজার নামাজ পড়া হারাম। মোট কথা সুন্নী মুসলমানদের এ রকম বদ মাজহাবের লোকেদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ইহা ইমানের হেফাজত।

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া)

৭। সুবিখ্যাত চিন্তাবিদ হজরত আল্লামা মুফতী মুহাদ্দিস মহম্মদ আযম সাহেব কেবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী (শাইখুল হাদীস, মাজহারে ইসলাম, বেরেলী শরীফ) বলেছেন– ওহাবী দেওবন্দীগন তাদের কুফরী আকিদার কারনে ঈমান অর্থাৎ কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে। তারা মুরতাদে আসলী কাফের থেকেও নিকৃষ্ট। তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা হারাম্তাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া, ইমাম করা, বিবাহ শাদী দেওয়া,মেলা মেশা, খাওয়া, পান করা, দোস্তি রাখা কঠিন নিষেধ। (ফাতাওয়ায়ে দামানে মুস্তফা)

৮। মালেকুল উলামা আবুল বরকত মুমতাজুল ফোকাহ খলিফায়ে আলা হযরত আশেকে নবী হযরত আল্লামা মুফতী মোঃ জাফরুদ্দীন ক্বাদেরী রেজবী আলায়হির রহমা লিখেছেন–

মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবনাজদীদের অনুসারীদের কে ওহাবী বলা হয়। সে আরবী ভাষাতে কেতাবুত তাওহীদ নামে একটি পুস্কক লিখে, যার মধ্যে নিজ ধারনা ও আকিদা লিপিবদ্ধ করেছে। আর মৌলবী ইসমাইল দেহলবী উর্দূ ভাষাতে তার অনুবাদ তাকবিরাতুল ইমান লিপিবদ্ধ করে। যে সকল লোক উক্ত কেতাবের অনুযায়ী আকিদা রাখে এবং তার মসলাকে সঠিক মনে করে তারা সকলেই ওহাবী। হিন্দুস্থানের মধ্যে তারা দুদলে বিভক্ত হয়েছে। একটি দল আকিদা ও আমলে মহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ও মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর হু-বাহু অনুসারী তাদের গায়ের মুকাল্লিদ বলে। দ্বিতীয় দলযাদের আকিদা তার মাজহাবের মতই কিন্তু বাহ্যিক ভাবে নকল হানাফী সেজে কাজ করছে তাদের দেওবন্দী বলে।ওহাবী ও দেওবন্দীগন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শানে কঠিন তাওহীন ও তানকীস শব্দ লিখে প্রকাশ করেছে। যার কারনে মক্কা মদিনা শরীফের মুফতীগন দেওবন্দী লিভার মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী কাশেম নানুতুবি, মৌলবী খলিল আহমাদ আম্বেঠি, মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহীদের কে কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতাওয়া প্রদান করেছে। (দেখুন হুসামুল হারামাইন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবী এবং সমস্ত বদ মাজহাবের লোকের সঙ্গে মেলা মেশা রাখা শরীয়ত মোতাবিক না জায়েজ। তাদের নিকট হতে দূরে থাকা ও তাদের দূরে রাখা জরুরী যেন তারা তোমাদের পথভ্রষ্ঠ করতে না পারে এবং ফেতনার মধ্যে না ফেলে দেয়। (ফাতাওয়ায়ে মালেকুল উলমা)

৯। প্রফেসার আল্লামা ডক্টর মোঃ মাসউদ আহমদ মুজাদ্দেদীর দৃষ্টিতে–

উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের যে মত বিরোধ তা আকায়েদের কারনে। উলামায়ে দেওবন্দ এমন কিছু কথা বার্তা বলেছেতা ইসলামের বিশ্বাস বা আকিদার উপর আঘাত হেনেছে। আর বর্তমান প্রচারিত তাবলিগী জামায়াতের বুনিয়াদ মৌলবী আশরাফ আলী থানবীর মতবাদের অনুসারী ও অনুকারী।এ জন্য উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের মতবিরোধ। তিনি তাবলিগী জামায়াতের বিরুদ্ধে কেতাব ও প্রনয়ন করেন।

১০। উস্তাজুল উলামা হযরত আল্লামা মুফতী জাইশ মহম্মদ সিদ্দিকী বারকাতী শায়খুল হাদীস আল জামিয়াতুল হানাফিয়া, জংগপুর, নেপাল– তিনি বলেছেন–

ওহাবী দেওবন্দী দল ইসলাম থেকে খারেজ। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম।তাদের কুফরী আকিদার কারনে ও তাদের হিফজুল ইমান, তাহাজিরুন্নাস, বারাহানে কাতিয়া প্রভৃতি কেতাবের কুফরী বাক্য গুলি পড়ার পর মক্কা মদিনার মুফতীগন তাদের কাফের ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। আরও ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করা, মেলা মেশা করা, তাদের হাতের জবেহ করা গোস্ত খাওয়া, তাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া, তাদের জানাজার নামাজ পড়া মোট কথা তাদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক করা হারাম। কেননা তারা জরুরাতে দ্বীন অস্বীকার কারী এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহুআলায়হি ওয়া সাল্লামের গোস্তাখ্কারী। যেমন হুসামুল হারামাইন কেতাবের ১৪৮ পৃষ্ঠায় আল্লামা জামাল বলেছেনযে পথভ্রষ্ঠকারী নতুন আবিস্কৃত সম্প্রদায় কাদিয়ানী, দেওবন্দী ও ওহাবীগন। তাদের কথা বার্তা একে বারেই নিকৃষ্ট। তারা নিজের কথাতেই নিজে কাফের ও মুরতাদ হয়েছে। গোলাম আহমাদ কাদিয়ান, রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, খলিল আহমদ আম্বেঠি, আশরাফ আলী থানবী কাফের ও পথভ্রষ্টকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আল্লামা আজিজ মালেকী উক্ত ফাতাওয়ার ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে নব আবিস্কৃত সমপ্রদায়ের কাফের হওয়াতে কোন ন্দেহ নাই। বিশ্বাসের সাথে, ইজমার দিক হতে, এবং কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে। হযরত আল্লামা ওমর ইবনে হামদ উক্ত কেতাবের ১৯০ পৃষ্টায় লিখেছেন গোলাম আহমাদ কাদিয়ান, রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, খলিল আহমদ আম্বেঠি, আশরাফ আলী থানবী শেষ জামানার দাজ্জাল কাজ্জাব, খবিস মালাউন। তাদের কাফের হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। ইসলামী বাদশার জন্য ওয়াজেব তাদের কোতল করা। সুন্নী মুসলমানদের উচিৎ এ সমস্ত দল বা সম্প্রদায় হতে দূরে থাকা।

(ফাতাওয়ায়ে বারাকাত)

১১। পীরে তরিকত হযরত মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান মুজাদ্দেদী আলীমাবাদী, সিউড়ি রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন–

ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হইয়াছে যে, নাজদী সরকারের অর্থ দ্বারা তাবলিগী জামায়াত পরিচালিত। দেওবন্দী তাবলিগী আওতাভুক্ত আমাদের দেশের মাদ্রাসা গুলিকে নাজদী সরকার লাখ লাখ টাকা অনুদান দিতেছে। অথচ অন্য মাদ্রাসা গুলিকে নাজদী সরকার একটি পয়সা ও দেয় না। ইহা কেন হইবে ? সকল মাদ্রাসায় তো দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হয়। তাবলিগের নেতারা হাজার হাজার টাকা নাজদী ওহাবী সরকারের নিকট হইতে পাইতেছেন। আর অন্য তাবলিগীরা চার চেল্লায় আউলিয়া হওয়ার আশার বানী শুনিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হাড়ি হাণ্ডা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ চরিত্র সংশোধনের কোন কথাই নাই। তাবলিগীদের নিকট আউলিয়া হওয়া খুবই সহজ।

নির্বোধ তাবলিগীরা বলে আমরা সুদ্ধ ভাবে কলেমা পড়া শিক্ষা দিই।যেমন কলেমা তৈয়বের লা শব্দে টান দিলে অর্থ হইবে নাই, আর উহাকে টান না দিরে অর্থ হইবে আছে। সাধারণ লোকেরা সেই লা শব্দে টান দেয় না তজ্জন্ন উহার অর্থ দাড়ায় আল্লাহ ছাড়া মামুদ আছে। কিন্তু তাহা কুফরী কালাম। নির্বোধরা ইহা বোঝে না যে অন্তরের ভাবই মুক্তির পাথেয়। ঈমানের মূল, সাধারণের জন্য উচ্চারণের ভুল কোন কথাই নয়। কোন মুসলমানের অন্তরে এই ভাব আছে কি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ আছে ?

অবশ্য বিশুদ্ধ উচ্চারণ উত্তমের উত্তম তজ্জন্য কি কোরআন ও হাদিস মোবারকায় নাজদী তাবলিগী দিগকে ভার দেওয়া হইয়াছে ! বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার ? মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষক গন ও মাসজিদের ইমাম গন তো সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছে।বরং উহাদের দ্বারাই সেই কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। যদি তা না হয় তবে সকলের আগে দেওবন্দী মাদ্রাসাগুলি তুলিয়া দেওয়া হউক।

আজ এখানে তাবলিগীদের ইজতেমা কাল সেখানে তাবলিগীদের ইজতেমা। ইহার কারন হইতেছে আল্লাহর রাসুলের লানত প্রাপ্ত নাজদী ওহাবী মতে অজ্ঞ সাধারণ লোকদিগকে ডোবাইয়া দেওয়ার চক্রান্তকারী সংস্থাকে জোরদার করা।

কেহ হয়তো বলিবে মেওয়াত (বিহারের) এলাকায় নানা প্রকার ঝগড়া ঝাটিবা অঘটন ঘটিলেও আমাদের এলাকায় সেরূপ ঘটিতে দেখা যায় না।কাজেই মেওয়াতের ঘটনা আমাদের উপর প্রযোজ্য নয়।আমরা বলিব এই এলাকার তাবলিগীরা আজাজিল ফন্দিতে কাজ করিয়া যাইতেছে।

যে গ্রামে সামান্য কোন কারনে বিরোধ ঘটিয়াছে সেই স্থানে তাবলিগী নেতা দিগকেএকটি পক্ষকে সমর্থন করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিতে সততই দেখা যায়। আবার বহু গ্রামে তাহারাই মারামারী কেশাকেশী লাগাইয়াও থাকে, উহার নজীরের অভাব নাই। আল্লাহ তাবারক তায়ালা তার প্রিয় হাবিবের ওয়াস্তে মুসলমানগনকে এই ধর্মীয় দুর্দিনে রক্ষা করুন, আমিন।

উপরুক্তি ইসলামের তরিকা, ফোকাহে কেরাম, মুফতী মুহাদ্দেসগনের দৃষ্টিতে আমরা অবগত হলাম যে তাবলিগীগন ইসলাম ধর্মের প্রচারক ব প্রসারক নয়। তারা ভাঁওতা দিয়ে তাদের কুফরী আকিদা অ-ইসলামিক ক মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে চলেছে।

তাদের জাল থেকে ঈমান রক্ষা করা আমাদের ঈমানী কর্তব্য ॥

নামধারী তাবলিগীদের শিক্ষা ও তাদের চিল্লা সম্পর্কে ফাতাওয়া

প্রশ্নঃ—কি বলেন উলামায়ে দ্বীন এ সমন্ধে ওয, হিন্দুস্থানের তাবলিগী জামায়াতের প্রকৃত পরিচয় এবং আকিদা কেমন ? তাদের সঙ্গে তাবলিগের নামে চিল্লাতে বের হওয়া এবং তাদের শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করা কেমন ? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

ইতি-দানিয়েল ও শাকির বক্স
টেলিফোন নং–০৬-২৮৬৭৫৫৯১
তারিখ ১লা রবিউল আওয়াল ১৪২২ হিজরী

উত্তর ঃ—হিন্দুস্থানের তাবলিগী জামায়াত ওহাবী দেওবন্দীদের সাহায্যকারী একটি শাখা। যার আন্দোলনকারী থানা জোনের গুরু এবং চিল্লঅর প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইরিয়াস কান্দোলবী। এই নামধারী জামায়াতের উদ্দেশ্য নামাজ ও রোজার আড়ালে ওহাবী ও দেওবন্দী প্রচার। তাদের আকিদাবলী বাতিল ও ভ্রান্ত। অধিকাংশ বিষয়ে ইসলামী আকিদাবলী বিরোধী। বিস্তারিত জানতে হলে আল্লামা আরশাদুল কাদেরী (আলায়হি রহমা) বিখ্যাত কেতাব "তাবলিগী জামায়াত" পাঠ করুন। উল্লিখিত তাবলিগী জামায়াতের চিল্লা থেকে বাঁচা অবশ্য কর্তব্য। হাদীপপাকে উল্লেখ আছে–ইন্না হাজাল ইলমাদ্বিনুন ফানজরু আম্মান তা' খুজুনা দ্বিনাকুম। ওয়াল্লাহু তায়ালা আলাম।

–আব্দুল ওয়াহেদ ক্বাদেরী
৯ই রবিউল আওয়াল ১৪২২ হিজরী

সংগ্রহিত –ফাতাওয়ায়ে ইউরোপ, লেখক-মুফতী আযম, হল্যান্ড

প্রশ্নঃ—কি বলেন উলামায়ে দ্বীন ও দ্বীন ও মুফতীয়ানে শারাহ মাতিন যে তাবলিগী জামায়াতের আকিদাবলী কেমন এবং তাদের জামায়াতে অংশ গ্রহণ করা কি ? নির্ভরযোগ্য কেতাবের উদ্ধৃতি সহকারে ইহার বিস্তরিত উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

ইতি মোঃ নাসিরুদ্দিন আশরাফী
সারপরাস্ত, মাদ্রাসায়ে চানামুনা, পোঃ-ইসলামপুর, জেলা-পুর্ণিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ—তাবলিগী জামায়াত এমন কোন নতুন জামায়াত নয় এবং ইহার আকিদাবলী ও নতুন নয়। বরং ইহা ওহাবী দেওবন্দী জামায়াতের প্রচার ও প্রসারকারী। ইহা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের সহীহ আকিদার কোন জামায়াত নয়। ইহারা সকলেই লাদ, কিয়াম, ফাতেহা, ওরস শরীফ এর বিরোধী। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শানে তাওহীন ও তানকিসাহানা মাত্র। এই কলেমা পড়ানো দ্বারা মানুষের নিকটবর্তী হওয়া যাবে এবং কারী (অসম্মান ও বে-ইজ্জতকারী) তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন করে মানুষকে ধোঁকা এবং সোজা সরল মুসলমানদের নিজা বেড়াজালে আবদ্ধ করতে চায়। তারা রাজনীতি প্রেমিক এবং তারা প্রশাসনিক সম্মান লাভের আশায় জামিয়াতুল উলামা নামে একটি রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠা করেছে। তার মধ্যে রাজনীতি ও উচ্চ মর্যাদার লোভী ও পাশ্চাত্য প্রেমিকদের মেম্বার করে রাস্তায় দাড় করিয়েছে। অপর দিকে সাধারণ সোজা মুসলমানদের জন্য একটি স্থায়ী জামায়াত তৈরী করে দিয়েছে। যার নাম কোন স্থানে তাবলিগী জামায়াত, কোথাও ইলিয়াসী জামায়াত, কোথাও কলেমাওয়ালী জামায়াত আবার কোথাও নামাজওয়ালী জামায়াত বলে প্রচার করছে। তাদের মতবাদ যে আসলে ওহাবী দেওবন্দী, কুফরী মতবাদ তার উপর পর্দা রাখার জন্যই তাদের নাম ও রূপের পরিবর্তন। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের প্রকৃত খারাপ আকিদা বদ মাজহাবের দিকে খেয়াল না রাখে এই তাবলিগী জামায়াতের আবিস্কারক মাওলানা ইলিয়াস তার বাপ-দাদার মাতৃভূমি ছানছানা জেলার মুজাফ্ফর নগর। তার প্রাথমিক শিক্ষা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট হয়েছে। এবং তারপর দেওবন্দী শিক্ষা লাভ করে গাঙ্গুহীর নিকট মুরিদ হয়। সে ওহাবী দেওবন্ধীদের বড় নেতা, যেমন মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, মৌলবী খলিল আহদ আম্বেঠী, মৌলবী মহমুদুল হাসানদের বিশ্বস্থ ছাত্র। দেওবন্দী আকিদায় তার আকিদা। এই দেওবন্দী মাওলানা ও নেতাগণ আল্লাহ ও তার রাসুলের শানে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করায় মক্কা মদিনা এবং ভারতবর্ষের মুফতীগণ তাদের কাফেরের ফাতাওয়া প্রদান করেছে। মৌলবী ইলিয়াস ও সেই কুফরী আকিদায় বিশ্বাসী অনুসারী ও প্রচার ও প্রসারকারী। তার উদেশ্যই হচ্ছে দেওবন্দী ওহাবী গোত্র তৈরী করা । তারা যে মুসলমান কলেমা পড়িয়ে নামাজ করার তাবলিগ করে বেড়াচ্ছে ইহা কেবল সোজা সরল মুসলমানদের তাদের জালে আটকানোর জন্য।

কেননা মাওলানা মহম্মদ ইলিয়াস আউর উনকি দ্বীনি দাওয়াত" নামক পুস্তকে লিখেছে–ইহা মুসলমানদের বিশাল এলাকায় দ্বীনের অনুভুতি সৃষ্টি করার কৃতা দান করা যাবে।

াবলিগীদের উক্ত মন্তব্য হতে প্রকাশ পায় কলেমা নামাজ পড়ানো তাদের হানা। মানুষের নিকটবর্তী হওয়া ও মত প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা জন্য। রপর যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও আলোচনার সুযোগ হবে তখন ধীরে ধীরে সলা মাসায়েল ও ওহাবী দেওবন্দী আকিদা শিখিয়ে ওহাবী গোত্র তৈরী করা বে। নেননা তাবলিগী জামাতোর প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইলিয়াস উক্ত পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছে–"জাহিরুল হাসান, আমার উদ্দেশ্য কেউ পাই নাই। মানুষ ন করে এই আন্দোলন নামাজের। কিন্তু আমি কসম করে বলছি যে ইহা নই নামাজের আন্দোলন নয়" একদিন আশ্চর্য হয়ে বলল–"মিয়া জাহিরুল ান, আমার আসল উদ্দেশ্য একটি নতুন কাউম বা গোত্র তৈরী করা"।

তাবলিগী জামায়াতের আসল নেতা প্রতিষ্ঠাতার মুখেই জানা গেল যে দর ভ্রমণ, দেশ বিদেশে গমনাগমন, নামাজের আহ্বান, কলেমা পড়ানো ল উদ্দেশ্য এক নতুন দল বা গোত্র তৈরী করা। মুসলমান তৈরী করা নয়, ামী আন্দোলন নয় ইহা ওহাবী দেওবন্দী মাজহাব তৈরী করা। ইহা অন্য রা কথা নয় ইহা তাবলিগের প্রতিষ্ঠাতার নিজস্ববাণী। তাদের কৌশল হল ম কলেমা পড়ানো ও নামাজের তাবলিগ করে নিকটে আনতে হবে। তারপর সঙ্গে ঘোরাঘুরি উটাবসা করে গভীর সম্পর্ক তৈরী করে আস্তে আস্তে ওহাবী বন্দী আকিদা শিক্ষা দেওয়া। অল্প দিনেই তারা আহলে সুন্নাত ওয়া য়াতের মাসলা মাসায়েল ও আকিদার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ ও বিরোধীতা ভ করে দেয় এবং ওহাবী দেওবন্দী গোত্র ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং কোন সুন্নী মানের উচিৎ নয় উক্ত জামায়াতে অংশ গ্রহণ করা, সম্পর্ক রাখা বা তাদের তে যাওয়া। তারা বদ মাজহাব বেদ্বীন ওহাবী জামায়াত। বিস্তারিত জানার আমার লিখিত পুস্তক "ইসলামী তাবলিগ ও ইলিয়াসী তাবলিগ" পড়ুন।

হ তায়ালা আলাম বিস সওয়াব–

দ আজমল গুফেরা লাহুল আওয়ালো

মূল মাদ্রাসা, আজমালুল উলুম, সম্ভল

ওয়ায়ে আজমালীয়া ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬৬,২৬৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

রায়িসুল কলম হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদিরী রহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবনের বাস্তব নমুনা

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সেইসময় মাদ্রাসায়ে ফায়জুল উলুমের পড়াবার স্থান খোলা আকাশের নিচে ছিল। মাদ্রাসার কাজে একবার তাকে দিল্লি যেতে হয়েছিল। নির্দিষ্ট তারিখের একদিন পূর্বে আল্লামা সাহেব দিল্লিতে উপস্থিত হন।

তিনি চিন্তা করলেন প্রথম রাত্রী বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে অতিবাহিত করবেন।সেই হিসাবে নিজ থাকার জায়গায় নিজের সামান পত্র রেখে বস্তি নিজামুদ্দিন এর দিকে রওনা হলেন।প্রায় বৈকাল চার ঘটিকার সময়বাস হতে নেমে বস্তি নিজামুদ্দিনে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন দুজন ব্যাক্তি মনে হচ্ছে তার খুবই পরিচিত এবং তারই অপেক্ষাতে আছেন।যখন তাদের নিকট পোঁছিলেন তাদের দাড়ি ও পেশানীর দাগ দেখে আবাক হয়ে গেলেন। তিনি বর্ণনা করেন এত লম্বা দাড়ি এবং পেশানীর উপর এত বড় দাগ তিনি কখনই দেখেন নাই। তারা দ্রুত তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে থামিয়ে বলতে লাগলেন–

"হযরত ইহাই তাবলিগী জামায়াতের মারকাজ। এখান হতে ইসলাম সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। অনুগ্রহ পূর্বক একবার ভিতরে আসুন নিজের চোখে দেখুন কিভাবে দ্বীন জিন্দা হচ্ছে। দ্বীনের এক খাদেম এখানে দ্বীনের চারা লাগিয়েছিলেন তা আজ নব যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে।তার বরকতে দুনিয়া ফায়দা লাভ করেছে। একবার দৃষ্টি দিয়ে দেখুন মৃতপ্রায় ইসলামকে কিভাবে দ্বীনের খাদেমগন তরুতাজা করছে।

আল্লামা সাহেব চিন্তা করলেন যখন সুজোগ এসেছে তখন স্বচক্ষে একবার তাবলিগটী জামায়াতের কারবার দেখা দরকার। তিনি তাদের সঙ্গে চলতে লাগরেন। সদর গেট দিয়ে প্রবেশ করেই দেখেন বেশী বয়সের কি লোক এক জাগায় বসে আম্মা পারা পড়ছে। তাদের দিকে ইসারা করে সেই লোক দুটি বলল–

pdf By Syed Mostafa Sakib

"ইহারা মেওয়াত এলাকার নব মুসলীম লোক। ইহাদের বাপ, দাদা মুসলমান ছিল। ইহারাও নিজ বাপ দাদাকে মুসলমান বলত। কিন্তু কুফরী শেরেকী প্রথায় তারা এমন ভাবে ডুবে ছিল যে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাবলিগী জামাযাতের বদৌলতে এবং তাদের চেষ্টায় তারা পুরাতন রীতিনীতি পরিত্যাগ করে আসল ইসলাম লাভ করেছে। এসব লোক রাত দিন মারকাজে থেকে শিক্ষা লাভ করছে। যখন তারা পাকা পোক্ত হয়ে যাবে তখন তারা নিজ নির্জ এলাকাকে নিজেরাই সংশোধন করে নিবে"।

পরে আল্লামা সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন যে এই সব লোক সাল সাল ধরে এই আম্পারাই পড়ে চলেছে।তাবলিগী জামায়াত নিজ দোকানে তাদের নমুনা হিসাবে সাজিয়ে রেখেছে। বাইরে থেকে আসা ব্যাক্তিদের সর্ব প্রথমে এই দৃশ্য দেখিয়ে ব্রেনের অপারেশন করা হয়।

তার পর আল্লামা সাহেবকে আরও ভিতরে নিয়ে গিয়ে এক কামরার সামনে উপস্থিত করা হল এবং বলা হল– "এইসব তাবলিগী জামায়াতের পরিক্ষিত ও ট্রেনিং প্রাপ্ত উলামা। ব্রেন পরিস্কার করার কার্য্যে ইহারা বিখ্যাত। মানুষকে কুসংস্কার থেকে ফিরিয়ে দ্বীনের দিকে নিয়ে আসার কার্য্যে ইহারা রাত দিন মশগুল আছেন। আপনি কিছুক্ষন তাদের সহবতে বসে শান্তি লাভ করুন"। এই কথা বলে তারা দুজন বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মনে হল নতুন লোক ডেকে আনার কার্য্যেই তারা নিযুক্ত।

তাদের চলে যাওয়ার পর তাবলিগী জামায়াতের মৌলবীগন সম্মানের সাথে তাঁকে তাদের নিকট বসালেন। তারপর খুব নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি এখানে এসেছেন।

আল্লামা সাহেব মনে করলেন যখন সুযোগ পাওয়া গেছে তখন নষ্ট না করা উচিৎ। তাই বললেন–"আমি জামসেদপুর হতে এসেছি। সেখানকার তাবলিগী জামায়াত সমন্ধে একটি জরুরী বার্তা আছে। যা হযরতজীকে বলব"। সেই সময় সেই পদে ছিলেন মৌলবী ইউসফ সাহেব। তারা বার বার বলতে লাগলোযে, কি কথা ? তিনি একই উত্তর দিলেন, তা হযরতজী কেই বলব। হজরতজী তাবলিগের কাজে এক শহরে গিয়েছেন তার ফিরতে অনেক রাত হবে। আপনি কাল সকালে ফজরের নামাজের পর সাক্ষাত পাবেন"।

ইহা শোনার পর তিনি চুপ করলেন এবং কিছুক্ষন পর সুযোগ পেয়ে সেখানহতে বের হয়ে দরগাহ শরীফের দিকে রওনা হন। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়ায় সারা রাত আল্লাহর ওলীর দরবার শরীফে অতিবাহিত করেন।সকাল বেলায় নামাজ সমাপ্ত করার পর যখন নিজ গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হচ্ছিলেন তখন রাস্তায় সেই দুজন লোক তাকে রাস্তায় দেখে আওয়াজ দিলেন।

"মৌলবী সাহেব, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে, হযরতজী সকাল থেকে তোমাকে খুজছেন, চলো-চলো, তাড়াতাড়ী চলো"।

যখন তিনি তাদের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন মৌলবী সাহেবগন তাকে দেখেই বললেন– মৌলবী সাহেব তুমি কাল সন্ধ্যায় চুপি চুপি কোথায় চলে গিয়েছিলে ? আমরা তোমার সন্ধানে বড়ই পেরেশান!

তিনি উত্তর দিলেন– "দরগাহ শরীফ গিয়েছিলাম, সেখানেই রাত্রি অতিবাহিত করেছি"।

ইহা শুনে অসন্তুষ্ট হযে তারা বলল– তুমি সারা রাত ঐ বেদায়াতের জায়গায় কি করছিলে ? তুমি এই জামায়াতে নতুন ভাবে প্রবেশ করেছ, কোথাও যাবার জন্য তো জিজ্ঞাসা করতে পারতে ? ইহা দিল্লি শহর, এখানে অনেক রকম তামাসা আছে। কিন্তু দ্বীনের জন্য বেরিয়ে তামাশার জন্য তো যাওয়া যাবে না। এখানে আসার পরও যদি জায়েজ , না জায়েজ বুঝতে না পারো তবে এখানে এসে কি করলে ?

তিনি বললেন– সেখানে গিয়েছিলাম যে দেখি সেখানে কি কাজ হয়। তাছাড়া সব ভাল।

একজন মুখ বিগড়ে বলল– সেখানে গেলে কোন ক্ষতি হয় না ? তারপর তাকে হযরতজীর নিকট নিয়ে গেল।

হযরতজী সে সময় ফৌজের কমাণ্ডারদের এক একদিকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।। তিনি তাকে (আল্লামা সাহেবকে) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন – এ সাহেব কে ? কোথা থেকে এসেছে ?

একজন মৌলবী সাহেব মাথা নিচু করে বললেন– হযরত এই মৌলবী সাহেব জামসেদপুর হতে এসেছে। সেখানকার তাবলিগ জামায়াত সম্পর্কে হুজুরকে কি বলবেন।

হযরতজী ইহা শোনার পর তার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলেন– বলো, বলো কি বলছ ?

তিনি জামসেদপুরের তাবলিগী জামায়াত সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন–

"প্রথম প্রথম জামসেদ পুরে তাবলিগী জামায়াতের প্রভাব মানুষের উপর পড়েছিল। মানুষ তার উপর আকৃষ্ট হয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন থেকে তারা মিলাদ, কিয়াম, নবীর ইলমে গায়েব নিয়ে ফাতাওয়া দিতে শুরু করে। তাদের আকিদা বর্ণনা করে তখন হতে মানুষ তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শুরু করেছে। বর্তমানে বহু মাসজিদে তাবলিগ জামায়াতকে উঠতে দেয় না"।

তিনি এইটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে হযরতজীর চেহেরা লাল হয়ে গেছে। রাগান্বিত হয়ে নিজ জানুর উপর হাত মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, এবং তাকে তাবলিগী জামায়াতে বিশ্বস্থ লোক মনে করে শাশাতে লাগলেন–

"যখন লোক তাবলিগের উদ্দেশ্যই বুঝে নাই তখন তাদের তাবলিগ করতে কে বলেছে ? আমি আজ ২০ বৎসর তাবলিগ করছি, কেউ বলতে পারবে না যে আমি মিলাদ ফাতেহা বন্ধ করতে বলেছি। যদিও আমাদের আকিদা উহাই যা দেওবন্দী দের আকিদা। কিন্তু কৌশল হচ্ছে প্রথমে সেসব কথা না বলে তাদের মগজ ধোলাই করতে হবে।

তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরতে হবে, তাদের নিয়ে গাস্ত করতে হবে। আস্তে আস্তে সে সব লোক পরিবর্তিত হয়ে প্রকৃত তাবলিগ জামায়াতের সদস্য হয়ে ঐ সব কাজ নিজেরাই পরিত্যাগ করবে। কৌশলে কাজ করাতে হবে। মৌলবী সাহেব শোনো, আমরা এখনও সংখ্যায় কম আছি, বেদাতীগন বেশী, আমাদের ধোঁকা ফেরেবের সঙ্গে কাজ করতে হবে। কোন কোন সময় নিজ আলেমদেরও গালি দিয়ে লোককে বশে এনে কৌশলে ব্রেন ওয়াশ করতে হবে। এখানে এত সব লোক দেখছো সকলেই কট্টর বেদাতী, কবর পূজারী ছিল, তারা আমাদের সহবতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে"।

যখন তার উপদেশ সমাপ্ত হল, আল্লামা সাহেব আবেদন করলেন–

আমার দরখাস্ত এই যে, এই সব উপদেশ লিখে দিন।

তিনি বললেন, ইহাও তোমার একটা ভূল, কেননা এখানে লিখিত করার কোন নিয়ম নাই।

ইহা বলার পর অন্য কাজের দিকে তিনি নজর দিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই সুজোগে আল্লামা সাহেব সেই মারকাজ হতে বেরিয়ে আসলেন, কিন্তু তার আফশোষ থাকলো যে তিনি কোন টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নাই যে তাতে কথা গুলি রেকর্ড করবেন।

ইহা ছাড়াও অনেক ঘটনা তিনি জীবনে প্রত্যাক্ষ ভাবে পেয়েছেন যার কিছু নিদর্শন তার লিখিত "তাবলিগী জামায়াত" কেতাবে উল্লেখ করেছেন।এই সব প্রত্যক্ষ ঘটনা হতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যেতাবলিগী জামায়াত এক ফেরেব বাদী সংগঠন যারা ইমানদার মুসলমাকে ইসলামের নামে কলেমা নামাজের বাহানায় বেঈমান করে চলেছে। ইহা ইসলামের কোন সংগঠন নয়।

তাবলিগী জামায়াতের গুণ্ডামীর বাস্তব নমুনা

পাকিস্থানের লাহোর শহরের হামিদ আলী পার্ক নিউ সামান আবাদের মোঃ ইকবাল নামে এক দোকানদার যিনি নিজ এলাকার মাসজিদ সিদ্দিকে আকবরের একজন সর্দার ছিলেন। রায়ওয়ান্ডে তাবলিগী জামায়াতের এক ইজতেমা শুনে নিজ বন্ধু মহম্মদ খাঁন যিনি লিপটন চা কোম্পানির একজন কর্মচারী ছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে সে স্থানে উপস্থিত হন। সে ইজতেমা ২২/১০/১৯৭৭ তারিখে হয়। সেখানে মহম্মদ খাঁন নবীপাকের প্রেমে অধির হয়ে ইয়া রাসুল্লাল্লাহ বলে নারায়ে রেসালাত দেন এবং বাবা শাহ জামাল জিন্দাবাদ বলে নারা দেন। নারা দেওয়ার পরে রাত্রে তাবলিগী জামায়াতের গুণ্ডা বাহিনী তাকে নিয়ে এক ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে প্রবেশ করার পর তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারতে আরম্ভ করে। তার বন্ধু ইকবাল তাকে খুঁজতে খুঁজতে এই ঘরে এসে উপস্থিত হন। তার এই অবস্থা দেখে ভয়ে তার কম্পন উপস্থিত হয়। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন–ইহার দোষ কি হয়েছে ? সে কি অন্যায় করেছে ? তারা উত্তর দিল যে সে নবীর নামে নারা দিয়েছে, পীরের নামে নারা দিয়েছে। মহম্মদ ইকবাল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন–নবীর প্রেমে নবীর নামে নারা দেওয়া পীরের নামে নারা দেওয়া ইহা কোন অপরাধ ? একথা শোনার পর তারা তাকে ধরে বসিয়ে দেয় এবং বলে–তুমি এখানে বসো। ইহার উত্তর আমাদের মাওলানা শের জঙ্গ এসে দিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই মাওলানা শের জঙ্গ লোহার ডান্ডা হাতে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি মহম্মদ ইকবালের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ রাগান্বিত হয়ে মাহম্মদ ইকবালের মাথায় এমন জোরে আঘাত করেন যে সঙ্গে সঙ্গেই ইকবাল অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হারা অবস্থাতেই তাকে উল্টিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে চোর চোর বলে আঘাত করতে থাকে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন মহম্মদ ইকবাল চিৎকার করতে লাগল– আমি চোর নই আমি সিদ্দিকে আকবর সামানাবাদ লাহোর কমিটির সর্দার। সেখানকার কয়েকজন মৌলবীদের নাম করে সে বলল যে তাদের জিজ্ঞাসা করো আমি সেই মহম্মদ ইকবাল। তারপর মাওলানা শের জঙ্গ তাকে মুক্ত করে কিন্তু যেহেতু আঘাত প্রচন্ড হয়ে গিয়েছিল সে জন্য মহম্মদ খানের নিকট ওয়াদা এবং জবরদস্তি দস্তখত লিখে নেয় যে সে ট্রাফিকের ভিড়ে যখম হয়েছে। তারপর দুই জখমীকে লাহোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবং তাদের বলা হয় যে যদি তোমরা আসল কথা প্রকাশ করো তবে তোমাদের বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলা হবে। দুই দিন পরে মহম্মদ ইকবালের স্ত্রী নাসিমা বিবি খবর পেয়ে হাসপাতালে যান। মহম্মদ ইকবাল সাহেব বিরি নিকট সকল ঘটনা প্রকাশ করেন। সমস্ত শুনে নাসিমা বিবি মার্শাল কোর্টে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু ১৭/১১/১৯৭৭ তারিখে মহম্মদ ইকবাল সাহেব জখমের কারণে ইন্তেকাল করেন। তাবলিগী জামায়াতের গুণ্ডাগণ রাতের অন্ধকারে তার লাশকে দাফন করে দেয়। নাসিমা বিবি মার্শাল কোর্টের বিচারকের নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। মার্শাল কোর্টের বিচারকের রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাসিন আহমদ পুলিশের সাহায্যে লাশ কবর হতে উঠিয়ে পোষ্টমর্টম এর ব্যবস্থা করেন। পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইকবালের মাথায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি গর্ত এবং শরীরের ২৫ জাগায় আঘাতের চিহ্ন ছিল, রিপোর্টে বলা হয় সমস্ত শরীরে এবং মাথায় মারাত্বক আঘাতের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ মাওলানা শেরজঙ্গ ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেন। মাহানামা "ফায়জান" লাহোর লিখেছে–দেওবন্দী জামায়াতের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর লিডার মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আনওয়ার ও মাওলানা আজমল হত্যাকারীদের পক্ষ নিয়ে তদবীর করে, এমনকি মহম্মদ ইকবালের বিবিকে ২৫ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে কেষ মিমাংসার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিবি নাসিমা তা গ্রহণে অস্বীকার করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় জখমী মহম্মদ খানের মাথা খারাপ হয়ে যায়, মুত্যু পর্যন্ত তিনি আর সুস্থ হতে পারেন নাই।

জিজ্ঞাসা করুন তাবলিগী জামায়াতের লোকেদের–ইহাই কি তোমাদের তাবলিগ ? না আল্লাহ ও রাসুলের প্রেম, মহব্বতকে জবেহ করে নয়াজাতী, তাবলিগ জাতী তৈরী করা ?

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা পাকিস্থানের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১) রোজনামা হায়াত, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, ১৯৭৭।

তাবলিগ তামায়াতের গুন্ডা বহিনী মহম্মদ ইকবালকে ছাদ হতে উল্টাভাবে ঝুলিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে অত্যাচার করেছিল তার ফলে তার মৃত্যু হয়। তার লাস আজ কবর থেকে উঠানো হবে। তারা মরহুমের বিবিকে টাকা ঘুষ দিয়ে মামলা মিমাংসা করতে চেয়েছিল।

২) রোজনামা সায়াদাত-১৯/১১/১৯৭৭

রায়ওয়ান্ডে জখম হওয়া দোকানদার আজ হাসপাতালে মারা গেছে। ইজতেমাতে দোকানদার এবং তার সাথী ঝুলন্ত অবস্থায় অত্যাচারের শিকার হয়।

৩) রোজনামা মাশরেক, লাহোর -১৯/১১/১৯৭৭

রায়ওয়ান্ডে জখম হওয়া নওজয়ান যে মৃত্যু বরণ করেছে আজ তার লাশ কবর হতে উঠানো হবে।

৪) রোজনামা আজাদ-২৮/১২/১৯৭৭

রায়ওয়ান্ডে তাবলিগ জামায়াতের বাৎসরিক ইজতেমা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

৫) রোজনামা ওফাকে লাহোর, রাওয়াল পিন্ডি -২৮/১১/১৯৭৭

মহম্মদ ইকবালের হত্যাকারীদের গ্রেফতারী পরওয়ানা।

রোজ নামা মাগরেবী, পাকিস্থান, লাহোর, ১লা ডিসেম্বার ১৯৭৭, রোজ নামা সিয়াসাত লাহোর ১লা ডিসেম্বার ১৯৭৭, রোজ নামা নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর রাওয়াল পিন্ডি, ২৮শে ডিসেম্বার ১৯৭৭, প্রভৃতি নিদর্শন বর্তমান।

সংগৃহিত-খোত্ববাতে আজমীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যান্যদের দৃষ্টিতে প্রচলিত তাবলিগী জামায়াত

১। ফুরফুরা সিলসিলার পক্ষ হতে ঃ–

মাওলানা মোঃ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী, ফুরফুরা শরীফ, হুগলী, ভারত, এর আদেশ ও যত্নে মৌঃ মোঃ তাজাম্মুল হক, (শিক্ষক, মহম্মদপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা, পোঃ- নীলপুর, মেদেনীপুর) এর সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে পুস্তিকা "ভ্রান্তির বেড়াজালে বর্তমান তাবলিগী জামায়াত" যার প্রকাশক মাওলানা আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী।

উক্ত পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় "প্রচলিত ছয় ওসুলের তাবলিগ জামায়াত ও তাবলীগ ভ্রমন যুক্তি বিরুদ্ধ" শিরোনামে–

প্রচলিত ছয় ওসুলের তাবলীগ জামায়াত ও তাবলীগ ভ্রমন শুধু যুক্তি বিরুদ্ধই নয়, বরং বেদাতে সাইয়াহ হইবার ঈঙ্গিত বহন করে, এই কথা শুধু আমরাই বলিতেছি না বরং জনাব মাওলানা এহতেশামুল হাসান সাহেব (দেওবন্দী) যিনি প্রচলিত ছয় ওসুলের তাবলীগ জামায়াতের প্রাক্তন কর্ম কর্তা ছিলেন এবং মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্বিয়। যৌবন কাল হইতে বৃদ্ধ কাল পর্যন্ত তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সহিত অতিবাহিত করিয়াছেন এবং তিনি তাহার প্রধান খলিফা হইতেছেন। "বন্দিগী কি সিরাতুল মুস্তাকিম" নামক উর্দূ কেতাবের শেষে লিখিতেছেন যাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল।

"দিল্লি বস্তি নিজামুদ্দিনের বর্তমান তাবলীগ আমার জ্ঞান, বিবেক, কোরআন হাদীস অনুযায়ী নহে এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) ও হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) ও হাক্কানী আলেমগনের মত ও পথের খেলাফ"। তিনি আরও বলিয়াছেন- পরবর্তীকালে দ্বীন বহির্ভূত কার্যকলাপের সংমিশ্রণে সেটাকে উল্লেখযোগ্য ও ধর্মের কাজ কিরুপে গন্য করা যাইতে পারে? এখন দেখিতেছি শরিয়ত বহির্ভূত ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপের সংমিশ্রনে তাকে বেদাতে হাসান ও আর বলা যাইতে পারে না। বরং ইহা বেদাতে সাইয়াহ নিকৃষ্ট বেদাত।"

৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় "সাবধান সতর্কতা" শিরোনামে-

মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের উক্তিতে মাওলানা থানবী সাহেবের শিক্ষাটাই

প্রচার করা যদি বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখন আলোচ্য বিষয় সেই শিক্ষাটা কি ?

আমরা জানি মাওলানা থানবী সাহেব, মাওলানা রশীদ আহম্মদ গাঙ্গুহী সাহেব, মাওলানা কাশেম নানুতুবি সাহেব, মাওলানা খলিল আহমাদ আম্বেঠী বুড়ো বুজর্গ হযরতজী যাহাই বলুন না কেন, ইনারা দেওবন্দ আকিদার ধারক বাহক ও প্রচারক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফুরফুরা শরীফ সিলসিলার সাথে দেওবন্দী তাবলীগী জামাতের বিরোধের কারণ মূলতঃ এই সব আকিদাগত বিষয় লইয়া। তাবলীগ জামায়াত খুব গুপ্ত ভাবে অতি সন্তর্পনে নামাজ, রোজা, দরুদ কোটি কোটি নেকি, জেহাদের সওয়াব, এক হজ্জ, তিন হজ্জের প্রলোভন দেখাইয়া সাধারণ মানুষকে দলে ভিড়াইয়া ধীরে ধীরে তাবলিগী দেওবন্দী আকিদাগুলি মাথায় ঢুকাইয়া দেয়"।

পরে দেওবন্দী আকিদাগুলি আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে তাদের আকিদাগুলি ইসলামী শরীয়তের বিরোধী।

৮ পৃষ্ঠায়- "এবং কোটি কোটি ছওয়াব তিন হজ্জ-এক হজ্জ এর ছওয়াব হইবার (যে কথাগুলি শরীয়তের কোন কেতাবে নাই) চটকদারী কথার সুড়সুড়ি জাগাইয়া স্ত্রী,পুত্র,পিতা,মাতা,গরীব প্রতিবেশী গরীব আত্মীয় স্বজনের দেখাশুনা যেটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কঠিন আদেশ তা হইতে বিমুখ করিয়া চিল্লায় লইয়া যাইয়া অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করতঃদল গোছাইবার বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, কাজেই এই দৃষ্টান্তে চেল্লা-নীতি বেদাতে সাইয়াহ, কঠিন নিষেধ"। ইহা পুস্তিকার মধ্যে তাবলিগীদের বহু শরীয়ত বিরোধী মত ও পথের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

(২) মোঃ হানিফ, কুমিরমোড়া পুরকাইতপাড়া, পোঃ- কুমিরমোড়া, জেলা-হুগলী হতে প্রকাশিত যা মোজদ্দেদ মিশন কর্তৃক অনুমোদিত ফুরফুরা সিলসিলার মুরিদ মুতাকেদ ও অনুসারী গনের প্রতি সতর্কবানী হিসাবে "প্রচলিত তাবলীগ জামায়াত সম্মন্ধে" শীর্ষক একটি হ্যান্ডবিল প্রচার করেছেন । একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন- "তাবলীগ জামায়াত কোরআন হাদীসের খেলাফ জামায়াত। প্রত্যেক মুসলমানকে তাবলীগে যোগ দিতে হবে এরূপ নির্দেশ শরীয়তে নেই। কোরআন, হাদিস,ইজমা, কেয়াস এমনকি দুনিয়ার সর্ব শ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দেস,মুজতাহিদ,ফকিহ এবং গাউস,কুতুব বোজর্গানে দ্বীন আওলিয়ায়ে কেরাম পীরে কামেল গনের রায় অনুসারে প্রমান করা হয়েছে,

,যে ছয় ওসুলের তাবলীগের কোন প্রমান বা দলিল নাই। সমালোচনার দ্বারা প্রমান হয় যে এই তাবলীগ আন্দোলন ধর্মের নামে এক ভ্রান্তিকর প্রচার মাত্র। তাবলীগ জামাতে ভ্রমন করা কঠিন না-জায়েজ। সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার খেলাফী দল। হাজার হাজার সুন্নাত ওয়াল জামাতের অর্ন্তভূক্ত বোর্জগানে দ্বীন গনের পথ ও মত এবং জামাত পরিত্যাগ করে তথা কথিত মন গড়া নব আবিস্কৃত বাতিল ফেরকা তাবলীগ জামাতের ফতুয়ার অণুসরন করে নিজের আখেরকে বরবাদ করা উচিৎ হবে কি ? নতুন দল, নতুন জামাত হতে সর্তক হওয়া প্রয়োজন"। (১ম পৃঃ) ফুরফুরার বড় হুজুর ২৮শে চৈত্র ১৩৭৭ সাল ৫৫ পি, প্রিন্সেফ স্ট্রীট চাঁদনী, কলিকাতায় বৈঠকী জালসয় বলেছেন- সুন্নী জামাতের আকিদাগুলি এনকার করার অর্থই হল জমহুর উলামাগনকে এনকার করা এবং হাদীস শরীয অনুযায়ী তারা ফাসেক নয় বরং তারা কাফের ॥ কাফের ॥ কাফের ॥এই পাঁচ পৃষ্ঠা বিশিষ্ঠ হ্যান্ডবিলে তাবলীগ জামাতের ভণ্ডামীর চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩) কুমিল্লা জেলার রেজবীয়া দরবার শরীফ হতে প্রচারিত "জানা আবশ্যক" "নব আবিস্কৃত ছয় উসুলী তাবলীগ জামাত" নামে একটি হ্যান্ডবিল প্রকাশিত হয়েছে। এই হ্যান্ডবিলের মধ্যে তাবলীগ জামায়াতের বিভ্রান্তি মূলক প্রলোভন দেখানো উক্তি গুলো উল্লেখ করে বলেছেন-"হযরত রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর হদীস সরূপ অনুযায়ী বাতিল আকিদাহ সম্পূর্ণ ও মিথ্যা হাদিস বর্ণনা কারী ছয় উসুলী তাবলীগরা ধোঁকাবাজ, প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। এক্ষণে আমরা সুন্নী জামায়াত পন্থিগন দাবী করিতেছি যে যদি কেহ এই নীল আকাশের নিচে উল্লিখিত ছয় উসুলের তাবলীগ এবং উপরে বর্ণীত মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মূলক সওয়াব সমূহ কোরআন, হাদীস, ইজমা, কেয়াস দ্বারা প্রমান করতে পারে তবে আমরা তাহাদিগকে ১০(দশ) লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। অতএব বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বা কোন স্থানে একজন উচ্চ পদস্থ নিরপেক্ষ সরকারী অফিসারের সভাপতিত্বে বাহাস করতে আমরা সর্বক্ষণ তৈয়ার আছি। ইনশাল্লাহ।

অতপর বাহাসে হাজির না হইলে কিংবা ওহাবী তাবলিগীদেরকে কাফের বলিয়া প্রমান করতে না পারলে আমরা দশ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিব, অথবা সরকারী আইনে যে কোন দণ্ড লইতে বাধ্য থাকিব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই মর্মে স্বাক্ষর দান করিলাম"। ত্রিশ জন উলামায়ে কেরাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

(৪) মাওলানা সোহেল সালাফী, ইমাম গজাধরপাড়া মাসজিদ, জেলা-মুর্শিদাবাদ কতৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত নগদ ১০ হাজার টাকা চ্যালেঞ্জ ঘোষনা মূলক হ্যান্ডবিল প্রকাশিত হয়েছে " প্রচলিত ইলিয়াসী তাবলীগ জামাতের স্বরূপ" শিরনামে।

"১৯৪৪ সনে দিল্লিতে বস্তি নিজামুদ্দিনে তাবলিগী জামাতের প্রতিষ্ঠা করেন মাওলানা ইলিয়াস সাহেব।তার নামানূযায়ী এই জামাতের নাম করন হয় ইলিয়াসী তাবলীগ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তাবলীগের সাথে প্রচলিত এই তাবলীগের কোন সম্পর্ক নাই। এই জামাতের কেচ্ছা কাহিনী দূর্বল জাল হাদীস মুখরোচক মনগড়া ঘটনা প্রবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআন হাদীসের পরিপন্থি এই জামাত। তার অসংখ্য ও অগনিত প্রমান রয়েছে।

এই জামাতে ঢোকার পর মানুষ তাদের মিষ্টি ব্যবহারে হবে মুগ্ধ অথচ মনোমুগ্ধ ব্যবহারের পিছনে থাকবে দূরভিসন্ধি কূমতলব। তাদের ট্রেনিং-এ ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর হতে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের অনুভূতি শেষ করে দিবে এবং জামাতের আমিরদের আনুগত্যের প্রতি আপ্রাণ চেষ্টা করবে।আমীরগন দেখতে হবে খাঁটি পরহেজগার দ্বীনদার ব্যাক্তিদের মত। কিন্তু তাদের অন্তর হবে শয়তানের মত"।তিনি ইহাতে ইলিয়াসী তাবলীগ জামাতের ভিত্তিহীন, উদ্ভট আকিদার ও মিথ্যা কাহিনীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

তিনি আরও লিখেছেন-" আমার উল্লিখিত প্রমানগুলো কেউ ভুল প্রমান করতে পারলে প্রকাশ্য জন সম্মুখে তাকে নগদ ১০ (দশ) হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে"।

সূতরাং এই বাতিল ফিরকা হতে আপনারা বাঁচুন এবং অপরকে সতর্ক করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib